উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

‘দিমাগী’ নকশাল মন্তব্যে তর্জা ১৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

‘নাম না জেনেই যোগ এনসিপিআই-এ’ ৯

দেব ভরসায় রানের পাহাড়ে শুভমানরা ১৪

চ্যাম্পিয়নশিপে বৃষ্টির ভ্রূকুটি

৩১ শ্রাবণ ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 17 August 2026 Monday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 90

দেহ উদ্ধারের পর আশিসের প্রশংসায় সবাই

মৃত্যু নিয়ে চাপানউতোর

আশিস মণ্ডল ও স্বরূপ বিশ্বাস

রামপুরহাট ও কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের সকালে শনিবার জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন নিজের হাতে। খোশমেজাজে রাত পর্যন্ত পরিবার ও পরিচিতদের সঙ্গে আড্ডাও দিয়েছিলেন। অথচ রবিবার সকালে রামপুরহাটে বাড়ির লাগোয়া তৃণমূল কার্যালয়ে উদ্ধার হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ।

পাশে পড়ে থাকা ‘সুইসাইড নোটে’ আক্ষেপ, ‘রাজনীতিতে আসাটাই ভুল হয়েছে।’ রামপুরহাটের এই প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যু ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি আঙুল তুলেছেন কালীঘাট তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ করেছেন ব্ল্যাকমেলিংয়ের। অপরদিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, রাজনীতির বিষের বলি হয়েছেন আশিস।

রবিবার সকালে অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ না পেয়ে দলীয় কার্যালয়ের দরজার ফাঁক দিয়ে আশিসের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিজন। বীরভূমের পুলিশ সুপার বিদিতরাজ ভুন্দেস জানিয়েছেন, পুলিশ গিয়ে ভেতর থেকে বন্ধ দুটি দরজা ভাঙে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনে পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় রামপুরহাট হাসপাতালে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রবিবার নবান্ন সভাঘরে বলেন, ‘খতিয়ে দেখতে হবে তৃণমূলের মমতাপন্থী শিবিরের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করায়, কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত গোষ্ঠী তাঁকে ব্ল্যাকমেল করছিল কি না।’ ফোনের কল রেকর্ড পরীক্ষা করলে তা স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ‘পুলিশমন্ত্রী হিসেবে এনিয়ে আমার কোনও কথা বলা উচিত নয়। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। তাঁর পরিবারের লোকেরা আশিসবাবুর মোবাইল দিলে পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।’

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাক্তন বিধায়কের সুইসাইড নোটটি তদন্তের জন্য ফরেন্সিকে পাঠানো হবে। তাঁর এই বার্তার পর বীরভূমের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, সুইসাইড নোটে দুজনের হাতের লেখা রয়েছে। শুভেন্দুর কথায়, ‘তৃণমূলে একটাই পোস্ট ছিল। বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট। নীচুতলার তৃণমূল কর্মীদের বা দলের দুষ্কৃতীদের

অন্তিম যাত্রায় প্রাক্তন মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার।

অপকর্মের দায় সজ্জন ভদ্রলোক আশিসবাবুর ওপর বর্তায় না।’ তিনি খুব শীঘ্র আশিসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন জানিয়েছেন।

তাঁর ভাষায়, ‘খাঁটি ও সজ্জন রাজনীতিবিদ ছিলেন। ওঁর সততার কথা আমি বিধানসভাতেও একাধিকবার বলেছি।’ স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে আশিসের সুসম্পর্ক ছিল বলে তিনি দাবি করেন। তারাপীঠ উন্নয়ন পর্ষদে বা পুলিশের তরফে প্রাক্তন বিধায়ককে হয়রানি করা হয়নি বলেও তাঁর দাবি।

অপরদিকে, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সে লিখেছেন, ‘আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলেছে। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি শিক্ষকতা করেছেন। বরাবর মাটির মানুষ বলে রামপুর ও গোটা বীরভূমে পরিচিত ছিলেন। পাঁচবারের বিধায়ক, প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার হিসেবে রামপুরহাটের উন্নয়নে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

পাক গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার রশিদুল হক, নুর নাসিরুদ্দিন আলি এবং সফিকুল ইসলাম। তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে ভারতীয় সিম কার্ড পাচার এবং জাল নোটচক্রে যুক্ত থাকার মতো গুরুতর অভিযোগ।

দিনহাটায় ধৃত তিন পাক চর

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৬ অগাস্ট : হানিফ মণ্ডল ও রানা রউফের পর এবার পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার চর সন্দেহে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল এসটিএফ। শুক্রবার রাতে সাহেবগঞ্জ থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসটিএফের বিশেষ দল তাদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে দিনহাটা-২ ব্লকের কুর্শাহাটের থরাইখানা এলাকার রশিদুল হক (৩১), তুফানগঞ্জের চৌখুশির নুর নাসিরুদ্দিন আলি (৩০) এবং উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ার সফিকুল ইসলাম (৩২)। শনিবার সকালে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাদের দিনহাটা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ২৯ অগাস্ট তাদের ফের আদালতে পেশ করা হবে।

ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধেই বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে ভারতীয় সিম কার্ড পাচারের অভিযোগ রয়েছে। শুক্রবার রাতে দিনহাটায় রশিদুলের বাড়িতে তল্লাশি চালায় এসটিএফ। সেখান থেকে চারটি টাচস্ক্রিন, একটি কিপ্যাড মোবাইল এবং একাধিক সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রশিদুলের নামে ভারতে দুটি এবং পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে তিনটি সিম কার্ড সক্রিয় রয়েছে। এই তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

পাশাপাশি, রশিদুল জাল নোট পাচারের সঙ্গেও যুক্ত ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তার বাড়ি থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব খুব কম হওয়ায় এই বেআইনি কাজ অনেকটাই সহজ হত বলে মনে

ধৃতদের আদালতে তোলা হচ্ছে। দিনহাটায়।

সিমগুলি ব্যবহার করে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থাগুলি ভারতবিরোধী নানা কার্যকলাপ চালাত বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। রশিদুলের মা রুহিনা বিবি ছেলেকে নির্দোষ দাবি করলেও, অতীতে পাটনায় গাঁজা পাচারের অভিযোগে সে যে জেল খেটেছে, তা করছে এসটিএফ। জেরায় রশিদুল জানিয়েছে, পাঞ্জিপাড়ার সফিকুলের সূত্র ধরেই বাংলাদেশের বাসিন্দা আকবর ওরফে সম্রাটের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। রশিদুলের মোবাইল থেকে আকবরের ফোন নম্বরও মিলেছে।

এরপর দশের পাতায়

স্বাধীনতার গর্জন। ওয়াঘা সীমান্তে বিটিং রিট্রিট। ১৫ অগাস্ট পঞ্জাবে।

মাদক পাচারের তদন্তে সিট গঠনের নির্দেশ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও রিমি শীল

শিলিগুড়ি ও কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : তৃণমূল আমলে খোদ হাইকোর্টে তথ্য জালিয়াতি করে এবং বেআইনি উপায়ে মাদক কারবারে অভিযুক্তদের জামিন পাইয়ে দেওয়ায় পুলিশ-মাদক পাচারকারী এবং সরকারি আইনজীবীদের একাংশ মিলে তৈরি করেছিল অসাধু সিন্ডিকেট। সেই সিন্ডিকেট উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন থানার শতাধিক অভিযুক্তকে জামিন পাইয়ে দিয়েছিল। ওই বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য সিআইডির এডিজি-কে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠনের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। সিআইডি গঠিত সিটের প্রধান হিসেবে এসপি পদমর্যাদার কোনও আধিকারিককে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে চলছিল। সম্প্রতি মামলাটি কলকাতায় হাইকোর্টের মূল বেঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার মামলার শুনানিতে সিট গঠনের নির্দেশের খবর ছড়াতেই হইচই পড়ে গিয়েছে পুলিশ ও আইনজীবী মহলে। পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় নানা অভিযোগ উঠলেও গোটা প্রক্রিয়ায় যুক্ত সরকারি আইনজীবীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগে তদন্ত কার্যত নজিরবিহীন।

পুলিশের তদন্তেই উঠে এসেছে, শুধু শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকাতেই ১২৬টি মামলার ক্ষেত্রে বেআইনি পদ্ধতিতে জামিন পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আর একটি রিপোর্টে পুলিশের তদন্তকারীরা আরও ২৯টি মামলায় তথ্য

- শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকা সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন থানায় এখনও মোট ১৫৫টি মাদক মামলায় বেআইনি পদ্ধতিতে জামিনের প্রমাণ মিলেছে
- তথ্য জালিয়াতি করে জামিন পাইয়ে দিতে পুলিশ, মাদক কারবারি ও সরকারি আইনজীবীদের একাংশের সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছিল
- মাদক মামলায় গুরুত্বপূর্ণ ৪২ ও ৫২(১) ধারার বিধি মানেননি তদন্তকারীরা
- সিআইডি’র এসপি পদমর্যাদার আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ বিচারপতির

এরপর দশের পাতায়

ঐতিহ্যে কালি লাগালেন নকল রাজা

সময়ের কথা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কোচবিহারের প্রকৃত রাজারা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, রুচিশীল এবং অত্যন্ত প্রগতিশীল মানসিকতার অধিকারী। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এবং প্রজাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আধুনিক কোচবিহার শহর, সেখানকার সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, হাসপাতাল থেকে শুরু করে সমস্ত নাগরিক পরিষেবার শক্ত বুনিয়াদ প্রকৃত রাজাদেরই হাতে গড়া। মানুষে মানুষে কোনও ভেদাভেদ না রেখে, সকল ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষকে তাঁরা এক সুতোয় গেঁথেছিলেন। তাঁদের সেই অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতিই কোচবিহারকে

অবিভক্ত বাংলার অন্যতম উন্নত ও আধুনিক একটি জনপদে পরিণত করেছিল।

সেই রাজাদের ভাবমূর্তিতে কালি লাগিয়েছেন নকল রাজা নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ। দিনহাটার গোসানিমারির উপিন ঢোঁড়ার ‘মহারাজ’ হয়ে ওঠার কাহিনী এখন আর কারও অজানা নয়। শুধু নিজের চতুরতাতেই ভেকধারী রাজা হয়ে বসেননি নগেন্দ্র। তাঁর গগনচুম্বী উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক শিবিরের চরম সুবিধাবাদী নীতি। আজ এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বর্তমান শাসকদল বিজেপি, উভয় দলই নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে এবং নিছক ভোটব্যাংকের অঙ্কে নগেন্দ্রকে মাথায় তুলে নেচেছে।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের আবেগ এবং তাঁদের মূল্যবান ভোট নিজেদের বাক্সে টানতে দুই দলই এই স্বঘোষিত রাজাকে তাদের কাছের মানুষ বানানোর এক নগ্ন প্রতিযোগিতায় মেতেছে। তৃণমূল সরকারে ক্ষমতায় থাকার সময় নগেন্দ্রকে ‘বঙ্গবিভূষণ’ সম্মানে ভূষিত করে এক প্রকার সামাজিক মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে বিজেপি তাঁকে সরাসরি রাজ্যসভার সাংসদ করে দেশের সর্বোচ্চ আইনসভায় পাঠিয়েছে। সমাজে এমন বহু রাজবংশী মানুষ আছেন যাঁরা প্রকৃত অর্থেই যোগ্যতাসম্পন্ন,

এরপর দশের পাতায়

বিধায়কের ভাষণে 'হুমকি'

ধূপগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : ধূপগুড়ি মাইক সাপ্লায়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ২১তম বার্ষিক সম্মেলন ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রবিবার ধূপগুড়ি শহরের নেতাজিপাড়ার একটি বেসরকারি ভবনে আয়োজিত সম্মেলন মঞ্চে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্থানীয় বিধায়ক নরেশ রায়ের বক্তব্য হঠাৎই রাজনৈতিক মোড় নেয়। তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্চে থাকায় পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। সভাকক্ষে কানাঘুষো শুরু হলেও তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে বিধায়ক বক্তব্য চালিয়ে যান।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্যে রাজ্য সরকারের কাজকর্ম নিয়ে বক্তব্য রাখার সময় বিধায়ক বলেন, 'সমস্ত জায়গায় পরিবর্তন হচ্ছে। আপনারা দেখছেন ধীরে ধীরে বদমাশগুলো জেলে যাচ্ছে। এখনও যাচ্ছে। আরও যাবে।' এরপর তিনি বলেন, 'কিছু চোর এখনও পর্যন্ত জায়গায় বসে আছে। পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদে চোরের দল এখনও বসে আছে। আমরা তাদেরও লাইনে নিয়ে আসব। তাদের ছাড়ব না। ভারতীয় জনতা পার্টি কোনওদিন ছাড়বে না। নেতাগিরি বার করে ছেড়ে দেব।' পাশাপাশি সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার উচ্ছেদে তিনি ডাক দেন। তাঁর বক্তব্য ঘিরে হলঘরে গুঞ্জন শুরু হয়। এক মাইক ব্যবসায়ী বলেন, 'অতীতে সিপিএম, তৃণমূল এমনকি বিজেপির বিধায়করাও আমাদের সম্মানীয় অতিথি হয়েছেন। কিন্তু এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। বিধায়কের বক্তব্যে সংগঠনের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কোন্দলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী দিনে কোনও অরাজনৈতিক সংগঠন তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে দশবার ভাববে।'

বিধায়ক নরেশ রায় এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর দুজনেই বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন তাঁদের রাজনৈতিক লড়াই রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, অর্চনাদেবীকে মঞ্চে দেখেই বিধায়কের মেজাজ চড়ে যায়। যদিও কারণ নিয়ে বিধায়কের বক্তব্য মেলেনি। অর্চনা বলেন, 'অরাজনৈতিক মঞ্চে জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রিত হলে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা উচিত নয়। অর্থাৎ সামাজিক অবস্থান বেশি করে কাম্য। ওঁর বক্তব্যে আমার নয় বরং সেই সংগঠনটির মানসম্মান লুণ্ঠিত হয়েছে। আশা করব, আগামীদিনে বিধায়ক রাজনীতি এবং অরাজনৈতিক সহজ ফারাক বুঝবেন।'

বিধায়কের বক্তব্যের পর সম্মেলনের তাল কাটে। ১২০ জন প্রতিনিধির অনেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হন। তড়িঘড়ি ১৭ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি গড়ে সম্মেলন শেষ হয়। সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যথাক্রমে মহাদেব সরকার, বুলবুল ইসলাম ও জীবন সরকার নির্বাচিত হন।

Shutdown Schedule for Pre Puja Maintenance 2026 under the jurisdiction of SILIGURI TOWN DIVISION

TIME: 11:00AM TO 04:00PM

Name of Feeding Sub-Station	DATES FOR SHUTDOWN Day1	Day 2	AREAS AFFECTED
Deshbandhupara 33/11 KV S/S	17.08.2026 (Mon)	10.09.2026 (Thur)	Deshbandhupara, Dada Bhai Club, Goshala Road, Sabji Khet, YMA Club, Surya Sen Colony A,B,C,D,E Block, Indoor Stadium, NTS More, Milanpally, Bhaktinagar, Bhaktinagar, Shantinagar Bour Bazar, Netaji More, IOCL,BPCL, NJP Railway Station, Binoy More, NJP PS.
Salbari 33/11 KV S/S	19.08.2026 (Wed)	09.09.2026 (Wed)	Hill Cart Road (Salbari to Darjeeling more), Siliguri Regulated Market (part),Tea Auction Road, Dagapur, Sinclairs Hotel, Darjeeling More to Champasari More- Left Side,Salbari Bazar, Pintal Village, SIT, Methibari, Sukna TE, Gulma TE, New Chamta TE, Mayfair Resort, Pradhannagar PS.
Housing Board 33/11 KV S/S	22.08.2026 (Sat)	29.09.2026 (Tue)	Eastern Bypass Road, Pipe Line, BSF Road,Salugara, Raj Fatri,Prakash Nagar, Bhanunagar(Upper & Lower), Netaji Nagar, Bhupendranagar, Don Bosco Road, Zila Parishad Road, IG Office, Champasari More, State Guest House,Debidanga Road, Siliguri Regulated Market (Part), Bhaktinagar Traffic PS, Sevoke TOP
T.B Hospital	23.08.2026 (Sun)	19.09.2026 (Sat)	Sevoke Road (ISCKON More to Gurudwara) Bidhan Market (Panitanki More to Kanchenjunga Stadium),Pranami Mandir Road, Punjabi Para, Ashrampara, Amtala Club, Jewel Athletic Club, Dasrathpally, Surya Sen Park Area, Udham Singh Sarani, Panitanki TOP
Rabindranagar 33/11 KV	25.08.2026 (Tue)	24.09.2026 (Thur)	Atul Prasad Sarani, Sanghati More, Sukantapally, Ashighar More, Telipara, Farabari, Barua Para, Nepali Basti, Shibrampally, Amtala, Nazrul Sarani, New Pal Para, Santinagar, Kankata More, Bhabesh More, Ghugumali Main Road, Raja Ram Mohan Roy Road, EM By Pass, Bholanathpara, Netaji Pally, Haren Mukherjee Road, Swamiji Sarani, PakurtalaAshigarh TOP.
Tinbatti 33/11 KV S/S	27.08.2026 (Thur)	22.09.2026 (Tue)	Naukaghat More to Jhankar More, SF Road,Uttarkanya, Teestapally, Laketown, NJP Gatebazar, Nabagram,Shaktigarh Road 1-11,Balaka More
Ujanu 33/11 KV S/S	29.08.2026 (Sat)	26.09.2026 (Sat)	Ujanu-Shivnagar, Hill Cart Road both side(Darjeeling More to Mahananda Bridge), Siliguri Junction, Burning Ghat, Pradhannagar, Baghajatin Colony, Nivedita Road, Gurung Basti-Dhup Company, Patharghata Road, Science City, Paribahannagar,Himachal Vihar, Uttarayon Township
Siliguri 33/11 KV S/S	30.08.2026 (Sun)	20.09.2026 (Sun)	Sevoke Road (COSMOS to Payel Cinema Hall), Haiderpara Market Complex, Fish Market, ITI Road,Gurudwara,Durganagar,PC Mittal Bus Terminus, Siliguri Industrial Estate, Iskcon Road, Jyotinagar, Ektiasal Hat,Pareshnagar, Upper Bhanunagar, Lake Rajpat Rai Road, Bhaktinagar PS.
Silver Oaks 33/11 KV S/S	01.09.2026 (Tue)	06.10.2026 (Tue)	Silver Oaks
Purba Karaibari 33/11 KV S/S	03.09.2026 (Thur)	01.10.2026 (Thur)	Majua,Uttar-Middle- Dakhin Palas, Debidanga Bazar,Milan More, DJ More, Gulma,Samarnagar,Pabitranagar,Bottola
Jhankar 33/11 KV S/S	06.09.2026 (Sun)	27.09.2026 (Sun)	Burdwan Road (Jhankar More to Jalpai More- Both side), Nehru Road, Paramount Hospital, SP Mukherjee Road , Khalpara TOP, Mahabirsthan, Siliguri Town Station, Tumalpara, Jhankar More -Airview More- Venus More, Gandhi Maidan, Seth Srilal Market, Govt.Saw Mill, S F Road (near Siliguri PS), Siliguri PS
Subhaspally 33/11 KV S/S	12.09.2026 (Sat)	03.10.2026 (sat)	Netaji Subhas Road, Bandhab Sangha,AJC Bose Road, Khelaghar More, Sarat Bose Road, Vivekananda School, Netaji Subhas Road, Suryanagar,Dabgram Women's College,Head Post Office,SMC Office,Bagrakot, Baghajatin Park,Siliguri District Hospital, BD Chatterjee Road, Siliguri Court, Telephone Exchange office
Dabgram 33/11 KV S/S	13.09.2026 (Sun)	04.10.2026 (Sun)	Bhola More, PC Mittal, Ambika Nagar, NHPC, PGCIL, Kamrangaguri, Shantipara, Dabgram Industrial Estate, Satellite Township,Ghoramore, Mamata Para, Bhalobasa More, Tea Park, Sipahipara, Jalpaiguri PHE-Fulbari, Basundhara Abasan

Zonal Manager
Zonal Office Siliguri, WBSEDCL

SHUTDOWN NOTICE

The Following areas will remain in Shutdown from 10:00AM to 5:00PM for Pre-Puja Maintenance work to enhance reliabilty power for the esteemed consumers of WBSEDCL

*******The Inconvenience thus Caused is Deeply Regretted*******

Name of the Sub-Station	Dates	Affected Areas
Bidhannagar 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789076	24.08.2026 21.09.2026	Jaganathpur, Bidhannagar,Palpara, Reliance P.P, Chikanmati, Pykpukur, Heragahz, Kachubari, Sadargahz, Bidhannagar CCC, Matiagach, Kumartolly, Bagmara, Vimbar, Bakhkhola, Khudirampally, Nepali Busty, Palpara, Kochubari, Hiragach, Dhubujhora, Diptagach, Pasnadangi, Dangapara, Budharuvaod, Muraligahz, Churigahz,Thakpara, Bosaigahz, Lahugahz, Bualigahz, Mars, Balason, Grain Pioneer Tea, Budharuvaod, Muraligahz, Churigahz,Thakpara, Bosaigahz, Lahugahz, Saphire Papermill, Milanpally, Ornant Building, Himul, Maagura, Trikonmati, Petki, Phutoni hat, Ambari
Ghoshpukur 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789075	17.08.2026 07.09.2026	Bijlimani T.E, Girish Chandra T.E, Motidhor TE, Ghoshpukur Bazar, Papermill, Ambary Bazar, Kayan TE, Goyel Marchent , TopGreen, Shanty T.E, Gangaram T.E, 260 Gate, Bajendra TE, Ananatrashree Polymer, Hashkhawa, Dhamagahz, Hashkhawa bazar, Navjeevan Hospital, Jayantika T.E, Shakti T.E, Dalmiagahz, Sahidabad, Srirupa, Lebon School, Sabtiguri, Saurama bagan, Gayaganga, Milan T.E , Bhosjnarayan T.E , ArambBegangahz, Sastigahz, Nobonigahz, Dangapara Local, Chowdhurygahz, Baraghuniya, Kharu bhangi, Nalsar T.E, aghatchery, kamala T.E, Balaigahz, Kantivitta, Bojendra T.E, Plastic Factory, Tarai Tea, Pashupati Tea, DD Ent
Hatighisa 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789081	21.08.2026 29.09.2026	Naxalbari Bazar, Vijaynagar T.E, Naxalbari CCC, Satbhaiya, Panighata More, Naxalbari Bus Stand, Kestupurmore, Atal bazaar, Hatighisa, Kamalpur TE, Merry View T.E, Kiranchandra TE, Paharghumia, Sanyasithan TE, Atal TE, Singijhora TE, Marapur, Zabramore, Ashapur TE, Lohaghar TE, Belgachi TE Manjha T.E, Putung Side, School dangi, Lalpool, Rakomjote, Ashapur Tea Factory, Kolabari
Khaprail 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789080	27.08.2026 24.09.2026	Oldmatigara, Matigara Bazaar, Patiramjote, Thumbajote, Khekarmart, Kalabaribusty, Rangabusty, Shiv Shakti Plywood, Kalabagan/Naukaghat, Matigara TE, Matigara CCC, Patharghata Bazar Area, SEW, Beekay Auto, Nimai, Dimajote, Himul Dairy, NBDD, Darjeeling Rolling Mill, Suji Mill, Asha Ispat, Simultola, Baniakhari, WEBEL IT Park, North East Ferro
Kharibari 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789079	19.08.2026 09.09.2026	Kharibari bazaar, Batashi, Chandanbari, Bhalugara bazar, ITI Colg, BDO Office Kharibari, Hospital, Batasi , Minu TE, Chandanbari TE, Kharibari CCC, Satish Chandra TE, Luxmi TE, Naxal bari Bazar, Panitanki Bazar, Dhulal Jote, Pantitanki Market, Batasy, Shyamdhan, Kharibari railway station, Buraganj, Chaurangi, Rnagoli, Dhulia Jote, Tukuria, Shantinagar, Azamabad T.E, Naxal bari T.E,
Bagdogra 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789083	31.08.2026 22.09.2026	Airport, Bhuttabari, Taipoo Factory, Bihar More, Sovarani, Hatkhola, Hansqua Tea Garden, Tarbanda, Gokuljote, Santi Tea, Highland, MES 46, Gangaram HAT area, Maduvita
TCF 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789073	03.09.2026 28.09.2026	Phansidewa BDO office, Phansidewa bazaar, Phansidewa P.S, Phansidewa Hospital, Phnasidewa CCC, Laldas jote, Dangapara, Hatiram Jote, Khalil jote, Darabox, Darjeeling Cement, Bisk farm, Dreamland Park, Goyaltuli more to Chothat, Murikhawa, Numaligarh Refinery Ltd, BOP area, Nijbari Tea Factory, VMSP, Liusipukri, Liusipukri Bazar Area, Rangapani Area, Purbaanchal Factory
Kawakhali 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789074	10.09.2026 25.09.2026	North Bengal Medical College, Dental College, Medical More, Durgamandir(part), Rangapani (before Rail gate, Bhatanjote, Pelku Jote, Cancer Hospital, Khejur More, Dhonsora, Medical More, CRPF, Desun Hospital, Urbanhat, Township, Porajhar, Kawakhali Bazar
Shatiniketan 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789077	01.09.2026 22.09.2026	Kalam jote, Embee Fortune, Embee Delight, Shantiniketan Housing Complex
"Uttora 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789084"	11.09.2026	Uttora Housing Project, Gossainpur, Lower Bagdogra
"Embee Delight 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789078"	06.10.2026	Embee Delight Housing, Gitanjali Complex, North Point School, Aviram Jote, Chandal Jote
"Vastu Bihar 33/11 KV Sub-Station Ph No : 9332789085"	15.09.2026	Vastu Bihar Housing, Khaprail Bazaar, Fulbari, Putinbari, Sainikpuri
Upwan 33/11KV Sub-Station	01.10.2026	Nischintapur TE, Sri Sri Academy, Royal Academy, Gokla Jote, Dhukuria, Dagapur, Baro Ghoria, Pathar Colony, Himachal Bihar, Lexicon More
Utshodhara 33/11KV Sub-Station	08.10.2026	Utshodhara (Teesta Township) Housing Project

Note: The proposed dates are tentative and may be revised subject to unforeseen circumstances arising from site conditions. In the event of any change in the schedule, the same will be communicated to the public through mike announcements in the affected area. Also, the areas which will be affected due to maintenance on the above mentioned dates will be notified by miking announcement prior to the Shutdown date.

Zonal Manager
Zonal Office Siliguri, WBSEDCL

স্বাধীনতা দিবস পালন রেলের

নিউজ ব্যুরো

১৬ অগাস্ট : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উদযাপন করেছে দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। মালিগাঁও-এর এনএফআরএসএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতনকুমার শ্রীবাস্তব রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিক, কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও 'গার্ড অফ অনার' গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ২৫ জন রেলকর্মীকে সম্মাননাপত্র ও নগদ অর্থ সহ 'কর্মবীর পুরস্কার' প্রদান করা হয়। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। উদযাপনের অংশ হিসেবে জেনারেল ম্যানেজার নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সুবীর রাহা মেমোরিয়াল অডিটোরিয়াম, নতুন ক্লাসঘর, প্রার্থনা শেড ইত্যাদি উদ্বোধন করেন। সেন্ট্রাল হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি ভবনও উদ্বোধন করা হয়।

২০২৬-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয় বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

ট্রেন বাতিল ও সময় বদল

নিউজ ব্যুরো

১৬ অগাস্ট : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিউ হরঙ্গাজাও স্টেশনের কাছে সংস্কারকাজ চালাচ্ছে। সেই কারণে কিছু ট্রেন পরিষেবায় পরিবর্তন করতে হচ্ছে। আগামী ১৭ তারিখ ১৫৬১৭ গুয়াহাটি-দুল্লবছড়া এক্সপ্রেস, ১৮ তারিখের ১৫৬১৮ দুল্লবছড়া- গুয়াহাটি এক্সপ্রেস বাতিল হবে। আবার ১৭ ও ১৮ তারিখ যথাক্রমে ১৫৬১৫ গুয়াহাটি-শিলচর ও ১৫৬১৬ শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসও বাতিল থাকবে। অন্যদিকে, ১৭ তারিখে ট্রেন নম্বর ১৫৬৫০, ১৫৬৪৯, ১৫৬০৯, ১৫৬১০, ১৫৬১১, ২০৫০১ এবং ১৮ তারিখে ট্রেন নম্বর ১৫৬১২ ও ১৪০৩৭-এর সময় পরিবর্তন করা হবে।

পাশাপাশি আগামী ১৫ তারিখ ট্রেন নম্বর ১৫৬৪৫ ও ১৬ তারিখ ১২৫০১-এর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করা হবে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

Government of West Bengal
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-SNIT No.- WBIW/EE/ MID/e-SNIT-05/2026-27
The Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda invites above mentioned e-SNIT under the head of Emgnt. Rest Work SDS (M) work. Last Date of Bid Submission 20-08-2026 & Time upto 12:30 Hrs Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http:// www.iwd.wb.gov.in/** & **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Following e-Tenders are invited from bonafide resourceful Contractors 1) NIT No. 01/eTender/Silvin/JICA of 2026-27. Publishing date : 17/08/2026 Closing date : 01/09/2026 (Upto 10:00 Hrs). All other details available at http://wbtenders.gov.in Sd/- Uma Rani N, IFS Divisional Forest Officer/DMU Silviculture (North) Division.
ICA-T15393(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED QUOTATION NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD invites online e-NIQ for 1 (one) No. Civil work. e-NIQ No. 13 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5018703_1. Bid submission start date (online) 20/08/2026 from 11:00 a.m. Bid submission closing date (online) 27/08/2026 at 11:30 a.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.Q and Quotation documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Uttar DinajpurDivision, P.W.D.
ICA-T15364(3)/20256

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
e-N.I.T No- WBIW/EE/TAtoSE/MBC/ NIT-02(e)/2026-27
Addition of extra two clauses in Company details of PQ credentials and subsequently bid submission end date has been extended up to 01.09.2026 till 12:30 Hrs. and technical bid opening date on 02.09.2026 after 12:30 Hrs. under Mahananda Barrage Circle, I & W Dte. Other details may be seen in the website : www.wbiwd.gov.in & http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer & TA to the Superintending Engineer, Mahananda Barrage Circle, I&W Dte., Tinbattimore, Siliguri
ICA-T15389(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-Tenders are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, financially sound and experienced agency/farm for the work of "Different Works related to different PWSS" against **NIeT No.: 37/ALD/2026-27.** Both Technical and financial bid submission closing date (online) for Tenders: **25-08-2026 upto 02:00 P.M.** Details may be viewed in the **http://www.wbtenders.gov.in** website. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte.
ICA-T15370(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-Tenders are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, financially sound and experienced agency/farm for the work of "Different Works related to different PWSS" against Nie-T No.: 38/ALD/2026-27. Both Technical and financial bid submission closing date (online) for Tenders : 07-09-2026 upto 02:00 P.M. Details may be viewed in the **http://www.wbtenders.gov.in** website. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte.
ICA-T15371(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No:WBPWD/EE/CED/ eNIT-37/ 2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5018690_1) EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) Proposed SITC of 20 bed Cum Passenger lift in the Dinhata SD Hospital Main building , in the district of Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 22.08.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 11.09.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 14.09.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in. Sd/- S. Thakur Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division.
ICA-T15422(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD invites online e-tender for 1 (one) no. Civil work. e-NIT No. 07 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5018646_1. Bid submission start date (online) 18/08/2026 from 11:00a.m. Bid submission closing date (online) 01/09/2026 at 11:30 a.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD.
ICA-T15423(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
EE, Cob Hwy. Divn, P.W. (Roads) Dte. invites online e tender for the work of –1) Hiring of one no. New Luxury Car (with Engine Capacity not more than 2000 C.C.) of Diesel Driven for the use of the Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division for Government works. NIQ No. NIQ13/E/2026-27/ EE/CHD Tender ID: 2026_WBPWD_5018658_1. Bid submission Start date (online): 18/08/2026 from 11.00AM, Bid submission closing date (online): 24/08/2026 up to 01.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar.
ICA-T15442(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD NOTICE INVITING QUOTATION
AE, GKTCSD, PWD, Jalpaiguri, invites e-Quotation for the work of - "Operation and maintenance of pump-motor set, valves etc. as and when required at pump house of District Collectorate Building, Jalpaiguri for one year." WBPWD/AE/GKTCSD/NIeQ No 01 of 2026-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5018627_1. Bid submission start date (online) 17.08.26 from 11.00 A.M., Bid submission closing date (online) 24.08.26. up to 1.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, GKTCSD, PWD, Jalpaiguri, Govt. of W.B.
ICA-T15433(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Gazole Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate, invites online percentage rate e-tender for two nos. works under e-NIT No. 05 of AE/GHSD of 2026-27. Sl no.(1) "Estimate for repairing of Adina - Chakli Road (VR) (From ch. 0.00 km to 2.00 km in stretches) of Gazole Highway Sub-Division under Malda Highway Division in the District of Malda during the year 2026-2027." Rs. 4,85,116.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5018656_1. Last date & Time of Dropping of Bid Doc. 20.08.2026 up to 2:00 PM, Time of Opening of the Bid Doc. 22.08.2026 at 2:30 PM (online). Details of e-N.I.T and Bid documents may be downloaded from www.pwdwb.in Sd/-AE, GHSD, PWRD.
ICA-T15440(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Operation of 5 nos of Lift installed at newly constructed Super Speciality Block within the campus of NBMCH for 03 (Three) year." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 40 of 2026-27, Estimated amount Rs. Item Rate Tender. Tender ID: 2026_WBPWD_ 5018649_1. Bid Submission start date (Online): 14.08.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 01.09.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division
ICA-T15438(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Executive Engineer, North Bengal Construction Division, PWD, Siliguri, on behalf of the Governor of West Bengal invites e- Tender for One no. work, details of which may be had from the office of the undersigned on working days during the office hours or on website: https://tenders.wb.gov.in or at www.wbpwd.gov.in NIT Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIT/10/2026-2027. NIT ID: 2026_WBPWD_ 5018716_1. Bid submission End Date for the works : 07.09.2026 upto 02.00 PM. Eligibility : Bonafied Resourceful Contractors. Note :Any subsequent corrigendum if necessary will be published on website only. Sd/-Executive Engineer (PWD) North Bengal Construction Division Siliguri.
ICA-T15444(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No:WBPWD/EE/CED/eNIT-38/2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5018759_1). EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) Annual maintenance of EI work substation external illumination etc. incl. operation of D.G set at Mathabhanga S.D Hospital round the clock Mathabhanga in the district of Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 22.08.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 11.09.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 14.09.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in. Sd/- S. Thakur. Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division.
ICA-T15425(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Operation of 2 nos of bed cum passenger Lift (Trauma Cardiology Building) round the clock at North Bengal Medical College Hospital, Sushrutanagar, Dist-Darjeeling for 03 (Three) year." [e-NIT No. WBPWD/EE/ DED/e-NIT-41 of 2026-27, Estimated amount Rs. Item Rate Tender, Tender ID: 2026_WBPWD_5018654_1. Bid Submission start date (Online): 14.08.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 01.09.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division
ICA-T15437(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E., NBCC-II, P.W.Dte., Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of Kharibari - Phansidewa Road to Chaterhat With at Link to Bajuriagoach B.O.P Road from 0.00 Km to 8.60 Km, Strengthening Work under North Bengal Construction Division, P.W.D., in the district of Darjeeling. Estimated Amount: Rs. 12,36,68,168.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5018645_1, Tender Ref. No: WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-01/2026-27. Bid submission start date (online): 19/08/2026 from 16.00 P.M. Bid submission closing date (online): 09/09/2026 up to 17.00 P.M. Technical Bid opening date (online): 11/09/2026 at 17.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri.
ICA-T15436(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD (ROADS) TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for two nos. works. 1. Muchia-Singabad Road from ch. 0.26 km to 8.20 km (in stretches) of Gazole Highway Sub-Division under Malda Highway Division in the District of Malda during the year 2026-2027. Tender ID: : 2026_WBPWD_5018618_1. 2. Kaliachak-Golapganj Road from ch. 0.00 km to ch. 4.00 km & from ch. 6.00 km to ch. 9.00 km (In stretches) Bituminous pothole repairing work, under Malda Highway Division in the District of Malda during the year 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5018618_2. e-NIT No. 05 of 2026-27 of EE, MHD. Bid submission start date (online): 13/08/2026 from 6:55PM. Bid submission closing date (online): 31/08/2026 up to 2.00 PM. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.wb.gov.in Sd/-S.Paul. Executive Engineer, Malda Highway Division P.W. (Roads) Directorate.
ICA-T15424(3)/2026

অ্যাফিডেভিট

আমি Anju Ghosh (Sarkar) W/o Susanta Sarkar অরবিন্দপাড়া, ফালাকাটা Dist. আলিপুরদুয়ার, আমার ছেলের (Sudipta Sarkar Passport No-S5357857) পাসপোর্টে আমার নাম Anju Ghosh (Sarkar) এর পরিবর্তে Anju Sarkar থাকায় গত 10.08.2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Class Judicial Magistrate কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Anju Ghosh (Sarkar) এবং Anju Sarkar একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

LUCKY COUPON DRAW FOR CLUB DEVELOPMENT
UDAYAN CLUB
Collegepara, Jalpaiguri
Regn. No. S0041191
Lucky Coupon Draw Result :
1st - 4524, 2nd -1258, 3rd - 6054, 4th - 7077, 5th-2788, 6th-3801.
Consolation- 1638, 2638, 3638, 4638, 5638, 6638, 7638.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. WBPHED/EE/ MD/NIeT_08 of 2026-2027
Vide NIeT memo no. 3121/MD, Dt-14/08/2026
Tender ID- 2026_PHED_1038088_1 to 2026_PHED_1038088_17
Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 03/09/2026 upto 5:00 P.M. Tender invited by the undersigned for different type work of different PWSS under Malda Division, PHE Dte. Sd/- Executive Engineer, Malda Division, P.H.E. Dte.
ICA-T15377(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
EE, Cob Hwy. Divn, P.W. (Roads) Dte. invites online e tender for the work of – 1) Dinhata Balarampur Chilakhana Road from 23.00rd Km to 25.00th km, patch repairing work in stretches under Coochbehar Highway Division in the district of Coochbehar.. NIT No. 12(E)of 2026-27, (Sl No.1) Estimated Amount: Rs. 9,90,146.00 Tender ID:2026_WBPWD_5018718_1. 2) Emergent Pothole Repairing Work of Link Road to Kaljani Health Centre Road, in Stretch Between 0.00 km to 2.00Km, under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 12(E)of 2026-27, (Sl No.2) Estimated Amount: Rs. 6,87,980.00 Tender ID:2026_WBPWD_5018718_2. 3) Emergent Pothole Repairing Work on Ayroni Chitolia Road from 3.00 km to 5.00 km in stretches under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 12(E)of 2026-27, (Sl No.3) Estimated Amount: Rs. 8,28,234.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5018718_3. Choto Mahadev Village road from 0.50 km to 3.00th km, patch repairing work in stretches under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 12(E)of 2026-27, (Sl No.4) Estimated Amount: Rs. 9,14,996.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5018718_4. Bid submission Start date (online): 18/08/2026 from 9.00AM, Bid submission closing date (online): 24/08/2026 up to 06.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar.
ICA-T15443(3)/2026

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+ বয়স 40 এর মধ্যে ID ও অভিভাবকসহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M No-7719279659. (C/123427)

হারানো/প্রাপ্তি

I Kajal Biswas residing at Chhoto Fafri, Jangal Mahol, P.O. Sevoke Road, Pin : 734001 within the limits of Dabgram 1 Gram Panchayat Dist. Jalpaiguri, West Bengal lost of Deed of mine being number 2488/2017 which was registered at the office of ADSR Rajganj. If any one find the Deed kindly contact 7478740305. (C/123426)

কর্মখালি

Siliguri CA firm needs Accountant with working Exp. of Excel, Tally, I.Tax, GST, Sal. 12K to 15K. M. 8509630585. (C/122975)

•

Peon Needed in Doctors Clinic Education-Class 10. Call-9832466661. (C/123425)

•

দোকানে কাজের জন্য ২ জন বহিরাগত কর্মঠ যুবক চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। (M)-9733066255. (C/122977)

VACANCY
Wanted **Accountant** for Dental clinic at Shivmandir, Siliguri. Work experience in Tally and Book keeping is must. Salary up to 15000/.
WhatsApp your CV on
98324-69084

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
NO. WBIW/EE/TID/e-NIT-02/2026-27 sl. 1
Tender Id:- 2026_IWD_1037572_1
e-tender for one no of work related to Guarding the Teesta Irrigation Sub-Division No-I and II office, Residential premises, Store, Rest shade, Stack yard and other Govt. properties lying within the premises of Teestapally, Maynaguri from eligible and resourceful contractors having sufficient, necessary credential and financial capability for execution of works of similar nature. Bid Submission Start Date is on 17th August 2026 from 11:30 A.M. and Bid Submission End Date is on 15th september 2026 upto 5:30 P.M. Amount put to tender is Rs. 18.03 Lakh. For further details regarding "Scope of work" & "Opening of tenders" Please visit https://wbtenders.gov.in (direct site), also in https://wbiwd.gov.in Sd/-Executive Engineer, Teesta Irrigation Division, Postal Address:- Assam More, Jalpaiguri, Pin-735102, Ph. 03561-255722, E-Mail ID- eetidvn@gmail.com
ICA-T15388(3)/2026

আজ টিভিতে

নল দময়ন্তী, এক প্রেমের মহাকাব্য সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, দুপুর ১২.৪৫ গোত্র, বিকেল ৩.৪৫ পাগলু, সন্ধে ৭.১৫ হিরো, রাত ১০.৩০ যমুনা ও প্রজাপতি রহস্য

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ ভালোবাসা ভালোবাসা, দুপুর ১২.৩০ ফাইটার-মারব নয় মরব, বিকেল ৪.০০ চ্যালেঞ্জ-টু, সন্ধে ৭.৩০ যুদ্ধ, রাত ১১.০০ রাখে হরি মারে কে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ প্রতিভা, বেলা ১১.৩০ শত্রু মিত্র, বিকেল ৩.০০ সতী বেহুলা, ৫.০০ বৌমার বনবাস, রাত ৮.৩০ সমুদ্র মন্থন ও নীলকণ্ঠ, রাত ১১.০০ বস-টু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বেদেনির প্রেম

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জয় মা বিষহরী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫৬ জয় দক্ষিণেশ্বর কালী মা, দুপুর ২.৪০ দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে, সন্ধে ৬.৫০ রাজা হিন্দুস্তানি, রাত ১০.৩৬ খুদ্দার

স্টার গোল্ড : দুপুর ১.২৫ হাউজফুল-ফোর, বিকেল ৪.৩২ দরবার, সন্ধে ৭.৫০ ভুল ভুলইয়া, রাত ১১.০২ সরজমিন

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১২.১০ এসিপি শিবা, দুপুর ১.৫৯ ওম শান্তি ওম, বিকেল ৫.৩৩ চাঁদনি চক টু চায়না, রাত ৮.৪৯ রাউডি রাঠোর, ১১.২৭ ডাবল

হট লাইফ আফ্রিকা
বিকেল ৫.৩১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

যমুনা ও প্রজাপতি রহস্য
রাত ১০.৩০ জলসা মুভিজ

দরবার
বিকেল ৪.৩২
স্টার গোল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে মতবিরোধ এবং মানসিক অশান্তি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বৃষ : পারিবারিক কারণে ভিনরাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কোনও দূরের আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। মিথুন : অত্যধিক বিলাসিতায় খরচ বাড়বে। শরীরের দিকে নজর দিন। শ্লেষ্মাঘটিত সমস্যা হবে। কর্কট : ভ্রমণ ব্যবসায় সামান্য লোকসান হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান হয়ে যাবে। মায়ের রোগমুক্তি। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ায় মানসিক তৃপ্তি। বিদ্যার্থীদের শুভ। কন্যা : রাস্তায় চলতে সতর্ক থাকুন। সামান্য কারণে পারিবারিক বিবাদ। তুলা : সমস্যা থেকে মুক্তি। পরিবারের সঙ্গে কোনও জরুরি আলোচনায় বসতে হতে পারে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে স্বস্তি। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকে শামিল করুন। ধনু : নতুন কোনও কাজে আত্মনিয়োগ করে মানসিক শান্তি। গবেষকদের জন্য শুভ। মকর : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ নষ্ট করে ফেলার আশঙ্কা। মায়ের পরামর্শে সংসারে শান্তি ফিরবে। কুম্ভ : কাউকে অহেতুক কটূ কথা বলে মানসিক অশান্তি। নিজের ভুল স্বীকার করে নিন। মীন : কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো খবর পাবেন। ব্যবসায় আর্থিক অচলাবস্থা কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ২৬ শ্রাবণ, ১৭ অগাস্ট ২০২৬, ৩১ শাওন, সংবৎ ৫ শ্রাবণ সুদি, ৩ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।১৭, অঃ ৬।৭। সোমবার, পঞ্চমী রাত্রি ৭।৮ হস্তানক্ষত্র দিবা ৭।২। সাধ্যযোগ দিবা ৮।১১। ববকরণ দিবা ৭।৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ৭।৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৭।২ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৮।৩ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ৭।৮ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৫৩ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ২।৫৪ গতে ৪।৩০ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৮ গতে ১১।৪২ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ৬।৫৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনা পুজো। অমৃতযোগ দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

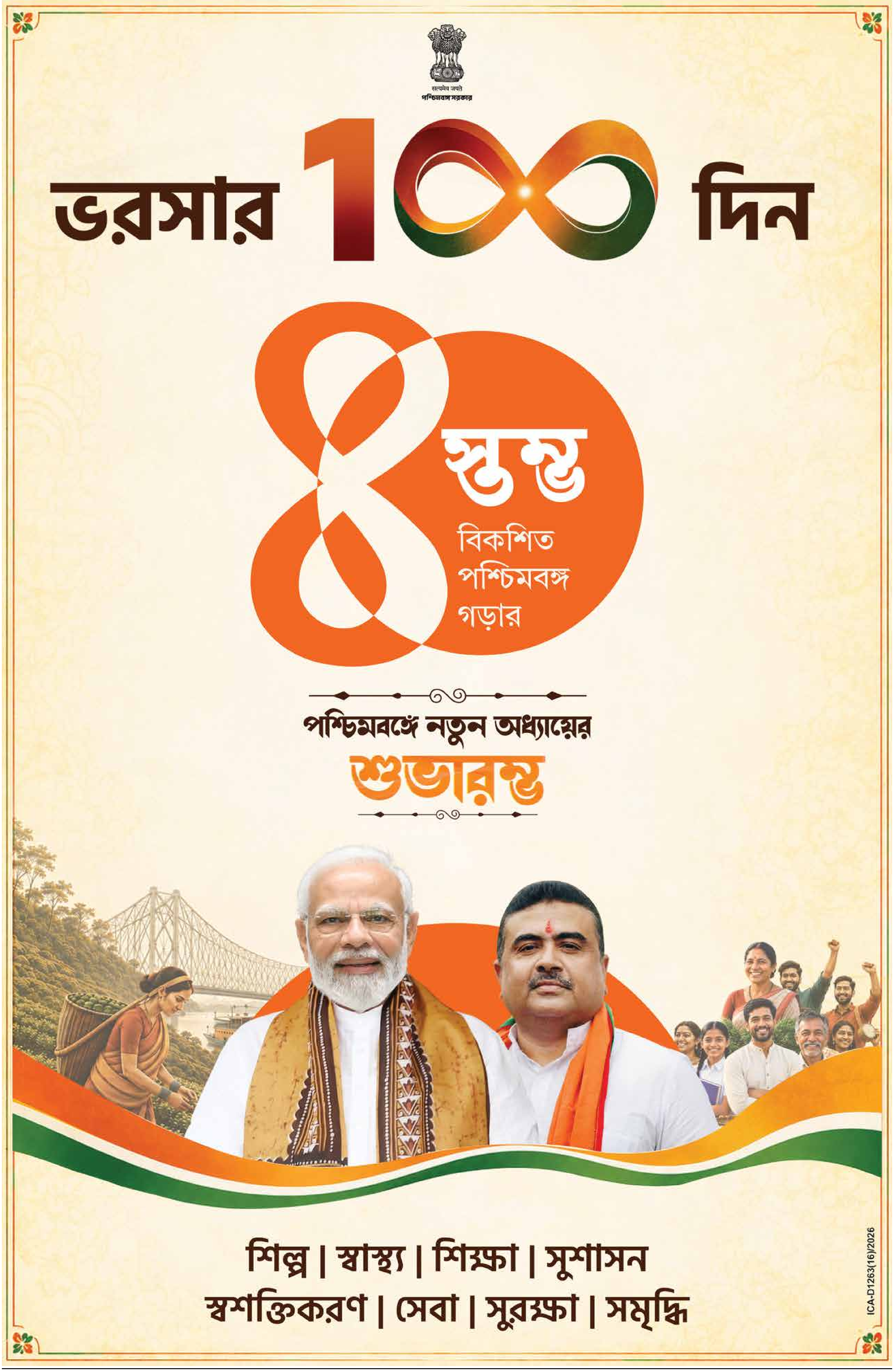

সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ভরসার 100 দিন
৪ স্তম্ভ
বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার
পশ্চিমবঙ্গে নতুন অধ্যায়ের
শুভারম্ভ
শিল্প | স্বাস্থ্য | শিক্ষা | সুশাসন
স্বশক্তিকরণ | সেবা | সুরক্ষা | সমৃদ্ধি
ICA-D1263(16)/2026

100 দিন | পরিবর্তন এক নজরে

» শিল্পের 100 দিন

- ₹54,000+ কোটির বিনিয়োগ প্রস্তাবিত
- ₹5,000 কোটির ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন ফ্রেমওয়ার্ক
- 100 কোটি টাকার বেশি যারা বিনিয়োগ করবেন, তাঁদের জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স থাকবে
- ₹100 কোটির স্টার্টআপ ফান্ড, নতুন উদ্যোগ ও তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহ

» সুশাসনের 100 দিন

- কার্যকর করা হয়েছে গুন্ডা দমন আইন
- জনতার দরবারে অভিযোগ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে
- রাজ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম কার্যকর
- ঘুষ, তোলাবাজি, বেআইনি টোল বুথ ও বেআইনি মদ ব্যবসা নিয়ে অভিযোগ জানাতে টোল-ফ্রি হেল্পলাইন চালু

» সুরক্ষার 100 দিন

- সীমান্ত সুরক্ষার্থে বিএসএফ কে 1000+ একর জমি হস্তান্তর
- রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড ও পিঙ্ক প্যাট্রোল
- সাইবার প্রতারণা প্রতিরোধে প্রতিটা থানায় সাইবার হেল্প ডেস্ক
- প্রতিটি সাব-ডিভিশনে মহিলা পুলিশ স্টেশন, প্রতিটি থানায় নারী সহায়তা কেন্দ্র

» সমৃদ্ধির 100 দিন

- পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অটল ইনকিউবেশন সেন্টার (AIC Techno) কলকাতায় চালু হয়েছে। তরুণ উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপের বিকাশে কাজ করবে এই কেন্দ্র
- স্বচ্ছ OBC সংরক্ষণ কাঠামো: বেআইনি 17% সংরক্ষণ বাতিল করে 7% ন্যায্য সংরক্ষণ নিশ্চিত
- 'একটি গাছ মায়ের নামে 'প্রকল্পে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে 2 কোটি + বৃক্ষরোপণ হয়েছে
- পুরুলিয়া, বালুরঘাট ও মালদায় নতুন এয়ারপোর্ট, কল্যাণীতে দ্বিতীয় গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের উদ্যোগ

» স্বাস্থ্যের 100 দিন

- মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'য় 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বিনামূল্যে
- আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায় 1.43 কোটি পরিবার
- নিউটাউনে বেসরকারি বিনিয়োগ গোষ্ঠীর উদ্যোগে 2,000 শয্যার অত্যাধুনিক হাসপাতালের কাজ শুরু, দরিদ্রদের জন্য 1,000 শয্যা সংরক্ষিত থাকবে
- উত্তরবঙ্গে এইমস ও অত্যাধুনিক ক্যান্সার হাসপাতাল, সুন্দরবন ও জঙ্গলমহলে আধুনিক রাজ্য সরকারি হাসপাতাল

» স্বশক্তিকরণের 100 দিন

- 1.19 কোটি অন্নপূর্ণার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসে পৌঁছেছে ₹3,000
- মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত
- যুবদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগামী এক বছরে 1 লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার কাজ শুরু
- সরকারি চাকরিতে 33% মহিলা সংরক্ষণের ঘোষণা

» শিক্ষার 100 দিন

- মিড ডে মিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং ইসকনের সহযোগিতায় খাবারের মানোন্নয়ন
- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রায় 35,000টি বই অনলাইনে সহজলভ্য করা হচ্ছে
- সরকারি ও বাংলা মিডিয়ামের হাল ফেরাতে স্কুলগুলিকে 296 কোটি টাকা অর্থ সাহায্য
- সরকারি স্কুলে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন, 10 লক্ষের বেশি ছাত্রীকে 'কন্যারত্ন'

» সেবার 100 দিন

- আবাস যোজনায় 10 লক্ষাধিক উপভোক্তার কাছে প্রতি কিস্তিতে 60,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাঠানো হয়েছে
- মা আহার ক্যান্টিনে মাছ-ভাতের ব্যবস্থা
- প্রবীণ, বিধবা, বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের মাসিক ভাতা ₹500 বৃদ্ধি
- সরকারি হাসপাতালে রোগীদের খাবারে দৈনিক বরাদ্দ 56 টাকা থেকে বাড়িয়ে 110 টাকা

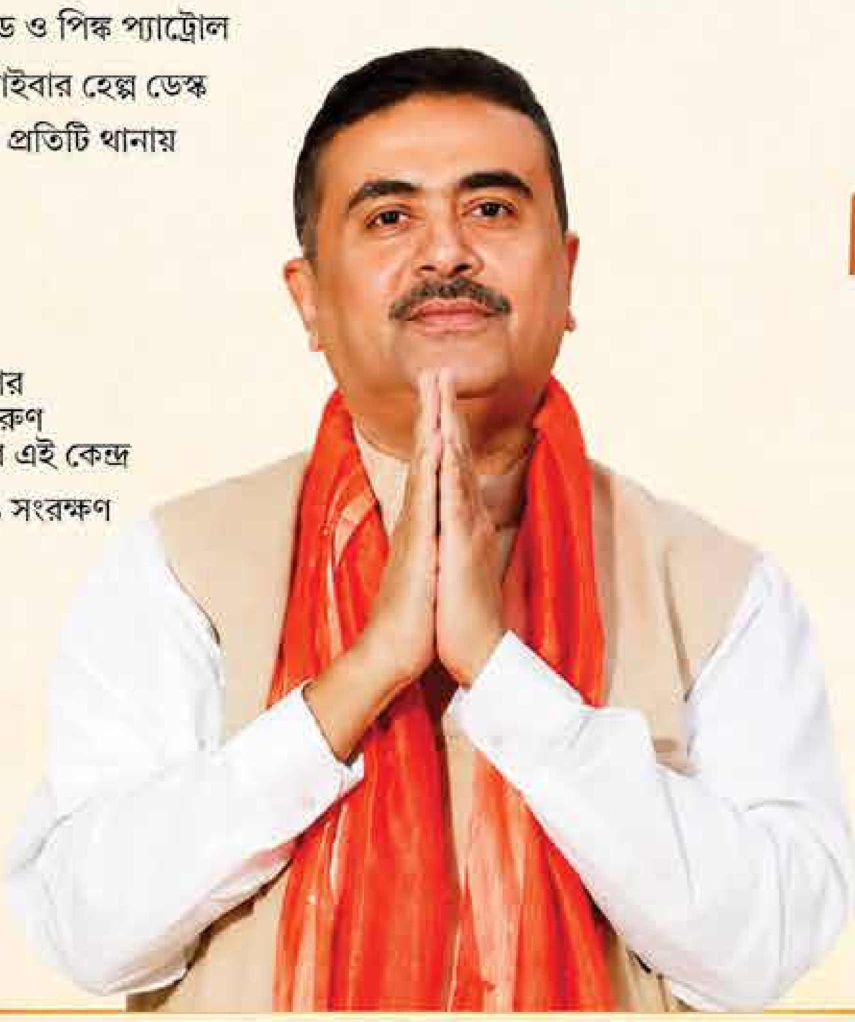

ভরসার 100 দিন

উন্নয়নের অঙ্গীকারে সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ার লক্ষ্য

নতুন সরকার | নতুন দিশা | নতুন পশ্চিমবঙ্গ

ICA-D1263(16)/2026

পকসো মামলা

মেয়ের বান্ধবীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে বৈদ্যবাটী থেকে এক প্রৌঢ়কে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গ্রেপ্তারির আগে প্রৌঢ়কে মারধর করেন স্থানীয়রা। পকসো আইনে মামলা রুজুর পর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শুটআউট

ভাটপাড়ার ১৫ নম্বর গলিতে পানীয় জল ব্যবসায়ী রশিদ খানের বাড়িতে ঢুকে এক রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেই সময় বাড়িতে একা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

বিপাকে জয়

জমি দুর্নীতি মামলায় রাজসাক্ষী হতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন জয় কামদার। পুলিশকর্তা শান্তনু সিনহা-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী জয়, তাঁর ভাই ও তাঁদের সংস্থার বিরুদ্ধে শেয়ারহোল্ডার করার নামে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ডে-র স্মরণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শিত হল বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'। ত্রিগুণা সেন ভবনে সিনেমাটি দেখানো হয়।

চলে গেলেন পরিচালক রাজা সেন

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : প্রয়াত বর্ষীয়ান পরিচালক রাজা সেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ভর্তি ছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালে। সম্প্রতি বাড়িতে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেয়েছিলেন তিনি। কোমরে চোট নিয়ে প্রথমে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেও ক্রমশ তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফুসফুসে সমস্যা দেখা দেয়, হৃদরোগেও আক্রান্ত হন। গত সোমবার পরিচালককে এসএসকেএমে স্থানান্তরিত করানো হয়। এসএসকেএমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কিডনিরও সমস্যা দেখা দেয়। ভেন্টিলেশনে ছিলেন পরিচালক। অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর ভগ্নীপতি রাজা সেন মৃত্যুকালে রেখে গেলেন স্ত্রী অভিনেত্রী পাপিয়া সেন এবং দুই মেয়েকে।

১৯৯৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দামু' সিনেমাটি সেরা শিশুচলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার জেতে। সেই ছবির পরিচালক ছিলেন রাজা সেন। এরপরে 'আত্মীয় স্বজন', 'চক্রব্যূহ', 'দেবীপক্ষ', 'তিনমূর্তি' সহ অজস্র

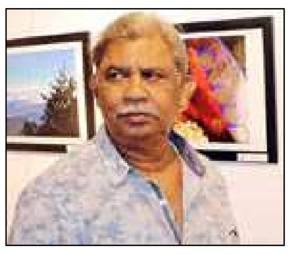

ছবি পরিচালনা করেছেন তিনি। তিনবার পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। ১৯৮৭ সালে তাঁর তৈরি 'সুবর্ণলতা' ধারাবাহিক বিপুল জনপ্রিয় হয়। এরপর 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'আরোগ্য নিকেতন'-এর মতো একাধিক ধারাবাহিক পরিচালনা করেন। সুদীর্ঘ কেরিয়ারে একাধিক ধারাবাহিক ও ছবি পরিচালনা করেছেন তিনি। তৈরি করেছেন বেশ কিছু তথ্যচিত্রও। ২০১৯ সালে মুক্তি পায় তাঁর পরিচালিত শেষ সিনেমা 'ভালোবাসার গল্প'।

২০১৬ সালে মুক্তি পায় তাঁর পরিচালিত 'মায়ামৃদঙ্গ'। সেই ছবির শুটিংয়ের সময় পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেসময়ও কোমরে বড় চোট পেয়েছিলেন। তখন তেমন গুরুত্ব দেননি পরিচালক। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। অস্ত্রোপচারের পরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেও সম্প্রতি বাড়িতে পড়ে গিয়ে ফের চোট পান।

'গাফিলতিতে' তরুণের মৃত্যু

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : ফের আরজি কর হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে এক তরুণের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় ২৫ বছরের প্রীতম রায়কে ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করা হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য হেমারেজিক শকে চলে যান ওই ব্যক্তি। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। তারপরেই হাসপাতাল চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তরুণের পরিবারের সদস্যরা। সেখান থেকেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার খোলনলচে বদলের আবেদন করেন তাঁরা।

স্বাধীনতা দিবসে রেড রোডে শুভেন্দু অধিকারী। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

সুইসাইড নোটে আক্ষেপ আশিসের

'রাজনীতিতে আসাটাই ভুল'

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১৬ আগস্ট : ঘড়ির কাঁটায় রাত তখন ১২টা। রামপুরহাটের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাটতলাপাড়ার বাড়িটিতে শনিবার রাতেও গমগম করছিল পরিচিতদের আড্ডা। ভাই প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য পরিচিতদের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্পগুজব করে খেতে গিয়েছিলেন। কে জানত, সেই হাসিমুখটাই শেষ দেখা! রবিবার সকালে রামপুরহাট দেখল এক মর্মান্তিক দৃশ্য। নিজের বাড়ির লাগোয়া দলীয় কার্যালয়ের বন্ধ ঘরের ভেতর ফ্যানের সঙ্গে নাইলনের দড়িতে ঝুলছেন রামপুরহাটের পাঁচবারের বিধায়ক, রাজ্যের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী তথা বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। আর পাশেই নিজস্ব লেটারপ্যাডে কালো কালিতে লেখা একবুক অভিমান আর আক্ষেপের এক দীর্ঘ সুইসাইড নোট, যার পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে রাজনীতির প্রতি একরাশ বীতশ্রদ্ধা আর বুকফাটা যন্ত্রণা।

চিঠির শুরুতেই তিনি লিখেছেন, তাঁর এই চরম পরিণতির জন্য কেউ দায়ী নয়। কিন্তু এরপরই তিনি উগরে দিয়েছেন দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। ছাত্রাবস্থায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হওয়া থেকে শুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজনীতি করলেও, কোনওদিন দুর্নীতির সঙ্গে আপস করেননি বলে দাবি করেছেন তিনি। চিঠিতে তাঁর আক্ষেপ, দলের ভেতরের সমস্ত অন্যায় তিনি সর্বদা মেনে নিতে না পারলেও সবসময় প্রতিবাদ করতে পারেননি। সারাজীবনে কোনও কাজের বিনিময়ে এক পয়সাও নেননি তিনি। অথচ, তাঁর মতো একজন পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির মানুষকেও দুর্নীতির মিথ্যা অপবাদ সইতে হয়েছে। তারাপীঠ রামপুরহাট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা টিআরডিএ-র প্রসঙ্গ টেনে তিনি লিখেছেন, সেখানে জেনারেল মিটিং ছাড়া তাঁর কোনও দায়িত্বই ছিল না। টেন্ডার কমিটি, প্ল্যান পাশ বা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ইস্যু করার কোনও ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। এ নিয়ে কেউ তাঁর সঙ্গে কখনও আলোচনাও করেনি। তা সত্ত্বেও তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হয়েছে। সেই প্রচেষ্টাকে ধিক্কার জানিয়ে তিনি চরম হতাশার সুরে লিখেছেন, 'আজ তাই মনে হচ্ছে, রাজনীতিতে আসাটাই ভুল হয়েছে।'

এতটা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে, পরিবারের আগামী প্রজন্মকে রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থেকে নিজেদের কাজ করার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন তিনি। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র ছেলে শতদল পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতার নামী একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করেন। স্ত্রী, ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকেন কলকাতায়। শনিবার রাতেও বাবার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা হয়েছিল তাঁদের। বাবার মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পর রামপুরহাটে ছুটে আসেন তাঁরা। শতদল বলেন, 'বাবা কোনওদিন চাইতেন না আমি রাজনীতি করি। আমিও রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকতাম। তবে ভবিষ্যতে কী হবে কিছু বলা যায় না।'

ছেলে 'ককরোচ'-এ, বাবাকে খুন

ধৃত ৩, আসতে পারেন রাঙ্কা

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৬ অগাস্ট : ছেলে দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাবাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। মৃতের নাম শেখ মহম্মদ মাফিক (৫১)। হামলায় জখম হয়েছে মৃতের ছেলে শেখ আব্দুল হাফিজও। বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার করিশুণ্ডা গ্রামে তাঁদের বাড়ি। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক বিজেপি নেতা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি। রবিবার নবান্নে এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ওই ঘটনায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি দুজনকেও গ্রেপ্তার করা হবে। এছাড়া ওই ঘটনায় আরও পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। এঁরা সবাই দুষ্কৃতী। এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুয়ায়ী ব্যবস্থা হবে।'

গত ১৯ জুলাই দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির কর্মসূচিতে যোগ দিতে যান শেখ আব্দুল হাফিজ। পরদিন ২০ জুলাই রাজীব চকে তাঁকে আটক করা হয় বলে পরিবারের দাবি। সেসময় তিনি পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসেরও মুখোমুখি হন। পরে ২৭ জুলাই তিনি বাড়ি ফেরেন। মৃতার স্ত্রী হাসিনা বেগমের অভিযোগ, ছেলে বাড়ি ফেরার পর থেকেই হাফিজকে বিজেপির পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এরপর গত ১৩ অগাস্ট সিজেপির কর্মসূচির অংশ হিসেবে করিশুণ্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অব্যবস্থা নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেন হাফিজ। বিষয়টি প্রশাসনের কাছে জানানোর কথাও তিনি ভাবছিলেন বলে পরিবারের দাবি। অভিযোগ, ওই রাতেই বিজেপির লোকজন তাঁদের বাড়িতে ঢুকে হাফিজের উপর হামলা চালায়।

> এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ওই ঘটনায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে মাফিককেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় দুজনকে ইন্দাস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলেও কোনও গাড়ি যেতে চাইছিল না বলে পরিবারের দাবি। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তাঁদের ইন্দাস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

হাফিজের অভিযোগ, হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথেও তাঁদের উপর ফের হামলা চালায় বিজেপির লোকজন। তাঁদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় এবং ফোনে থাকা ছবি মুছে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এরপর ১৪ অগাস্ট তাঁদের বাড়ি কার্যত ঘিরে রাখা হয় এবং পরিবারের সদস্যদের গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ওই রাতেই মাফিকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পুলিশি সহযোগিতায় প্রথমে তাঁকে ইন্দাস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ১৫ অগাস্ট তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন ককরোচ জনতা পার্টির জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা, সৌরভ দাস এবং সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে। সোমবার ইন্দাস যাওয়ার কথা রয়েছে আশুতোষ রাঙ্কার বলে জানিয়েছেন সিজেপির পশ্চিমবঙ্গের নেতা দেদ্দীপ্য গঙ্গোপাধ্যায়।

অগ্নিমিত্রার ধমক

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : রবিবার দক্ষিণ কলকাতার ল্যান্সডাউন মার্কেট ঘুরে দেখেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ফুটপাথ দখল করা ব্যবসায়ীদের ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দেন তিনি। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভবানীপুর থানা ও পুরসভার আধিকারিকরা। ফুটপাথ খালি না করলে হকারদের মালপত্র বাজেয়াপ্তের হুঁশিয়ারি দেন মন্ত্রী। ত্রিপলের ছাউনি ও বেআইনি পার্কিং নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

Opportunity for admission to B.Tech & B.Pharm, M.Tech & M.Pharm and MBA & MCA Degree Courses through Common Entrance Examination.

CEE-AMPAI-2026-WB
CEE-AMPAI-MASTERS-2026-WB

Under the supervision Dept. of Higher Education, Govt. of West Bengal
Vide Order No. No:- 281-/Edn(T)/DTED/16016(11)/1/2021-JD(DTED)-DTED
Issued by Department of Higher Education, Govt. of WB

Examination date
23th August 2026

Accreditations, Affiliations & Approvals
UGC | NIRF | AICTE | PCI | NAAC | NBA | MAKAUT (Formerly WBUT)

Last date to apply online
20th August 2026

TEST FEE ₹200 TO BE PAID ONLINE

INSTITUTES UNDER AMPAI	COURSES OFFERED*
JIS COLLEGE OF ENGINEERING 86977 43363 | www.jiscollege.ac.in	B. Tech | M. Tech | MBA | MCA
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 89024 96651 | www.nit.ac.in	B. Tech | M. Tech | MCA
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 90733 22923 | www.gnit.ac.in	B. Tech | M. Tech | MCA
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX 02919 77707, | www.surtech.edu.in	B. Tech | M. Tech
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY 94330 35582 | www.gnipst.ac.in	B. Pharma | M. Pharma

Examination centre
West Bengal, Bihar, Jharkhand & Tripura

HELPLINE
8100192411 | 8100749670

All information related to CEE-AMPAI-WB & CEE-AMPAI-MASTERS-WB is avlailable on www.ampai.in along with Application Form, Eligibility Criteria, Information Brochure & Examination Schedule.

AMPAI Office Address
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
Landline: 033-2289 3944 / 5323 | Email: info.ampai.wb@gmail.com

গ্র্যান্ট ইন এইড-এর কর্মীদেরও ডিএ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : ২০০৮ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত 'গ্র্যান্ট ইন এইড'-এ শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, সরকারপোষিত বিভিন্ন সংস্থা, পুরসভা, পঞ্চায়েতের কর্মীদের বকেয়া ডিএ পাওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি ওড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

রবিবার নবান্ন সভাঘরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ইন্দু মালহোত্রা কমিটির সুপারিশমতো ওই বকেয়া রাজ্য সরকার মেটাবে। মেটানোর প্রক্রিয়া আগের সরকার এক দফা চালু করেছিল। আমরাও তা চালু রেখেছি। ইতিমধ্যেই আগের সরকার এক দফা এই বকেয়া মেটানোর পর আমরাও সদ্য সরকারি কর্মচারীদের আরও এক দফা মিটিয়েছি। ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পুরো বকেয়া ইন্দু মালহোত্রা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মেটানো হবে। গ্র্যান্ট ইন এইড খাতে এই সংক্রান্ত বকেয়াও সবাইকে মেটানো হবে। এই নিয়ে কোনও বিভ্রান্তির জায়গা নেই। সুপ্রিম কোর্ট যা নির্দেশ দিয়েছে এবং ওই কমিটি যেভাবে সুপারিশ করবে, আমরা সেভাবেই বকেয়া মেটাব। এই ব্যাপারে সরকারি প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা এমডি রকি খান - কে 22.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96G 56643 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার খবর শুনে আমি আমার শরীরের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। এটি খুবই ইতিবাচক একটি খবর এবং আমার ভবিষ্যৎ এখন অনেক উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। এই পরম আনন্দের মুহূর্তে ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কংগ্রেস নেতা খুনে ধৃত তৃণমূল প্রধান

নাকাশিপাড়া ও কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : রাতের অন্ধকারে গাড়ি থামিয়ে নদিয়ার নাকাশিপাড়ার কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর ছেলে আবু সুফিয়ানকে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান সহ ৩ জনকে। শনিবার বেথুয়াডহরি রেলগেটের কাছে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ আনিসুরদের গাড়ি আটকে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ। এরপর গাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় বাবা ও ছেলেকে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুজনের। রবিবার কল্যাণী এইমসে তাঁদের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তথা বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'ভয় আউট, ভরসা ইন- স্লোগান নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে এই সরকার। সেখানে স্বাধীনতার দিন এমন জঘন্য ঘটনা মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার অধিকার নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে দেয়।' তদন্তে নেমেই হরনগর পঞ্চায়েতের প্রধান ফতেমা বিবি, তাঁর দুই সহযোগী সাহেব আলি মণ্ডল ও মিঠুন শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা জুব্বার শেখ এখন জেলবন্দি। আনিসুরের স্ত্রী জানান, এর পিছনে জুব্বারেরই হাত রয়েছে। ছেলে আবু সুফিয়ানের মৃত্যুতে স্থানীয়দের দাবি, রাজনৈতিক শত্রুতার মূল টার্গেট ছিলেন বাবা। ছেলে একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাই প্রমাণ লোপাট করতে তাঁকেও রেয়াত করা হয়নি।

আয়ুষ্মান দিবস পালন

চালসা ও রাজগঞ্জ, ১৬ অগাস্ট : রবিবার থেকে রাজ্যে চালু হল ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্প। এই উপলক্ষ্যে এদিন রাজ্যজুড়ে ‘আয়ুষ্মান দিবস’ পালন করা হয়। এদিন চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে কয়েকজন উপভোক্তার হাতে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানো হয়। উপস্থিত ছিলেন মাটিয়ালি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বিশ্বজিৎ সরকার, মাটিয়ালির জয়েন্ট বিডিও প্রকাশ প্রামাণিক, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বিদ্যা বারলা, সমাজসেবী দীপঙ্কর ধর, অমিত ছেত্রী, এনি ওরাওঁ প্রমুখ।

এদিন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে প্রায় ৩০০ জন উপভোক্তার হাতে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার, রাজগঞ্জ থানার আইসি অমিতাভ দাস, বিডিও শুভঙ্কর দাস, রাজগঞ্জের বিএমওএইচ ডাঃ রাহুল রায়, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নিতাই মণ্ডল প্রমুখ।

আয়ুষ্মান দিবস উপলক্ষ্যে এদিন হাসপাতাল চত্বর বেলুন, পোস্টার এবং ব্যানার দিয়ে সাজানো হয়। হাসপাতালের প্রবেশপথে তৈরি করা হয় বিশেষ তোরণ। এরপর স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপভোক্তাদের হাতে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড তুলে দেবেন বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

ট্রাফিক অভিযান

জলপাইগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : হেডলাইট না জ্বালিয়ে টোটো চালানোর বিপজ্জনক প্রবণতা থামাতে ফের পথে নামল জলপাইগুড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক। শুক্রবার রাতের পর শনিবার সন্ধ্যায় গোশালা মোড় এলাকায় চলে এই বিশেষ অভিযান।

হাইওয়ে ট্রাফিক সূত্রের খবর, রাতে আলো ছাড়া যাত্রী নিয়ে টোটো চলাচলের ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। ব্যাটারি বাঁচাতে অনেক চালক নিয়ম ভেঙে হেডলাইট বন্ধ রেখে রাজপথ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। অভিযানের মুখে পড়ে অনেকেই ভুল স্বীকার করে অজুহাত দেন। ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, অসচেতন চালকদের সতর্ক করা হচ্ছে। তবে এরপরও কথা না শুনলে আইন অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
মেঘে ঘেরা।। লাভায় ছবিটি তুলেছেন ধূপগুড়ির সত্যজিৎ চক্রবর্তী।

নানা রংয়ে রঙিন স্বাধীনতা দিবস

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৬ অগাস্ট : জেলাজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা শাসক অদিতি চৌধুরী। পড়ুয়া, পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্স কুচকাওয়াজে অংশ নেয়। মহকুমা শাসকের দপ্তর, হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ, কোতোয়ালি থানা, পুলিশ সুপারের দপ্তর, পুরসভা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। রাষ্ট্রীয় লেখক সংঘের জলপাইগুড়ি শাখা অখণ্ড ভারত দিবস পালন করে এবং আরএসএস বাইক র‍্যালি বের করে। পান্ডাপাড়া সারদা শিশুতীর্থ বিদ্যালয়ে ঋষি অরবিন্দ ঘোষের ১৫৫তম জন্মদিবস পালিত হয়।

ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও রক্তদান শিবিরে ৪০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়। ময়নাগুড়ি থানা ও ধূপগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরেও দিনটি পালিত হয়। মেটেলি ব্লকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি দীপঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে মঙ্গলবাড়ি বাজার থেকে আপার চালসা ঘুরে গোলাইতে শেষ হয়। এতে নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা, মাল মহকুমার এসডিপিও সুদীপ্ত সরকার, মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা অংশ নেন। চালসা, মেটেলি, বাতাবাড়ি, বিধাননগর, ধূপঝোরা এলাকাতেও নানা অনুষ্ঠান হয়।

মালবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পতাকা তোলেন মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল। এছাড়া মালবাজার পুলিশ, থানা, ট্রাফিক, ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত, পুরসভা ও স্কুল-কলেজে দিনটি পালিত হয়। কানাড়া ব্যাংকের তরফে সুভাষিণী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের ছয়জন তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত পড়ুয়াকে ‘কানাড়া ব্যাংক বিদ্যা জ্যোতি স্কলারশিপ’ দেওয়া হয়। রাজগঞ্জ ব্লকের প্রাথমিক-উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ভারতমাতা ও জওয়ান সেজে র‍্যালি করে। রাজগঞ্জ থানায় পতাকা তোলেন আইসি অমিতাভ দাস।

বেলাকোবা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি প্রকাশচন্দ্র দাস ও সম্পাদক সুকুমার রায়ের উদ্যোগে বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী ও পরিজনদের ফল, মিষ্টি এবং পানীয় জল দেওয়া হয়। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তালমা হাটে তরাই ডুয়ার্স গ্রিন টি লেবেল সাপ্লায়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং নর্থবেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির শিবিরে ৪৫ জনের চোখ পরীক্ষা, ছানি অপারেশন ও ৩৭ জনের রক্তদান হয়। সম্পাদক অর্ণব ঘোষ জানান, তাঁরা মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেন। রক্তদাতা পাপাই রায় ও সঞ্জয় রায় মানুষের প্রয়োজনে রক্তদান করতে পেরে খুশি। রবিবার বটতলা ব্যবসায়ী সমিতি ও শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হাসপাতালের উদ্যোগে বিনামূল্যে ১০০ জনের চোখ পরীক্ষা ও চশমা প্রদান করা হয়।

স্বাধীনতা দিবসে চালসায় তিরঙ্গা র‍্যালিতে বিধায়ক পুনা ভেংরা।

পরিকাঠামোর অভাব, নেই এনওসি

৫০০ স্কুলকে শোকজ

নাগরাকাটা, ১৬ অগাস্ট : বৈধ এনওসি বা স্বীকৃতির শংসাপত্র না থাকায় অন্তত ৫০০ বেসরকারি স্কুলকে শোকজ করল জেলা শিক্ষা দপ্তর। এর মধ্যে প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যন্ত সব ধরনের স্কুল রয়েছে। গত ১৩ অগাস্ট পাঠানো ওই শোকজের উত্তর আগামী সাতদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, ‘শোকজের উত্তর পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’

গত ১৩ অগাস্ট সমগ্র শিক্ষা মিশনের রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে সবকটি জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক), জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) ও জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে সমস্ত অস্বীকৃত স্কুল ইউ-ডাইস প্লাস কোডের মাধ্যমে চলছে, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

গত শুক্রবার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বেসরকারি স্কুলগুলির একটি সংগঠন ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর আনএডেড স্কুলস-এর প্রতিনিধিরা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা এ জন্য কিছুটা সময় চেয়েছেন বলে খবর। সোমবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (প্রাথমিক) সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরেকটি সংগঠন বেসরকারি বিদ্যালয় কল্যাণ সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্যরা। রবিবার বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলকে নিয়ে ওই সংগঠনের একটি বৈঠকও হয়। তাঁদের তরফে মনোদীপ বণিক বলেন, ‘আমরা এনওসি-র পক্ষেই। তবে এর সরলীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। নয়তো যে মানদণ্ড রয়েছে, তাতে গ্রামের স্কুলগুলি সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে। এর সঙ্গে কর্মসংস্থানের বিষয়টিও জড়িয়ে আছে।’

শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, জেলায় পাঁচশোর বেশি বেসরকারি স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে কিছু স্কুলের এনওসি থাকলেও বেশিরভাগেরই তা নেই। মূলত গ্রামীণ এলাকার বেসরকারি স্কুলগুলির এই সমস্যা। শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ সহ ওই সংক্রান্ত রাজ্যের ২০১২ সালের রুলস মোতাবেক বেসরকারি স্কুল চালাতে সরকারি এনওসি বা স্বীকৃতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি স্বীকৃতি না থাকলে ১ লক্ষ টাকা জরিমানার কথা বলা রয়েছে। জরিমানার পরেও স্কুল চালিয়ে গেলে প্রতিদিন ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা হবে। গত ২২ জুলাই শিক্ষা দপ্তরের তরফে প্রতিটি জেলাকে এনওসি ছাড়াই চলছে এরকম স্কুল চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

নিয়ম মোতাবেক বেসরকারিভাবে স্কুল চালাতে এনওসি বা সরকারি অনুমতি পেতে গেলে বেশকিছু মানদণ্ড পূরণ করতে হয়। তার মধ্যে যেমন রয়েছে ৪০০ বর্গফুটের শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনকাঠামো, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সংস্থান, জমির কাগজ, স্কুল ভবনের নকশা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার মতো আরও নানা বিষয়। বর্তমানে প্রতিটি স্কুলকে সরকারি পোর্টাল ইউ-ডাইস প্লাসে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি করানোও বাধ্যতামূলক।

জলপাইগুড়ি জেলা শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে বেসরকারি স্কুলগুলিকে পাঠানো চিঠিতে শোকজের জবাব দেওয়ার সময় রাজ্যের বৈধ এনওসি বা স্বীকৃতির শংসাপত্র, অনুমোদন বা অ্যাফিলিয়েশনের সার্টিফিকেট, ইউ-ডাইস প্লাস কোড সহ স্কুলের বিস্তারিত তথ্য এবং কোন শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হয়, সেই ধরনের নানা তথ্যও জমা দিতে বলা হয়েছে।

- গত ১৩ অগাস্ট পাঠানো হয়েছিল শোকজ নোটিশ
- শোকজের উত্তর আগামী সাতদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে
- এই কঠোর পদক্ষেপে বহু স্কুল সমস্যায় পড়তে চলেছে

বুনোর প্রাণরক্ষা

নাগরাকাটা, ১৬ অগাস্ট : এক রাতে দুই জায়গায় রেললাইনে উঠে আসা হাতি ও বাইসনকে রক্ষা করলেন কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেসের দুই চালক একে মুর্মু ও ডিকে পাসোয়ান। রবিবার গভীর রাতে সর্বোচ্চ সতর্কতায় জরুরি ব্রেক কষে তাঁরা দুই বুনোকে নিরাপদে রেললাইন পার হওয়ার সুযোগ করে দেন। হাতিটি ছিল আলিপুরদুয়ার জংশন ও রাজাভাতখাওয়া স্টেশনের মাঝে বক্সার জঙ্গলে। বাইসনটি ছিল নাগরাকাটা ও চালসার মাঝে চাপড়িমারির জঙ্গলের রেলপথে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

রাজগঞ্জ, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসের রাতে রাজগঞ্জের দক্ষিণ সন্ন্যাসীপাড়ায় এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম পবিত্র দে (২২)। শনিবার রাতে বাড়ির ভেতর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। রবিবার সকালে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঠিক কী কারণে এই মৃত্যু, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

থেরোবাদী বৌদ্ধদের সঙ্গে রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। রবিবার নাগরাকাটার বুদ্ধজয়ন্তী বিহারে।

বৌদ্ধ বিহারের জমি সমস্যা মেটানোর আর্জি

নাগরাকাটা, ১৬ অগাস্ট : ডুয়ার্স ও পাহাড়ের বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহারগুলির জমি সমস্যার সমাধানে থেরোবাদী বৌদ্ধরা রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের পদক্ষেপ চাইলেন। রবিবার নাগরাকাটার বুদ্ধ জয়ন্তী বিহারে বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষদ ও অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্ট কলকাতার উদ্যোগে বৌদ্ধদের নানা সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা সভায় মন্ত্রী বিশাল লামার কাছে বিষয়টি জানানো হয়। কয়েক যুগ ধরে রেলের জমিতে থাকা একাধিক বুদ্ধ মন্দিরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লিজ এবং খাসজমিতে থাকা বিহারগুলির জমির কাগজপত্রের দাবি জানানো হয়।

বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিজয় বড়ুয়া বলেন, ‘জমির নথিপত্র ঠিকঠাক না থাকলে সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পেতে অসুবিধা হয়। বৈধ উপায়ে বিহারগুলির জমির কাগজপত্র জরুরি। মন্ত্রীকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। সংখ্যালঘু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এবং তপশিলি উপজাতিভুক্ত ডুয়ার্সের ভূমিপুত্র বিশাল লামার কাছে সমস্যার সমাধান নিয়ে আমরা আশাবাদী।’ সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিজয়রা জানান।

রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনে এতদিন উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধদের কোনও প্রতিনিধি না থাকার বিষয়টিও মন্ত্রীকে জানানো হয়। দক্ষিণবঙ্গের প্রতিনিধি থাকায় উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধদের সমস্যা থেকে যায় বলে বিজয় জানান। তাঁর কথায়, ‘মহাজানি ও থেরোবাদী মিলিয়ে উত্তরবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধের বসবাস। অথচ রাজ্যের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সেতুবন্ধনে এতদিন কাউকে দেখা যায়নি।’

সভায় জয়গাঁ, হ্যামিল্টনগঞ্জ, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, ময়নাগুড়ি, মালবাজার, বিন্নাগুড়ি, বানারহাট ও নাগরাকাটার একাধিক বুদ্ধ মন্দিরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস-এর সাধারণ সম্পাদক ডঃ সুজিত বড়ুয়া বক্তব্য রাখেন। ভারতীয় সংঘরাজ মহাসভার প্রথম সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির এবং প্রথম উপসংঘরাজ অতুল সেন মহাস্থবিরের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

অন্যদিকে, এদিন সকালে নাগরাকাটা হিল অ্যান্ড ডুয়ার্স কনস্ট্রাকশন সোসাইটির তরফে স্বরাষ্ট্র, পার্বত্য বিষয়ক, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামাকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংগঠনটি পাহাড় ও সমতলে সমাজসেবামূলক কাজ করে এবং উন্নয়নমূলক কাজেও সহযোগিতা করে। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভূজেল, জেলা কমিটির সদস্য অরুণ ওয়াইবা, নাগরাকাটা-১ মণ্ডল সভাপতি তন্ময় নার্জিনারি, আহ্বায়ক বরুণ মিত্র, সভাপতি অনুপ গুরুং, সম্পাদক বিবেক ছেত্রী ও কোষাধ্যক্ষ শিবু সোনার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নেশা-জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স

সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ১৬ অগাস্ট : নেশা ও জুয়ার কবল থেকে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতে প্রশাসনের লাগাতার নজরদারি এবং কঠোর পদক্ষেপের দাবি উঠছে মালবাজারে। স্থানীয় তরুণ সৌমব্রত চৌধুরীর কথায়, ‘নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে প্রশাসনের ধারাবাহিক নজরদারি ও পদক্ষেপের প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে তরুণদের একাংশের মধ্যে যেভাবে নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ছে, তা কমাতে সমাজের সমস্ত অংশকে এগিয়ে আসতে হবে।’ স্থানীয়দের অভিযোগ, মালবাজার শহর, সংলগ্ন চা বাগান ও গ্রামীণ এলাকায় নেশাজাতীয় দ্রব্যের অবৈধ কারবারের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় জুয়ার আসরও বসছে। এর জেরে সামাজিক অস্থিরতার পাশাপাশি চুরির ঘটনাও বাড়ছে বলে অভিযোগ।

যদিও নেশার বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত। শনিবার স্বাধীনতা দিবসের দিন ডামডিম এলাকায় অভিযান চালায় মালবাজার থানার পুলিশ। ডামডিম পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন একটি বাড়ি থেকে কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই দিনে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া এলাকার কালিয়াপাড়া থেকে দেশি মদ সহ বেআইনিভাবে মজুত রাখা মদ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মাল শহরের উপর দিয়ে যাওয়া নিউ মাল-চ্যাংরাবান্ধা রেলপথের পাশে থাকা অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত রেলের আবাসনগুলিতে নিয়মিত নেশার ঠেক বসছে বলে অভিযোগ। এর আগে পুলিশ এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। তাতে কিছুদিন নেশার আসর বন্ধ ছিল। তবে দু’-একদিন সবকিছু বন্ধ থাকার পর ফের সেখানে নেশার আসর বসছে বলে স্থানীয়দের দাবি। শহরের পাশাপাশি সংলগ্ন চা বাগানের ফাঁকা জায়গা, নদীর পাড় এবং বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকাতেও নেশাজাতীয় দ্রব্যের অবৈধ কারবার চলছে বলে অভিযোগ।

মালবাসীর অভিযোগ, একদিকে নেশা আর অন্যদিকে জুয়ার কবলে পড়ে তরুণ প্রজন্মের একাংশ ক্রমশ বিপথগামী হতে শুরু করেছে। মালবাজার থানা এলাকার বিভিন্ন অংশে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে চুরি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নেশার চক্করে তরুণরা সামান্য কিছু অর্থের লোভে চুরির কাজে লিপ্ত হচ্ছে। বিগত সময়ে পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত ও মাদকাসক্তদের গ্রেপ্তার করলেও, সমাজ থেকে এই অন্ধকার দূর করা যায়নি। স্থানীয় তরুণী সুদীপা সাহার কথায়, ‘নেশাজাতীয় দ্রব্যের পাশাপাশি জুয়ার ঠেক ভাঙতেও পুলিশের ধারাবাহিক পদক্ষেপ প্রয়োজন।’ স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, নেশার আসক্তি এবং জুয়ার নেশায় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তরুণদের একাংশ ক্রমশ বিপথগামী হচ্ছে। মাল থানা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে চুরির ঘটনাও বাড়ছে বলে অভিযোগ। নেশার সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষ সামান্য অর্থের জন্য চুরির মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে বলেও স্থানীয়দের দাবি।

থানা এলাকার বিভিন্ন অংশে নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবার বন্ধ করা এবং জুয়ার ঠেক ভাঙতে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছে। তবে নেশা ও জুয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও সহযোগিতারও প্রয়োজন রয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

বোর্ড গঠন ঘিরে জল্পনা

দেবব্রত সেন ও অমিয়কুমার রায়

রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ১৬ অগাস্ট : অভিভাবকহীন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিতে কী নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ ঘটবে? পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরালো হয়ে উঠছে এই প্রশ্ন। একইসঙ্গে কৌতূহল নতুন সভাপতি নিয়েও। কার হাতে থাকবে পঞ্চায়েত সমিতির ভাগ্য, তা নিয়েই মূলত আগ্রহ বেশি স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের। তবে সকলেই চাইছে, পঞ্চায়েত সমিতির অচলাবস্থা দ্রুত দূর হোক। গত ১১ জুলাই সভাপতি পদ থেকে রূপালি দে সরকার এবং সহ সভাপতি পদ থেকে কবিতা ছেত্রী শৈব্য পদত্যাগ করায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯ অগাস্ট বুধবার নতুন বোর্ড গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি

রূপালি এবং কবিতা ইস্তফা দিলেও তাঁরা বা তৃণমূলের কেউ বিজেপিতে যোগ দেননি। কিন্তু রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি দখলের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। ৩৬ আসনের পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা যেখানে এখনও ২৭, সেখানে ৯ জন বা তৃণমূলকে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে কীভাবে বোর্ড দখলের স্বপ্ন দেখছে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি? এই ব্যাখ্যায় না গিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ি বিরোধী দলনেতা নিতাই মণ্ডলের দাবি, ‘আমাদের সদস্যদের মধ্যে থেকেই একজন সভাপতি হবেন। তবে কে সভাপতি হবেন, তা ঠিক করবেন দলের জেলা সভাপতি।’ সূত্রের খবর, ফুলবাড়ির এক মহিলা সদস্যকে সভাপতি করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বিজেপি। কোন অঙ্কে তা অবশ্য রবিবারও স্পষ্ট হয়নি। তাহলে কি তৃণমূলের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে সমর্থন আদায় করবে বিজেপি? সেই ‘ভালো তৃণমূল’ কারা, তা নিয়েও জল্পনার শেষ নেই।

দায়িত্ব নিয়ে বিজেপিতে রেষারেষি

ধূপগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : ধূপগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন বিজেপি মণ্ডলের দায়িত্ব কার হাতে যাবে, তা নিয়ে দলের অন্দরে রেষারেষি শুরু হয়েছে। মণ্ডল সভাপতি সহ বিভিন্ন সাংগঠনিক পদে কারা দায়িত্ব পাবেন, তা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই দলের স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে এক অলিখিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার দৌড়ে একাধিক নেতা নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ উঠছে।

ধূপগুড়ি ব্লকে টাউন মণ্ডল, পূর্ব মণ্ডল ও পশ্চিম মণ্ডল সাংগঠনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই মণ্ডলগুলির বর্তমান নেতৃত্বের ওপর নিয়মিত নজর রাখছে। কিন্তু এই নজরদারি নিয়েও দলের অন্দরে নানা আলোচনা চলছে। দেখা গিয়েছে, অঞ্চল এবং টাউনের অনেক নেতাই দলের মণ্ডল সভাপতিদের গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

তবে দায়িত্ব বণ্টনকে কেন্দ্র করে দলের নীচুতলায় তৈরি হওয়া টানাপোড়েন নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর, মণ্ডল সভাপতিদের গুরুত্ব না দিয়ে অঞ্চল ও টাউন স্তরের কয়েকজন নেতা নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। অভিযোগ, দলের সাংগঠনিক পদকে সামনে রেখে কেউ কেউ সরাসরি প্রশাসন ও পুলিশের ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছেন। বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কানেও পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে।

দলের একাংশের বক্তব্য, সাংগঠনিক দায়িত্ব বণ্টনের আগে থেকেই পদ পাওয়া নিয়ে নেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কে কোন মণ্ডলের দায়িত্ব পাবেন, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে মূল টানাপোড়েন। যদিও অভিযোগগুলির সত্যতা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে নারাজ দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। এক বিজেপি নেতা বলেন, ‘বিভিন্ন ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে। তবে কোনটি সত্যি, কোনটি মিথ্যা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির বিধানসভা কনভেনার আশিস কর্মকার। তাঁর দাবি, ‘এখনও পর্যন্ত এ ধরনের কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। দলের তরফে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ীই কাজ চলছে। অভিযোগ পেলে অবশ্যই তা খতিয়ে দেখা হবে।’

দুর্গাপুজো কমিটি গঠন ঘিরে বিতর্ক

বানারহাট, ১৬ অগাস্ট : বানারহাট সর্বজনীন দুর্গাপুজো ও মেলা পরিচালন কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিতর্কের জেরে কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১৫ অগাস্ট রাত ১১টা নাগাদ স্থানীয় কয়েকজনের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে রাত প্রায় ৩টে নাগাদ তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অভিযোগ, গত ৭ অগাস্ট তড়িঘড়ি করে বানারহাট সর্বজনীন দুর্গাপুজো ও মেলা পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মাইকিং করে কমিটি গঠনের কথা জানানো হলেও সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এই অভিযোগে পাঁচজন বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এর পরেই পুলিশ সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে। এদিকে, প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে ১৪ অগাস্ট খুঁটিপুজোর পর দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল তৈরির প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বানারহাটে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মালিপাড়ায় আজও টিকে শোলাশিল্প

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি শহর থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে চা বাগান ও মন্দিরঘেরা শান্ত গ্রাম মালিপাড়া। বাইরে থেকে দেখলে সদর ব্লকের এই গ্রাম আর পাঁচটা সাধারণ গ্রামের মতো মনে হলেও, এখানকার বাতাসে মিশে আছে ২০০ বছরের পুরোনো ঐতিহ্যের সুবাস। গ্রামটির প্রায় ৭০টি মালাকার পরিবার আজও পরম যত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন শোলার শিল্প। চা বাগানের কোল ঘেঁষে বসবাসকারী এই মানুষগুলো চা শ্রমিক নন, তাঁদের আসল পরিচয় তাঁরা ‘মালাকার’।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই শিল্পের রূপরেখায় এসেছে বড় পরিবর্তন। একদা দুর্গার মুকুট বা ঠাকুরের অলংকার তৈরিতে ব্যস্ত থাকলেও, বর্তমানে সেই কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন শিল্পীরা। প্রবীণ শিল্পী নীরেন মালাকার আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘ঠাকুরের অলংকার বা টোপর বানিয়ে এখন আর পোষায় না। খাটনি প্রচুর, কিন্তু দোকানদাররা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে চান না। তাই বড় অর্ডার ছাড়া ওগুলো আর বানানো হয় না।’

তবে থেমে থাকেনি তাঁদের হাতের কাজ। এখন গ্রামের ব্যস্ততা তুঙ্গে মনসাপুজোর ‘মৌড়া ডোলা’ ও লক্ষ্মীপুজোর ‘কদমফুল’ ঘিরে। যাঁদের প্রতিমা কেনার সামর্থ্য নেই, তাঁদের কাছে দেবীর বিকল্প রূপ এই মৌড়া ডোলা। দোমোহনি থেকে শোলার বোঝা কিনে এনে তৈরি হয় এসব শৈল্পিক সামগ্রী। শোলা, আর্ট পেপার, সুতো আর রঙের ছোঁয়ায় তৈরি এই ডোলাগুলোর কদর আজও তুঙ্গে। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের ওঝাদের চাহিদামতো পরি, জিন, ঘোড়া, শিব ও কালীর মতো ‘মাশান’ তৈরিতেও সিদ্ধহস্ত এই শিল্পীরা। গ্রামবাংলায় ভূত-প্রেত বা নজর কাটানোর জন্য আজও মাশানপুজোর চল রয়েছে। ৫০ থেকে ২০০ টাকা মূল্যের এই মাশান বিক্রি করেই চলে অনেকের সংসার।

প্রতিটি শোলার শিল্পের পেছনে জড়িয়ে আছে পুরো পরিবারের শ্রম। বর্ষার আগে তিস্তাবুড়ির ডোলা, তারপর মনসার মৌড়া ডোলা- বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোই তাঁদের আয়ের প্রধান উৎস। শিল্পী কিরণ মালাকার মনে করেন, সময়ের দাবিতে এই বদল জরুরি ছিল। তাঁর কথায়, ‘টাকা না এলে পরবর্তী প্রজন্ম এই কাজে উৎসাহ পেত না। চাহিদা অনুযায়ী পণ্য বানাচ্ছি বলেই আজও শিল্পটি টিকে আছে। আমরা বুঝতে পেরেছি, শিল্প টিকিয়ে রাখতে গেলে বাজারের চাহিদাকেও মর্যাদা দিতে হয়।’

আধুনিকতার ভিড়ে যখন অনেক লোকশিল্প হারিয়ে যাচ্ছে, তখন মালিপাড়ার মালাকাররা নিজেদের মতো করে পরিবর্তনকে আপন করে নিয়েছেন। শোলার সাদা পাতায় দেবদেবীর প্রতিচ্ছবি আঁকার মাধ্যমে তাঁরা কেবল জীবিকাই নির্বাহ করছেন না, বরং আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রামীণ লোকশিল্পের ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে। এভাবেই শিল্পের সঙ্গে জীবনযুদ্ধে জয়ী হচ্ছে এই মালাকার পরিবারগুলো।

কাজে মগ্ন শোলাশিল্পী। মালিপাড়ায়। ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

জল্পেশমেলার পার্কিং জোনে দাঁড়িয়ে থাকা পুণ্যার্থীদের গাড়ির উপর ভেঙে পড়েছে গাছের ডাল। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি। রবিবার।

শেষ রবিবার ভিড় কম জল্পেশে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : সকালের রোদ তখন তীব্র। সেই রোদ উপেক্ষা করেই তিস্তা ঘাটে আসছিলেন পুণ্যার্থীরা। কেউ ঘাট থেকে জল নিয়ে জল্পেশ মন্দিরের দিকে এগিয়েছেন, কেউ আবার মনস্কামনা পূরণের জন্য দণ্ডী কেটে মন্দিরের পথে। শ্রাবণ মাসের পঞ্চম তথা শেষ রবিবারে সকাল থেকেই এই ছবি দেখা গেল। তবে গত দু'সপ্তাহের তুলনায় এদিন পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল অনেকটাই কম।

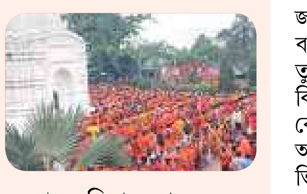

- শেষ রবিবারে গত দু'সপ্তাহের তুলনায় কম পুণ্যার্থীর ভিড়
- গাছের ডাল ভেঙে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, অল্পের জন্য রক্ষা
- সন্ধ্যার পর তিস্তা ঘাট ও মন্দিরে ফের বাড়ল সমাগম

ফালাকাটা থেকে আসা পুণ্যার্থী দেবরাজ সরকার বলেন, 'শ্রাবণ মাসে তিনদিন জল্পেশে এসে জল ঢালার মনস্কামনা ছিল। আগের দিন অত্যন্ত ভিড় থাকার কারণে তাড়াহুড়ো করে জল ঢালতে হয়েছিল। কিন্তু এই সপ্তাহে জল ঢালার ক্ষেত্রে কোনও রকম সমস্যা হয়নি।'

এদিন সকাল থেকেই রোদ ছিল তীব্র। সেই গরমের মধ্যেই তিস্তা ঘাটে পুণ্যার্থীদের আনাগোনা লেগেই ছিল। দুপুরে ভুটকি এলাকা থেকে ছোট গাড়িতে করে একদল পুণ্যার্থী জল্পেশে আসেন। মেলার মাঠের পার্কিং জোনে গাড়ি রেখে তাঁরা মন্দিরে পুজো দিতে যান। সেই সময় আচমকাই একটি বড় গাছের ডাল ভেঙে গাড়িটির উপর পড়ে। গাড়িটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থী এবং স্থানীয় এক বাসিন্দা। পরে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা এসে গাছটি সরিয়ে দেন।

বিকেলের দিকে রোদ ও গরম কিছুটা কমলে তিস্তা ঘাটে পুণ্যার্থীদের সমাগমও বাড়তে থাকে। তিস্তা ঘাট থেকে জল্পেশ মন্দির পর্যন্ত একাধিক জায়গায় জলসত্র ও ভান্ডারার ব্যবস্থা ছিল। তবে অন্যান্য সপ্তাহের তুলনায় এদিন সেই ব্যবস্থাও ছিল কিছুটা কমই। জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরিন্দ্রনাথ দেব আশাবাদী, শেষ সোমবার ব্যাপক ভিড় হবে। তিনি বলেন, 'আমাদের ধারণা, শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার আরও বেশি সংখ্যায় পুণ্যার্থী জল্পেশে আসবেন।'

সন্ধ্যার পর মন্দির চত্বরে পুণ্যার্থীদের আনাগোনা আরও বাড়ে। গরমে যাতে তাঁদের অসুবিধা না হয়, তার জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে পুণ্যার্থীদের পায়ে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তুলনামূলক কম ভিড় থাকায় এদিন মন্দিরে হুড়োহুড়ির পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে অন্যান্য দিনের মতোই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীদের লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে প্রবেশ করতে দেখা যায়। দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে আসা পুণ্যার্থী বিনয় সরকার বলেন, 'শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে ভিড় কিছুটা কম থাকে শুনেছিলাম। সেজন্য শেষ রবিবার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এসে শিবের মাথায় জল ঢাললাম।'

মশা ঠেকাতে সাফাই অভিযান

মেটেলি, ১৬ অগাস্ট : রবিবার জুরন্তি চা বাগানে সাফাই অভিযান হল। ছুটির দিনে এলাকার ছাত্র-যুবরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। বিভিন্ন শ্রমিক মহল্লায় ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করার পাশাপাশি ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়। মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বিদ্যা বারলার উদ্যোগে এই অভিযান চলে। বর্ষায় এলাকায় মশার উপদ্রব অনেকটাই বেড়েছে। পতঙ্গবাহিত রোগ ঠেকাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান বিদ্যা। পাশাপাশি এদিন এলাকার সাধারণ মানুষকে সচেতনও করা হয়।

চারা রোপণ কর্মসূচি

চালসা, ১৬ অগাস্ট : পশ্চিম বাতাবাড়ি এলাকায় চারা রোপণ কর্মসূচি হল। রবিবার এলাকার তরুণরা এই উদ্যোগ নেন। তাঁদের সহযোগিতা করেন চালসা রেঞ্জের বনকর্মীরা। এদিন যৌথভাবে পশ্চিম বাতাবাড়ি ফুটবল ময়দান সংলগ্ন এলাকায় চারাগাছ লাগানো হয়। উপস্থিত ছিলেন চালসা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল সহ অন্যান্য বনকর্মী। পরিবেশ রক্ষার্থে আগামীতেও এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে।

বোনের প্রেমে বাধা, খুন দাদা

জলপাইগুড়িতে 'প্রেমিক' সহ গ্রেপ্তার তিন নাবালক বন্ধু

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : বোনের প্রেমে বাধা দেওয়াই কাল হল দাদার। পথের কাঁটা সরাতে দশম শ্রেণির ছাত্রকে চরম আক্রোশে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করল বোনের প্রেমিক। তবে সে একা নয়, এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে ঘাতককে পুরোদস্তুর সাহায্যের অভিযোগ উঠেছে মৃতের তিন নাবালক 'বিশ্বাসঘাতক' বন্ধুর বিরুদ্ধেও। কারণ, মৃত কিশোর ছিল তাইকোন্ডোতে পারদর্শী। তাকে একা কাবু করা যে কার্যত অসম্ভব, তা ভালোই জানত অভিযুক্ত। তাই ছক কষেই পাতা হয়েছিল মৃত্যুর ফাঁদ। শিউরে ওঠা এই ঘটনাটি জলপাইগুড়ির। ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত ও তার তিন নাবালক সঙ্গীকে জালে তুলেছে পুলিশ। এই নৃশংস খুনের প্রতিবাদে সরব হয়ে আসরে নেমে পড়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদও। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সব রকম আইনি সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছে তারা।

-এআই

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়ার বাসিন্দা নিহত কিশোর শহরেরই একটি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল। পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে মৃত কিশোরের এক বোনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরিণতি ভালো হবে না আঁচ করে কিশোর তার বোনকে বারবার বোঝায় এবং ওই সম্পর্ক থেকে সরে আসতে বলে। দাদার হস্তক্ষেপে সম্প্রতি ওই প্রেমের সম্পর্কে চিড় ধরে। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে প্রেমিক। প্রতিশোধ নিতে দাদাকে চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার ভয়ংকর নীল নকশা তৈরি করে সে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলতে যায় সেই কিশোর। মূল অভিযুক্ত ওই তরুণের নির্দেশে বাকি তিন বন্ধু মদ খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে তাকে তিস্তা রেল সেতু সংলগ্ন এক নির্জন এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে আসর বসতেই পূর্বপরিকল্পনামাফিক হাজির হয় বোনের প্রেমিক। অভিযোগ, কিশোর কিছুটা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তেই তার ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাতক প্রেমিক। বাকি তিন বন্ধু তাকে চেপে ধরে এই খুনে সরাসরি সাহায্য করে বলে অভিযোগ।

> **প্রেমের প্রতিবাদ করায় আমার ছেলেটার প্রাণ চলে গেল। আমার ছেলে তাইকোন্ডো জানত। ওকে একা মেরে ফেলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এই খুনিদের ফাঁসি চাই।**
>
> **মৃতের বাবা**

এদিকে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ছেলে না ফেরায় পরিবারের লোকেরা তল্লাশি শুরু করেন। আগেও একবার না জানিয়ে বন্ধুর জন্মদিনে গিয়ে রাতে না ফেরার ঘটনা ঘটায়, বাবা-মা ভেবেছিলেন ছেলে হয়তো কোনও বন্ধুর বাড়িতেই রাত কাটাচ্ছে। কিন্তু শুক্রবার সারা দিন কেটে যাওয়ার পর রাতে পুলিশের মারফত তাঁরা জানতে পারেন, তিস্তার রেল সেতুর পাশে মিলেছে তাঁদের সন্তানের রক্তাক্ত দেহ! ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম শ্রীনিবাসন জানান, মূল অভিযুক্তকে শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে ৫ দিনের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। বাকি তিন নাবালককে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের মাধ্যমে হোমে পাঠানো হয়েছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃতের বাবা বলেন, 'ভাগ্নির প্রেমের প্রতিবাদ করায় আমার ছেলেটার প্রাণ চলে গেল। আমার ছেলে তাইকোন্ডো জানত। ওকে একা মেরে ফেলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বাকিরাও ওকে খুন করতে সাহায্য করেছে। আমি খুনিদের ফাঁসি চাই।'

রবিবার শোকস্তব্ধ পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জলপাইগুড়ি শাখার সদস্যরা। জেলা সম্পাদক শুভঙ্কর দত্ত বলেন, 'এই জঘন্য অপরাধ মেনে নেওয়া যায় না। আমরা মৃতের পরিবারের পাশে রয়েছি।'

তিস্তায় অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার দেহ

ক্রান্তি, ১৬ অগাস্ট : তিস্তা নদী থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধার হল। রবিবার চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি সংলগ্ন তিস্তার এক নম্বর স্পারে দেহটি ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপর তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার বয়স আনুমানিক ৪০ থেকে ৪৫ বছর। ঘটনাস্থলে একটি ব্যাগের ভেতর থেকে একটি মৃত কুকুরও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে। এদিন খবর পেয়ে মালবাজারের এসডিপিও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। মৃতার পরিচয় জানতে সিকিম পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সাহসিকতার স্বীকৃতিতে সংবর্ধনা

ময়নাগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : পুলিশের হেপাজত থেকে পালানো আসামিকে ধরে ফেলে ময়নাগুড়ি জিআরপির সংবর্ধনা পেলেন দুই তরুণ ও এক ছাত্রী। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ অগাস্ট শুভজিৎ রায়, শুভদীপ রায় এবং ছাত্রী মামণি রায়কে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁদের হাতে শংসাপত্র ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

গত ২৭ জুলাই কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রীতেশ কুমার। কিন্তু শৌচাগারে যাওয়ার নাম করে ময়নাগুড়ি জিআরপি থানার সীমানা প্রাচীর টপকে পালিয়ে যান তিনি। এরপর পুলিশের ব্যাপক তল্লাশির মাঝে প্রায় সাত ঘণ্টা পর থানা থেকে কিছুটা দূরে একটি ঝোপে রীতেশকে লুকিয়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় শুভজিৎ ও তাঁর আত্মীয় শুভদীপ। পুলিশকে খবর দেওয়ার পাশাপাশি রীতেশ পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া করে তাঁকে ধরে ফেলেন ওই দুই তরুণ। অভিযুক্তকে ধরার কাজে সাহায্য করে মামণিও। পরে তাঁকে জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ময়নাগুড়ি জিআরপির ওসি প্রাণগোপাল ঝাঁ জানান, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে রীতেশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশের হেপাজত থেকে পালানোর পর ওই তিনজনের সহযোগিতায় তাঁকে ফের আটক করা সম্ভব হয়। পুলিশের কাজে তাঁদের এই সাহসিকতা ও সহযোগিতার স্বীকৃতি হিসেবেই স্বাধীনতা দিবসে তিনজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ট্রেন থেকে পড়ে জখম

নাগরাকাটা, ১৬ অগাস্ট: হাওয়ার জন্য দরজার ধারে দাঁড়ানোই কাল হল। রবিবার ক্যারন রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ারগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর জখম হলেন এক তরুণ। জখম তরুণের নাম মহম্মদ সাহিল। বয়স ১৯। বাড়ি মাদারিহাট ব্লকের মুজনাইয়ে।

সাহিল ওদলাবাড়ি থেকে মুজনাই যাওয়ার জন্য ওই ট্রেনে উঠেছিলেন। হাওয়ার জন্য দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে নীচে পড়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে লুকসান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই তরুণকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

পরিত্যক্ত জাতীয় পতাকায় মিউজিয়াম

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : উৎসবের থিকথিকে ভিড়ে দেশের জাতীয় পতাকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো চিরাচরিত ঐতিহ্য। কিন্তু উৎসব শেষে শহরজুড়ে নীরবতা নামলে সেই পতাকা ঠাঁই পায় আস্তাকুঁড়ে। ওই পরিত্যক্ত পতাকাগুলি খুঁজতে পাগলের মতো হাতড়ে বেড়ান তিনি। কুড়িয়ে এনে সযত্নে তুলে রাখেন ঘরে থাকা ট্রাঙ্কে। এভাবেই এক লক্ষেরও বেশি 'তেরঙা' সংরক্ষণ করে ফেলেছেন হাওড়ার বালির প্রিয়রঞ্জন সরকার ওরফে মনু। শৈশবে পিতৃহীন হওয়া মনুর মা বলেছিলেন, গর্ভধারিণীকে যেভাবে শ্রদ্ধা করতে হয়, তার চেয়েও বেশি সম্মান জানাতে হয় দেশের জাতীয় পতাকাকে। তাই স্বাধীনতা দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবস পেরোলেই রাস্তায় নেমে পড়েন তিনি। আবর্জনা, নর্দমা, ড্রেনে পড়ে থাকা পতাকাগুলি তুলে আনেন মনু। এই তেরঙাগুলি দিয়েই মিউজিয়াম গড়ে তুলতে চান তিনি।

বাংলার এই 'ফ্ল্যাগম্যান' আড়ালেই জাতীয় পতাকার অবমাননা ঠেকাতে নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছেন। তিনি বললেন, 'এখন আমার দলে বিভিন্ন জেলায় অন্তত ৬০ জন রয়েছেন। তাঁরা দূরদূরান্তে ঘুরে ঘুরে পড়ে থাকা পতাকা তুলে এনে আমাকে পাঠিয়ে দেন। আমার একটি বড় ট্রাংকের পুরোটাই ভরে গিয়েছে। সংরক্ষণের জন্য বিশেষ পদ্ধতিও প্রয়োগ করতে হয়।' জন্মগত বিশেষভাবে সক্ষম মনু কলেজের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। বাড়িতে বৃদ্ধা মা এবং তাঁরা চার ভাই। চুক্তিভিত্তিক কাজ করে উপার্জনের পাশাপাশি অবহেলায় পড়ে থাকা জাতীয় পতাকাগুলিকেও জায়গা করে দেন তিনি।

এই জাতীয়তাবোধ তাঁকে ঠাঁই করে দিয়েছে ২০২২ সালের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের 'ঝান্ডা উঁচা রহে হামারা : দ্য ট্রাই কালার' নামক তথ্যচিত্রে। তাঁর বক্তব্য, 'এই পতাকাগুলি দিয়ে ভারতমাতার মন্দির তৈরি করলেও ভালো হবে। সরকারের কাছে আশা রাখছি, যদি এই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া যায়।'

বর্তমানে হায়দরাবাদে রয়েছেন মনু। ৯টি স্কুলে ঘুরে জাতীয় পতাকার মর্যাদাবোধ শেখাচ্ছেন পড়ুয়াদের। শনিবার ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন শেষ হয়েছে। রবিবারই নেমে পড়েছে তাঁর দল। মনুর কথায়, 'আগের থেকে এখন মানুষ অনেকটা সচেতন। পতাকা ওভাবে অসম্মান করা কমেছে। মানুষের মধ্যে ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে মূল্যবোধ গড়ে উঠুক এবং স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ মানুষ বুঝুক, এটাই আমার চাওয়া।' প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবস শেষেই মনু বা তাঁর দলের দেখা মেলে রাস্তার অলিগলি বা ঘিঞ্জি বস্তিতে। মায়ের উপদেশ তাঁর কাছে শুধু নীতি শিক্ষা নয়, বরং পরম যত্নে তা হৃদয়ের গভীরে লালন করে চলেছেন 'ফ্ল্যাগম্যান অফ বেঙ্গল'।

আরবির সঙ্গে পড়ানো হয় সংস্কৃত

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৬ অগাস্ট : বাংলায় সরকার বদল ঘটলেও ঘটেনি 'মাদ্রাসা' নিয়ে সন্দেহের বদল। এবার নতুন বিজেপি সরকারও মাদ্রাসা নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে। শুরু হয়েছে রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর নেওয়া। এতসব সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের ওড়গ্রাম চতুষ্পল্লি হাই মাদ্রাসা। সরস্বতীপুজো বা নবি দিবস পালন থেকে দূরে থাকা

ওড়গ্রাম চতুষ্পল্লি হাই মাদ্রাসা

এখানকার শিক্ষকরা অর্ধ শতাব্দী ধরে পড়ুয়াদের দিয়ে চলেছেন 'উদারবাদী' আধুনিক শিক্ষার পাঠ। এমনকি প্রতিদিন প্রার্থনা লাইনে দাঁড়িয়ে এই মাদ্রাসার পড়ুয়া ও শিক্ষকরা 'জনগনমন' ও 'বন্দেমাতরম' গান।

এই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শেখ আব্দুল হালিমের কথায়, 'আমাদের মাদ্রাসাতে ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা রাজনীতির কোনও প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি ধর্মীয় গোঁড়ামি কুসংস্কার কিংবা প্রাচীন মনস্কতারও কোনও জায়গা নেই। এখানে উদারবাদী আধুনিক শিক্ষাই আসল শক্তি, নিয়মানুবর্তিতাই আসল অনুশাসন।' ১৯৭৫ সালে এই হাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই মাদ্রাসার মাধ্যমিক স্তর 'মাদ্রাসা বোর্ডের' অধীন। আর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অধীনে। বর্তমানে এই মাদ্রাসার পড়ুয়া সংখ্যা এগারোশোর কাছাকাছি। শিক্ষক রয়েছেন ৪২ জন। প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, ওই হাই মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ মুসলিম। আর তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং সাধারণ জাতি মিলিয়ে হিন্দু ছাত্র রয়েছে ৫৫ শতাংশ। একইভাবে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষক এবং শিক্ষিকার অনুপাতও প্রায় সমান সমান।

রেজাল্ট থেকে শুরু করে খেলাধুলো ও সংস্কৃতি চর্চা সবেতেই তাকলাগানো সাফল্য রয়েছে ওড়গ্রাম চতুষ্পল্লি হাই মাদ্রাসার।এখানে উন্নত ল্যাব ছাড়াও রয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম এবং অত্যাধুনিক জিম। এছাড়াও ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আলাদা হোস্টেলও রয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মানুবর্তিতা রক্ষাতেও এই মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর।

ভাতারের বিজেপি বিধায়ক সৌমেন কার্ফা এই মাদ্রাসা প্রসঙ্গে বলেন, 'যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত পড়ানো হবে, প্রার্থনায় রাষ্ট্রগীত বন্দেমাতরম গাওয়া হবে এবং দেশের সংবিধানকে মান্যতা দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হবে, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার এবং আমাদের সরকারের সহযোগিতা থাকবে।'

ভাদু খুনে মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার মাসাদ

বর্ধমান, ১৬ অগাস্ট : মুম্বইয়ে আত্মগোপন করে থেকেও মিলল না রেহাই। বীরভূমের তৃণমূল নেতা তথা বড়শাল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখকে খুনের ঘটনার চার বছর পরে অন্যতম অভিযুক্ত মাসাদ শেখকে মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। রামপুরহাট থানার বগটুই গ্রামে তাঁর বাড়ি।

তদন্তের প্রয়োজনে ধৃতকে পশ্চিমবঙ্গে আনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানায় সিবিআই। সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে মুম্বই আদালত। তাঁকে ১৫ অগাস্ট বর্ধমানের তৃতীয় জেলা ও দায়রা আদালতে পেশ করার কথা থাকলেও ওই দিন ছুটি থাকায় তাঁকে দায়রা আদালতের পরিবর্তে বর্ধমানের সিজেএম আদালতে পেশ করা হয়। সিজেএম ধৃতকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়ে সোমবার তৃতীয় জেলা ও দায়রা আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সিবিআই সূত্রে খবর, ২০২২ সালের ২১ মার্চ বগটুই মোড়ের কাছে চায়ের দোকানের সামনে মোবাইলে কথা বলছিলেন ভাদু শেখ। সেই সময় বাইকে চেপে এসে কয়েকজন তাঁর উপর হামলা চালায়। বোমার আঘাত ও গুলি লেগে গুরুতর জখম হন ভাদু। রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালু

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : কেন্দ্রের আয়ুষ্মান যোজনার যোগ্যতা মান পেরোতে পারলেন না রাজ্যের ৮০ লক্ষ মানুষ। যদিও এদের অধিকাংশই বিগত সরকারের স্বাস্থ্য সাথীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বা যোগ্য বলে বিবেচিত। বিকল্প হিসাবে এঁদের মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনায় যুক্ত করে আয়ুষ্মান যোজনার সমতুল সুযোগসুবিধা দেবে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় যোজনাকে স্বাগত জানিয়েও তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'আয়ুষ্মান ভারত যে সকলকে দেওয়া যাবে না সেটা আমরা জানতাম। নির্বাচনের সময় বিজেপি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যাই হোক সেই যখন মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা করতে হল তখন মমতার স্বাস্থ্য সাথীকে রেখে দেওয়াই যেতে পারত।'

রবিবার নেতাজি ইন্ডোরে রাজ্য আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সূচনা হল। এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের সূচনা করতে আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার। কিন্তু শারীরিক কারণে নাড্ডার অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেলের হাতে তার সূচনা হল।

রেজিঃ নং ডি.এল.-৩৩০০৪/৯৯

দ্য গেজেট অফ ইন্ডিয়া

সিজি-এএস-ই-০৩০৮২০২৬-২৭৫১১৯
বিশেষ
অংশ II-ধারা ৩- উপধারা (ii)
কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত

নম্বর. ৪০৬৯] নিউ দিল্লি, বৃহস্পতিবার, ৩০শে জুলাই, ২০২৬/শ্রাবণ ৮, ১৯৪৮

রেলমন্ত্রক
[এন.এফ. রেলওয়ে, (নির্মাণ বিভাগ)]
বিজ্ঞপ্তি
মালিগাঁও, ২৯শে জুলাই, ২০২৬

এস.ও. ৪২৪০ (ই) - দ্য রেলওয়ে (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৮-এর ধারা ২০এ এর উপধারা (১) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার বলে কেন্দ্রীয় সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়েছে যে জনস্বার্থে যে জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এতদসংলগ্ন জমির তপশিলে দেওয়া হয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিশেষ রেল প্রকল্প 'বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ নতুন বিজি রেল লাইন প্রকল্প' -এর বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা এবং কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন, এতদ্বারা উক্ত জমি অধিগ্রহণ করার ইচ্ছে ঘোষণা করেছে।

উক্ত জমিতে আগ্রহী যে কোনও ব্যক্তি, এই বিজ্ঞপ্তিটি সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, উক্ত আইনের ২০ডি ধারার উপ-ধারা (১)-এর অধীনে উল্লেখিত উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ এবং ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন।

এই ধরনের প্রতিটি আপত্তি লিখিতভাবে জমি সংক্রান্ত সক্ষম কর্তৃপক্ষ (বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ নতুন বিজি রেল লাইন প্রকল্প), জেলাশাসক, দক্ষিণ দিনাজপুর, পোস্ট-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১০১ পশ্চিমবঙ্গ -এর কাছে কার্যালয় চলাকালীন সময়ে পেশ করতে হবে এবং আপত্তির কারণগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। সক্ষম কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে শুনানির সুযোগ দেবেন এবং এই ধরনের সমস্ত আপত্তি শোনার পর প্রয়োজন মনে করলে পরবর্তী তদন্ত করার পর, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আদেশের দ্বারা আপত্তি মঞ্জুর বা খারিজ করতে পারেন।

উক্ত আইনের ধারা ২০ডি-এর উপধারা (২)-এর অধীনে সক্ষম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনও আদেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তির অন্তর্গত জমির নকশা, এবং অন্যান্য বিবরণ সক্ষম কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে উপলব্ধ রয়েছে এবং আগ্রহী ব্যক্তিরা সেখানে গিয়ে তা পরিদর্শন করতে পারেন।

জমির তপশিল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার {কুশমণ্ডি থানার অধীনস্থ মৌজা কসবা (শিট নং ২) থেকে মৌজা নারুল্লাকুড়ি অরাজিপ এবং মৌজা কুমরুক (শিট নং ২) থেকে মৌজা আমলাহার পর্যন্ত} চেইনেজ- ১৭২২৪.৫৩১ মিটার থেকে ১৯৫৫২.৯২৪ মিটার এবং ২০৫১৮.৮৯৩ মিটার থেকে ২৪৬৮৭.৭৬৩ মিটারের মধ্যে কাঠামো সহ অথবা কাঠামোবিহীন বিশেষ রেলপ্রকল্প অর্থাৎ বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ নতুন বিজি রেললাইন প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

রাজ্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ — জেলা ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর

ক্রমিক নং	জরিপ/প্লট নং (এল.আর)	জমির প্রভাবিত অংশ (সম্পূর্ণ/আংশিক)	জমির ধরন	জমির প্রকৃতি	ক্ষেত্রফল অধিগ্রহণ করা হবে	
					একর	হেক্টর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তালুক/থানা ঃ কুশমণ্ডি						
গ্রাম (মৌজা) ঃ কসবা (শিট নং ২)						জে.এল নং ঃ ৭১
১	২২৭২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৯৯১	০.০৪০১
২	২২৭৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৪২২	০.০১৭১
৩	২২৭৬	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০০১০	০.০০০৪
৪	২২৭৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৭২৫	০.০২৯৪
৫	২২৭৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৫০৮	০.১০১৫
৬	২২৮০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২২০	০.০০৮৯
৭	২২৮১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৮৭০	০.০৭৫৭
৮	২২৮৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৫৭৩	০.০৬৩৭
৯	২২৮৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৪৯০	০.০১৯৮
১০	২২৮৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১২৫	০.০০৫১
১১	২২৮৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২২০০	০.০৮৯১
১২	২২৮৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০৬৩	০.০০২৬
১৩	২২৮৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২১০০	০.০৮৫০
১৪	২৩১০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৪৮৩	০.০৬০০
১৫	২৩৯৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৭৯২	০.০৩২১
১৬	২৩৯৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৬৯৬	০.০৬৮৭
১৭	২৩৯৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৮১০	০.০৭৩৩
১৮	২৩৯৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৯৪১	০.০৩৮১
১৯	২৩৯৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৪০৮	০.০১৬৫
২০	২৪০৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০৫২	০.০০২১
২১	২৪০৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬১৭৪	০.২৫০০
২২	২৪০৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৪৭২	০.০৫৯৬
২৩	২৪০৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৬৬৬	০.১০৭৯
২৪	২৪০৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১১৫৩	০.০৪৬৭
২৫	২৪১২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৮৪৭	০.০৩৪৩
২৬	৩০৫৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২০১৬	০.০৮১৬
২৭	৩০৫৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৭৪৫	০.১৫১৬
২৮	৩০৬০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১০৮৫	০.০৪৩৯
২৯	৩০৮২	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৬০০	০.০২৪৩
৩০	৩০৮৩	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১২০০	০.০৪৮৬
৩১	৩০৮৪	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১০৮৩	০.০৪৩৮
৩২	৩০৮৫	অংশ	সরকারি	পিরস্থান	০.০০৯৩	০.০০৩৮
৩৩	৩০৮৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১৭৯	০.০০৭২
৩৪	৩০৮৮	অংশ	সরকারি	পুকুর	০.০০৫৯	০.০০২৪
৩৫	৩০৮৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২২৯৮	০.০৯৩০
৩৬	৩১৬৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৬৪৫	০.০৬৬৬
৩৭	৩১৬৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৪৩২	০.০৫৮০
৩৮	৩১৬৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৭৯৯	০.১১৩৩
৩৯	৩১৬৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১৪৮	০.০০৬০
৪০	৩১৭৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৪৪১	০.০১৭৯
৪১	৩১৭৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২২৫৬	০.০৯১৩
৪২	৩১৭৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২১৭৫	০.০৮৮১
৪৩	৩১৭৮	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.০৮০০	০.০৩২৪
৪৪	৩১৭৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১০৮৬	০.০৪৪০
৪৫	৩১৮০	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.০৯০০	০.০৩৬৪
৪৬	৩১৮১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৬৫০	০.০২৬৩
৪৭	৩১৮৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১৪৮	০.০০৬০
৪৮	৩১৮৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০৪৩	০.০০১৭
৪৯	৩১৯২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২৮৭	০.০১১৬
৫০	৩১৯৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২৩৫	০.০০৯৫
৫১	৩১৯৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৮৯৮	০.০৭৬৮
৫২	৩১৯৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২২১৪	০.০৮৯৬
৫৩	৩১৯৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৯১৭	০.০৩৭১
৫৪	৩২০৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২১৭৩	০.০৮৮০
৫৫	৩২০৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৪৯৩	০.০৬০৪
৫৬	৩২০৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৩৭১	০.০৯৬০
৫৭	৩২০৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৮০৬	০.০৩২৬
৫৮	৩২২৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৩৭০	০.০১৫০
৫৯	৩২২৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২৬০	০.০১০৫
৬০	৩২২৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১১৯	০.০০৪৮
৬১	৩২৩১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৯৫৮	০.০৩৮৮
৬২	৩২৩২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৮৫৪	০.১১৫৫
৬৩	৩২৩৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৫৬২	০.০২২৮
৬৪	৩২৩৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৫৮২	০.০৬৪০
৬৫	৩২৩৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৪২৪৯	০.১৭২০
৬৬	৩২৩৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৯১৩	০.০৩৭০
৬৭	৩৬৯১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১২৭	০.০০৫১
৬৮	৩১৬৮/৩৭৬০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৫১৪০	০.২০৮১
মোট					৮.৯২০০	৩.৬১১৩
তালুক/থানা ঃ কুশমণ্ডি						
গ্রাম (মৌজা) ঃ লক্ষীপুর (শিট নং ২)						জে.এল নং ঃ ৬৩
৬৯	৩৪৪১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২০২	০.০০৮২
৭০	৩৪৪৪	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.২৯৭৯	০.১২০৬
৭১	৩৪৪৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৬৫৭	০.০২৬৬
৭২	৩৪৪৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৫০৮৩	০.২০৫৮
৭৩	৩৪৪৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩১৪১	০.১২৭২
৭৪	৩৪৪৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৫৩১	০.০২১৫
৭৫	৩৪৪৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৩৩৫	০.০৯৪৫
৭৬	৩৪৫০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৯৬৩	০.০৩৯০
৭৭	৩৪৫১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২০০	০.০০৮১
৭৮	৩৪৫৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৩১৩	০.১৩৪১
৭৯	৩৪৫৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৪৯৪	০.১৪১৫
৮০	৩৪৫৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২৩৪	০.০০৯৫
৮১	৩৪৫৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০৪৪	০.০০১৮
৮২	৩৪৬২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১৩৯	০.০০৫৬
৮৩	৪২৪৮	অংশ	বেসরকারি	রাস্তা	০.০৪২৯	০.০১৭৪
৮৪	৪২৫২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১০১২	০.০৪১০
৮৫	৪২৫৩	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.০৭০০	০.০২৮৩
৮৬	৪২৫৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৫০১২	০.২০২৯
৮৭	৪২৫৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬০৭১	০.২৪৫৮
৮৮	৪২৫৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৫৭২৫	০.২৩১৮
৮৯	৪২৫৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০৮৩	০.০০৩৪
৯০	৪২৫৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৮৬১	০.১১৫৮
৯১	৪২৫৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৩৫২	০.০৫৪৭
৯২	৪২৬৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬৩০৪	০.২৫৫২
৯৩	৪২৬৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৫৬২৭	০.২২৭৮
৯৪	৪২৬৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০৩১	০.০০১৩
৯৫	৪২৮৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০২১	০.০০০৯
৯৬	৪২৮৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৫২২	০.১০২১
৯৭	৪২৮৮	অংশ	বেসরকারি	দলা/কাঁচলা	০.১৫০০	০.০৬০৭
৯৮	৪২৮৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৬৮১	০.০৬৮১
৯৯	৪২৯০	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.২৯৩৮	০.১১৮৯
১০০	৪২৯১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৯০৯	০.১১৭৮
১০১	৪২৯২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১৯৭	০.০০৮০
১০২	৪২৯৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৪২৪	০.০১৭২
১০৩	৪৩৭৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২০৭	০.০০৮৪
১০৪	৪৩৮৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৫৮১	০.০২৩৫
১০৫	৪৩৮৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১৪৩	০.০০৫৮
১০৬	৪৩৮৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৬৪৭	০.১৪৭৭
১০৭	৪৩৮৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৪৪৫৫	০.১৮০৪
১০৮	৪৩৮৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৩৪৯	০.০৯৫১
১০৯	৪৩৮৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৭২৭	০.১১০৪
১১০	৪৩৮৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১০৩	০.০০৪২
১১১	৪৪০৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৫৬৪	০.০২২৮
১১২	৪৪০৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৮২১	০.১৫৪৭
১১৩	৪৪০৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৬৯১	০.০৬৮৫
১১৪	৪৪১৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২৮৮	০.০১১৭
১১৫	৪৪৮৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৪৩১	০.০১৭৪
১১৬	৩৪৫৫/৪৪৮৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৬৩৪	০.০২৫৭
১১৭	৩৪৫০/৪৫০৮	অংশ	সরকারি	দলা	০.২৩৬২	০.০৯৫৬
১১৮	৪৪০৬/৫০৫০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬৭৫৩	০.২৭৩৪
১১৯	৪৪১৩/৫০৫৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৭৮১৩	০.৩১৬৩
মোট					১০.৯২৮৩	৪.৪২৪৪
তালুক/থানা ঃ কুশমণ্ডি						
গ্রাম (মৌজা) ঃ নুরুল্লাকুড়ি অরাজিপ						জে.এল নং ঃ ৬২
১২০	৮৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৯৫৪	০.১৬০১
১২১	৮৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০৪৬	০.০০১৯
১২২	৮৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৭৪০	০.০৩০০
১২৩	৮৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৯৯০	০.০৮০৬
১২৪	১২৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২৭২	০.০১১০
১২৫	১২৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২২৬৩	০.০৯১৬
১২৬	১২৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৫১৮১	০.২০৯৮
১২৭	৮৪ / ৬৪২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৮৫০	০.১৫৫৯
মোট					১.৮২৯৬	০.৭৪০৭
তালুক/থানা ঃ কুশমণ্ডি						
গ্রাম (মৌজা) ঃ কুমরুক (শিট নং ২)						জে.এল নং ঃ ১২৫
১২৮	১০০১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৭১৫০	০.২৮৯৫
১২৯	১০০২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১৯১	০.০০৭৭
১৩০	১০০৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	১.৮৬৭২	০.৭৫৬০
১৩১	১০০৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৪৬৬	০.১৪০৩
১৩২	১০২৯	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৭৯১	০.০৩২০
১৩৩	১০৩১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৯০৫	০.০৭৭১
১৩৪	১০৩২	অংশ	বেসরকারি	দলা	১.১৪৯৯	০.৪৬৫৫
১৩৫	১০৩৩	অংশ	বেসরকারি	দলা / ডাঙ্গা	০.১৩৬৮	০.০৫৫৪
১৩৬	১০৪৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৮৪৮৫	০.৩৪৩৫
১৩৭	১০৪৬	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.২৬০০	০.১০৫৩
১৩৮	১০৪৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৭৫৭	০.০৩০৬
১৩৯	১০৪৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১১৮০	০.০৪৭৮
১৪০	১০৪৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০৬৩	০.০০২৬
১৪১	১০৫৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৭২৫০	০.২৯৩৫
১৪২	১০৫৫	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.৫২০০	০.২১০৫
১৪৩	১০৫৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	২.০০৬৫	০.৮১২৩
১৪৪	১০৫৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৯৭৩২	০.৩৯৪০
১৪৫	১০৫৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	১.১৩০০	০.৪৫৭৫
১৪৬	১০৫৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৪৮৭	০.১০০৭
১৪৭	১০৬২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৪১০৮	০.১৬৬৩
১৪৮	১১০৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৯২০	০.০৩৭২
১৪৯	১১০৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬৩৪৭	০.২৫৭০
১৫০	১১০৯	সম্পূর্ণ	সরকারি	দলা	০.৪৩০০	০.১৭৪১
১৫১	১১১০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬৮৪৬	০.২৭৭২
১৫২	১১১১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১২৭৮	০.০৫১৭
১৫৩	১১১২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৮৮১	০.০৩৫৭
১৫৪	১১১৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১১২৭	০.০৪৫৬
১৫৫	১১১৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৮০১	০.০৩২৪
১৫৬	১১৯৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০০৪	০.০০০২
১৫৭	১০৩১ / ১৪৫১	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.৩৩০০	০.১৩৩৬
১৫৮	১০৩১ / ১৪৫২	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.৪৬০০	০.১৮৬২
১৫৯	১০৫৭ / ১৪৫৪	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.৫২০০	০.২১০৫
১৬০	১১১০ / ১৬৩০	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.৪৯০০	০.১৯৮৪
১৬১	১১১৪ / ১৬৩১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২০২৫	০.০৮২০
মোট					১৬.০৭৯৮	৬.৫১০০
তালুক/থানা ঃ কুশমণ্ডি						
গ্রাম (মৌজা) ঃ ইব্রাহিমপুর						জে.এল নং ঃ ১৩৬
১৬২	১৭১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১০২০	০.০৪১৩
১৬৩	৩৩৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩২২০	০.১৩০৪
১৬৪	৩৪০	অংশ	বেসরকারি	দলা	১.১০০০	০.৪৪৫৩
১৬৫	৩৪১	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০০৯০	০.০০৩৬
১৬৬	৩৪২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২১৪০	০.০৮৬৬
১৬৭	৩৪৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৪৮০৩	০.১৯৪৫
১৬৮	৩৪৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৮৪১০	০.৩৪০৫
১৬৯	৩৪৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৯৬৪০	০.৩৯০৩
১৭০	৩৮০	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.২৫৬০	০.১০৩৬
১৭১	৩৮১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৫৯০০	০.২৩৮৯
১৭২	৩৮২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৪২৯০	০.১৭৩৭
১৭৩	৩৮৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৮৩০	০.১১৪৬
১৭৪	৩৮৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৯৮০০	০.৩৯৬৮
১৭৫	৩৮৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৯২৮০	০.৩৭৫৭
১৭৬	৩৯০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬৪৫০	০.২৬১১
১৭৭	৩৯১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬৯৩০	০.২৮০৬
১৭৮	৩৯২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬৬৮০	০.২৭০৪
১৭৯	৩৯৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৫৬৪০	০.২২৮৩
১৮০	৩৯১ / ৪৪৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৫৮০	০.০২৩৫
মোট					১০.১২৬৩	৪.০৯৯৭

এরপর নয়ের পাতায়

আটের পাতার পর...

তালুক/থানা ঃ কুশমণ্ডি						
গ্রাম (মৌজা) ঃ বরাইডাঙ্গা						জে.এল নং ঃ ১৩৫
১৮১	১২৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩০১০	০.১২১৯
১৮২	১২৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৪৫০	০.০১৮২
১৮৩	১৩১	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১১৮০	০.০৪৭৮
১৮৪	১৩২	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৩৫১০	০.১৪২১
১৮৫	১৩৩	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১৩০০	০.০৫২৬
১৮৬	১৩৪	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.২৮৫০	০.১১৫৪
১৮৭	১৩৫	অংশ	সরকারি/বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৪৭৩০	০.১৯১৫
১৮৮	১৩৬	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৩২২১	০.১৩০৪
১৮৯	১৩৭	সম্পূর্ণ	সরকারি	ডাঙ্গা	০.২৩০০	০.০৯৩১
১৯০	১৩৮	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.২৮১০	০.১১৩৮
১৯১	১৪০	অংশ	সরকারি/বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১২১০	০.০৪৯০
১৯২	১৪২	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৫২৪০	০.২১২১
১৯৩	১৪৬	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৩০৭০	০.১২৪৩
১৯৪	১৪৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০৭০	০.০০২৮
১৯৫	১৫০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৮৭২০	০.৩৫৩০
১৯৬	১৮৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৯৭৮০	০.৩৯৬০
১৯৭	১৮৮	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১৮০০	০.০৭২৯
১৯৮	১৮৯	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১৯০০	০.০৭৬৯
১৯৯	১৯০	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১১৯৮	০.০৪৮৫
২০০	১৯১	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৮০০	০.০৩২৪
২০১	১৯২	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৮০০	০.০৩২৪
২০২	১৯৩	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৮০০	০.০৩২৪
২০৩	১৯৪	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৩৬৬০	০.১৪৮২
২০৪	২০৪	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৩০৯০	০.১২৫১
২০৫	২৪৪	অংশ	সরকারি/বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.২৩১৩	০.০৯৩৬
২০৬	২৪৫	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.২৩০০	০.০৯৩১
২০৭	২৪৬	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১৯০০	০.০৭৬৯
২০৮	২৪৭	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৩২৫	০.০১৩২
২০৯	২৪৮	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০১১০	০.০০৪৫
২১০	২৪৯	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৫০২০	০.২০৩২
২১১	২৫৬	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৫৯৯০	০.২৪২৫
২১২	২৫৭	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৪২০০	০.১৭০০
২১৩	২৫৮	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৮৬০	০.০৩৪৮
২১৪	২৮২	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১৮৮০	০.০৭৬১
২১৫	২৮৩	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১৭১৬	০.০৬৯৫
২১৬	২৮৪	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৬১৬	০.০২৪৯
২১৭	২৮৫	সম্পূর্ণ	সরকারি	জলদাড়া	০.০৬০০	০.০২৪৩
২১৮	২৮৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৫১০	০.০২০৬
২১৯	২৮৭	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৭০৯	০.০২৮৭
২২০	২৮৯	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৫১০	০.০২০৬
২২১	২৯০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৯০০	০.০৩৬৪
২২২	২৯১	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.১৩০০	০.০৫২৬
২২৩	২৯২	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০২২১	০.০০৮৯
২২৪	২৯৩	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০২৬১	০.০১০৬
২২৫	২৯৫	অংশ	সরকারি	জলদাড়া	০.০০১০	০.০০০৪
২২৬	৫০৯	অংশ	সরকারি	রাস্তা	০.০৩১০	০.০১২৬
২২৭	৫১৭	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৬৬০	০.০২৬৭
২২৮	৫২১	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০১২০	০.০০৪৯
২২৯	৫২২	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৫৯০	০.০২৩৯
২৩০	৫২৩	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৬০৭০	০.২৪৫৭
২৩১	৫২৪	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৫৯৬৮	০.২৪১৬
২৩২	৫২৫	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৪৪৬০	০.১৮০৬
২৩৩	৫২৬	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৩৩০০	০.১৩৩৬
২৩৪	৫২৭	অংশ	সরকারি/বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১৫৯০	০.০৬৪৪
২৩৫	৫৩৮/৯৫৫	অংশ	বেসরকারি	রাস্তা	০.০১২০	০.০০৪৯
২৩৬	৫২৭/১০০৮	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৬১৩১	০.২৪৮২
২৩৭	১০২৫	অংশ	সরকারি	নয়ানজুলি	০.০৩৭০	০.০১৫০
২৩৮	১২৩/১০৩৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৬২০	০.০২৫১
২৩৯	১২৩/১০৩৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৩১২	০.১৩৪১
মোট					১৩.৩৩৭১	৫.৩৯৯৬
তালুক/থানা ঃ কুশমণ্ডি						
গ্রাম (মৌজা) ঃ চকদাপাড়া						জে.এল নং ঃ ১২৯
২৪০	৬২১	অংশ	সরকারি	নয়ানজুলি	০.৩৩০০	০.১৩৩৬
২৪১	৬২২	অংশ	সরকারি	সড়ক	০.১৩৩৪	০.০৫৪০
২৪২	৬২৩	অংশ	সরকারি	নয়ানজুলি	০.২৭৭৭	০.১১২৪
২৪৩	৬৩৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৫৬৭	০.০২৩০
২৪৪	৬৩৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৩৪৪	০.০৫৪৪
২৪৫	৬৩৯	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.০৮০০	০.০৩২৪
২৪৬	৬৪০	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডোবা	০.০৪০০	০.০১৬২
২৪৭	৬৪১	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.১২০০	০.০৪৮৬
২৪৮	৬৪২	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.০২০০	০.০০৮১
২৪৯	৬৪৩	অংশ	বেসরকারি	ডোবা	০.১০২১	০.০৪১৩
২৫০	৬৮৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৬২৯	০.০৬৬০
২৫১	৬৮৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৬৭০	০.০৬৭৬
২৫২	৬৮৬	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.০৭০০	০.০২৮৩
২৫৩	৬৮৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৫৫৫৭	০.২২৫০
২৫৪	৬৮৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২২৮৬	০.০৯২৬
২৫৫	৭৮৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৪৩৬	০.০১৭৭
২৫৬	৭৯২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬০৮৪	০.২৪৬৩
২৫৭	৭৯৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬২৭১	০.২৫৩৯
২৫৮	৭৯৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২০৫	০.০০৮৩
২৫৯	৭৯৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৯৩৬	০.১৫৯৪
২৬০	৭৯৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৯৭১	০.০৭৯৮
২৬১	৮০১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৭১৬	০.০২৯০
২৬২	৮০২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৫৯৮	০.০৬৪৭
২৬৩	৮০৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	১.১৫৬১	০.৪৬৮১
২৬৪	৮০৪	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.৩২০০	০.১২৯৬
২৬৫	৮০৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২০৬৯	০.০৮৩৮
মোট					৬.২৮৩২	২.৫৪৩৮
তালুক/থানা ঃ কুশমণ্ডি						
গ্রাম (মৌজা) ঃ পপতাহার						জে.এল নং ঃ ১৪১
২৬৬	৫	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১২৬২	০.০৫১১
২৬৭	৬	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৯০০	০.০৩৬৪
২৬৮	৭	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৯০০	০.৩৬৪
২৬৯	৮	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৬৩৩	০.০২৫৬
২৭০	৯	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১২৮৪	০.০৫২০
২৭১	১০	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.২৩৭৯	০.০৯৬৩
২৭২	১১	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৭৩৩৭	০.২৯৭০
২৭৩	১২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০৪৬৮	০.০১৮৯
২৭৪	১৩	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.২৭৪২	০.১১১০
২৭৫	২২	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৯৮৪৮	০.৩৯৮৭
২৭৬	১৬৯	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৩০৩৬	০.১২২৯
২৭৭	১৭০	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৬২০০	০.২৫১০
২৭৮	১৭১	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৬২৮	০.০২৫৪
২৭৯	১৭২	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৭৮১	০.০৩১৬
২৮০	১৭৩	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৬৮৮৯	০.২৭৮৯
২৮১	২১১	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৪২৪৯	০.১৭২০
২৮২	২১২	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.২৬৬৮	০.১০৮০
২৮৩	২১৩	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৩১১	০.০১২৬
২৮৪	২১৪	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৩৩৮২	০.১৩৬৯
২৮৫	২১৫	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৯৮৮	০.০৪০০
২৮৬	২১৬	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৫০০	০.০২০২

হাতির দাঁতে হত পাতাওয়ালা

মাহুত উঠল কুনকির পিঠে

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৬ অগাস্ট : কুনকির পিঠে বসে মাহুত। পাতাওয়ালা হাতির পায়ে বেড়ি পরাতে আসতেই ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। মেজাজ হারিয়ে সুন্দর নামে ওই কুনকি দাঁত ঢুকিয়ে দেয় পাতাওয়ালার শরীরে। দাঁত ঢুকে এফোঁড়-ওফোঁড় হওয়ায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাতাওয়ালার। ঘটনাটি রবিবার শালকুমারহাট লাগোয়া জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের শিসামারা বিটের। অতীতে পোষা হাতি অনেক সময় মেজাজ হারিয়ে পিষে বা শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারায় পাতাওয়ালার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তবে এভাবে কুনকি দাঁত ঢুকিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে কাউকে আক্রমণ করেছে বলে কেউ মনে করতে পারছেন না। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের এক পুরোনো বনকর্মীর কথায়, 'কখনও হাতির হামলায়, কখনও পোষা হাতির হামলায় মাহুত, পাতাওয়ালা বা বনকর্মীর মৃত্যু হচ্ছে। তবে এদিন যেভাবে সুন্দর দাঁত ঢুকিয়ে দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে নিজের পাতাওয়ালাকে মারল, এরকম ঘটনা আগে কখনও শুনিনি।'

এবিষয়ে বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁয়ের প্রতিক্রিয়া, 'দুঃখজনক ঘটনা। মৃত পাতাওয়ালার পরিবারকে যথাযথভাবে সাহায্য করা হবে।' এব্যাপারে জলদাপাড়া বন দপ্তরের কোনও আধিকারিক মন্তব্য করতে চাননি। বন দপ্তর সূত্রেই খবর, মৃত পাতাওয়ালার নাম সাওন টোপ্পো (৩০)। বাড়ি আলিপুরদুয়ারের বক্সার কালকুট ফরেস্টে। তিনি কর্মরত ছিলেন শিসামারা বিটে। আর পাঁচটা দিনের মতো এদিনও সকালে সুন্দর নামে ওই কুনকিকে নিয়ে ঘাস সংগ্রহ করা হয়। তারপর সুন্দর চলে আসে শিসামারা বিটেরই পিলখানায়। তখনও হাতির পিঠে বসেই ছিলেন মাহুত। সে সময় পাতাওয়ালা হাতির পায়ে বেড়ি পরাতে এগিয়ে যান। তখনই মেজাজ হারিয়ে ফেলে সুন্দর। দাঁত দিয়ে আক্রমণ করে পাতাওয়ালাকে। কুনকির পিঠে বসে এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন মাহুত। এ ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্যই করতে চাননি। অবশ্য কুনকি মাহুতকে আক্রমণ করেনি। কিন্তু কেন এভাবে পোষা হাতি পাতাওয়ালাকে আক্রমণ করল? এর কারণ সম্পর্কে বন দপ্তর জানাচ্ছে, হয়তো মাহুতের 'কমেন্ট' (নির্দেশ) কুনকি টের পায়নি। তাই পাতাওয়ালা পায়ে বেড়ি পরাতে আসতেই সে মেজাজ হারিয়ে ফেলে। যেহেতু দাঁত ঢুকিয়ে দিয়েছে তাই এটা স্পষ্ট যে, পাতাওয়ালা হাতির খুব কাছাকাছিই এসেছিলেন। তারপর তড়িঘড়ি গুরুতর জখম পাতাওয়ালাকে উদ্ধার করে বন দপ্তরের তরফেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর এদিনই সেখানে দেহ ময়নাতদন্ত হয়।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, এই ঘটনায় সুন্দর কুনকিকে আপাতত সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিছুদিন তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। তাছাড়া সুন্দরের সার্ভিস বুকে বদমেজাজের রেকর্ডও রয়েছে। এভাবে পরপর পাতাওয়ালার মৃত্যুতে বনকর্মীদের মধ্যেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। গত তিন মাসের ব্যবধানে এই জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানেই সাওন টোপ্পো সহ তিনজন পাতাওয়ালার মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। গত ১৫ মে জঙ্গলের ভেতরে কুনকির পিঠ থেকে পড়ে যান প্রবীর দাস নামে এক পাতাওয়ালা। তারপর গন্ডারের হানায় তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর ৭ জুন রবিবার হলং বিট এলাকায় চার কুনকিকে স্নান করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন মাহুত ও পাতাওয়ালারা। সেখানে হঠাৎ করে একটি কুনকি দলছুট হয়। কিছু সময় পর জঙ্গলেই আকাশ ওরাওঁ নামে এক পাতাওয়ালার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়।

> **দুঃখজনক ঘটনা। মৃত পাতাওয়ালার পরিবারকে যথাযথভাবে সাহায্য করা হবে।**
>
> **মনোজ ওরাওঁ,** বনমন্ত্রী

২৮৭	২১৭	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৩৭৩	০.০১৫১
২৮৮	২১৮	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৩৭৮	০.০১৫৩
২৮৯	১৭০/৫২৮	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১৭৩৯	০.০৭০৪
২৯০	২১৪/৫২৯	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৩৯২৬	০.১৫৮৯
২৯১	২১৬/৫৩০	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৬০০	০.০২৪৩
২৯২	২১৩/৫৩৭	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৭০০	০.০২৮৩
২৯৩	১২/৫৬৩	অংশ	সরকারি	ডাঙ্গা	০.০১০৭	০.০০৪৩
মোট					৬.৫২০৮	২.৬৪০০
তালুক/থানা ঃ কুশমণ্ডি						
গ্রাম (মৌজা) ঃ অমলাহার						জে.এল নং ঃ ১৪২
২৯৪	২৩	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১১৭৪	০.০৪৭৫
২৯৫	২৪	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১৭৩	০.০০৭০
২৯৬	২৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২০১	০.০০৮১
২৯৭	২৬	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৯১৮	০.০৩৭২
২৯৮	২৭	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৬০০	০.০২৪৩
২৯৯	২৮	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১১৭২	০.০৪৭৪
৩০০	২৯	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০২১৬	০.০০৮৭
৩০১	৩০	সম্পূর্ণ	সরকারি/বেসরকারি	দলা	০.০৯০০	০.০৩৬৪
৩০২	৩১	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.১৪০০	০.০৫৬৭
৩০৩	৩২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০২৩৯	০.০০৯৭
৩০৪	৩৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	১.১৮২৪	০.৪৭৮৭
৩০৫	৪০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০০৫৬	০.০০২৩
৩০৬	৪১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২৯৭২	০.১২০৩
৩০৭	৪২	অংশ	সরকারি/বেসরকারি	দলা	১.৩৫৩৫	০.৫৪৮০
৩০৮	৪৭	অংশ	সরকারি	জলদাড়া	০.০৮১০	০.০৩২৮
৩০৯	৬৮	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৭৫১	০.০৭০৯
৩১০	৬৯	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.১৬০০	০.০৬৪৮
৩১১	৭০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৬৩২	০.০৬৬১
৩১২	৭১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৩০৭	০.০৫২৯
৩১৩	৭২	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৫১৪	০.০৬১৩
৩১৪	৭৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৩৭৬	০.১৩৬৭
৩১৫	৭৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২১২৫	০.০৮৬০
৩১৬	৭৭	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৯৪২	০.০৭৮৬
৩১৭	৮১	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০০৭৭	০.০০৩১
৩১৮	৮২	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৫৮৪১	০.২৩৬৫
৩১৯	৮৮	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৪১৮৭	০.১৬৯৫
৩২০	৯০	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৫৩৪৩	০.২১৬৩
৩২১	৯২	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৩৬৩৫	০.১৪৭২
৩২২	৯৫	অংশ	বেসরকারি	পুকুরপাড়	০.৩৪১৩	০.১৩৮২
৩২৩	১১৭	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১৩৭৪	০.০৫৫৬
৩২৪	১২৩	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.০৫০৮	০.০২০৬
৩২৫	১২৫	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৪৪০৬	০.১৭৮৪
৩২৬	১২৬	অংশ	সরকারি/বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৩১৭৮	০.১২৮৭
৩২৭	১৩৯	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৪৭৮৩	০.১৯৩৬
৩২৮	১৪০	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.২০৩০	০.০৮২২
৩২৯	১৪১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.০১১৫	০.০০৪৭
৩৩০	১৪২	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১১৭৩	০.০৪৭৫
৩৩১	১৪৩	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.০৭০০	০.০২৮৩
৩৩২	১৪৪	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.০৯০০	০.০৩৬৪
৩৩৩	১৪৫	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.১২০০	০.০৪৮৬
৩৩৪	১৪৬	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.১৯৫০	০.০৭৮৯
৩৩৫	৮৯৯	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৬০৬৭	০.২৪৫৬
৩৩৬	৯০১	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩৯৮০	০.১৬১১
৩৩৭	৪২/১০৬৫	অংশ	বেসরকারি	দলা	০.৩১২৯	০.১২৬৭
৩৩৮	১৩৯/১০৬৭	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.১৬০০	০.০৬৪৮
৩৩৯	৯৫/১১৩৭	অংশ	বেসরকারি	ডাঙ্গা	০.৪০০০	০.১৬১৯
৩৪০	১৪৩/১১৩৮	সম্পূর্ণ	বেসরকারি	দলা	০.০৮০০	০.০৩২৪
মোট					১১.৫৮২৬	৪.৬৮৯৩
সর্বমোট					৮৫.৬০৭৭	৩৪.৬৫৯০

[এফ.নং. ডব্লিউ/২০৭/সিওএন/কেএজে-বিএনডিপি/ল্যান্ড/পিটি-I/২০২৪/৬৯৯]
মুরলি মনোহর প্রসাদ, প্রধান ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন.

এনসিপিআই কি, জানতামই না : জগদীশ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ অগাস্ট : যোগ দেওয়ার আগে কখনও এনসিপিআইয়ের নামই শুনিনি।' কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার অকপট স্বীকারোক্তি। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে সাংসদ বলেন, 'আমি একটা এনসিপির নাম জানতাম, তবে সেটা মহারাষ্ট্রের শারদ পাওয়ারের। কিন্তু যে এনসিপিআইয়ে আমরা যোগ দিয়েছি সেই দলের নাম আমি আগে কখনও শুনিনি।' জগদীশের এই বক্তব্যের পর বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে হইচই শুরু।

প্রশ্ন উঠেছে, দলের নামই না জেনে তিনি কেন তাতে যোগ দিলেন? জবাবে সাংসদ বলেন, 'দল পরিবর্তনের আইনে যাতে আমরা না পড়ি, সাংসদ পদ যাতে খারিজ হয়ে না যায় সে কারণে এটাতে যোগ দিয়েছি।' পাশাপাশি, বিজেপিতে তাঁদের যোগ দেওয়া যে সময়ের অপেক্ষামাত্র, সেটাও তিনি স্বীকার করেছেন। যে দলের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনে তাঁকে জেতাতে দিনরাত খেটেছেন, পরিশ্রম করেছেন এবং যে জনগণ অনেক আশা নিয়ে তাঁকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন, তাঁদের সকলের সঙ্গেও তিনি বেইমানি করলেন কিনা বলে প্রশ্ন উঠেছে।

তবে জগদীশের দল পরিবর্তন এবারই প্রথম নয়। প্রথমে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকে ছিলেন। সেখানে ক্ষমতা ভোগ করেছেন। এরপর বাম সরকারের পতনের কয়েক মাস আগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৫ বছর তৃণমূলে ক্ষমতা ভোগ করার পর দল ক্ষমতায় না থাকায় তিনি এখন আবার বিজেপিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন। এনডিএ'র শরিকদল হিসাবে এনসিপিআইয়ে যোগ দিয়েছেন। ফলে তিনি ক্রমশ 'দলবদলু নেতা' হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ, ক্ষমতা যেদিকে, তিনি সেদিকে। তৃণমূলের যে সমস্ত নেতা-কর্মীরা নির্বাচনে তাঁর হয়ে দিনরাত খাটাখাটনি করেছেন, তাঁদের অনেকে এখনও বাড়িঘরে ঢুকতে পারছেন না। ভয়ে পালিয়ে রয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে এরপরে মানুষ তাঁকে আবার বিশ্বাস করবেন কেন? আর কেনই বা তাঁকে দলবদল করতে হচ্ছে? এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে জগদীশের উত্তর, 'মানুষের কাজ করার লক্ষ্যেই আমার এই সিদ্ধান্ত। গত ৩৪ বছর যেমন উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত ছিল, তেমনি তৃণমূলের আমলে গত ১৫ বছরেও উত্তরবঙ্গকে সেভাবে দেখা হত। কোনও পরিবর্তন হয়নি। আমাদের উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিদের ব্যাকবেঞ্চার হিসাবে দেখা হত। এলাকার কোনও সমস্যা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার কোনও সুযোগ আমরা পেতাম না।' তাঁর সংযোজন, 'মঞ্চে বক্তব্য রাখা এক জিনিস আর সমস্যা নিয়ে তাদের

সঙ্গে কথা বলা আরেক জিনিস।'

দলবদল প্রসঙ্গে জগদীশের ব্যাখ্যা, 'রাজনৈতিক পরিস্থিতি কখন কোন পথে যায় সেটা কেউ বলতে পারে না। আজকে যিনি আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, তিনি একটা সময় তৃণমূলের মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক একটা সময় তৃণমূলে ছিলেন। আমাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মূল উদ্দেশ্য থাকে মানুষের জন্য কাজ করা। বর্তমানে কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি সরকার রয়েছে। এই সরকারের সহযোগিতা ছাড়া মানুষের জন্য আমি কাজ করতে পারব না।' সিতাইয়ে সেতু না করতে পারা নিয়ে বলেন, 'সে সময় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে অনেকবার বলেছি। কিন্তু তিনি সহযোগিতা করেননি। কারণ তাঁর সঙ্গে আমার একটা ইগোর লড়াই ছিল। তবে সেতু করতে না পারলেও এলাকায় অনেক কাজ করেছি।' কাজ করার পরেও সিতাইয়ে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়া নিয়ে বলেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও হালিশহরে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন।'

বেনোজলে ভর্তি, অকপট শিখা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : 'সংগঠনে বেনোজল ঢুকেছে। এই বেনোজল রুখতে ব্যবস্থা নিন।'

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শিক্ষক সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম)-এর দার্জিলিং জেলা সম্মেলনে নেতৃত্বের কাছে এমন আবেদন করলেন বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সে কথা বলছেন শিখা। এমন পরিস্থিতিতে তিনি হাঁফিয়ে উঠছেন বলেও জানিয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক।

রবিবার সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে শিখা এমন দাবি করলেও সংঘের শিক্ষক সংগঠন তা মানতে চায়নি। এবিআরএসএম নেতৃত্বকে উদ্দেশ্য করে শিখার সোজাসাপটা কথা, 'আমি দেখছি, ৪ মে ফলপ্রকাশের পরে অনেকেই বিজেপি নেতা-কর্মী বলে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছেন। প্রচুর গেরুয়া সংগঠন তৈরি হয়ে গিয়েছে। আপনারা অভিভাবকসম। একটু তদন্ত করুন। যাতে আমরা শান্তিতে থাকতে পারি।' অন্যদিকে, এদিনের সম্মেলনে রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন রাজ্যের স্কুলগুলির নতুন সিলেবাসে কোচবিহারের ইতিহাস পড়ানোর দাবি তুলেছেন।

শিখার অভিযোগ, রাজ্যে পালাবদলের পরে দলে দলে মানুষ নিজেদের সংঘের লোক হিসাবে দাবি করছেন। এতে তিনি যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, এদিন তা স্বীকার করে নেন শাসকদলের বিধায়ক। শুধু শিক্ষক সংগঠনই নয়, বিজেপিতেও যে এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এদিন তিনি জানান।

তবে শিখার বক্তব্যকে মানতে চাননি এবিআরএসএমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক। তিনি বলছেন, 'দাগি, দুর্নীতিতে জড়িতদের সংগঠনে নেওয়া হয়নি। বিধায়ক কোন অ্যাঙ্গেলে বলেছেন, জানি না।' বাপির বক্তব্য, 'পালাবদলের আগে রাজ্যে ৩ শতাংশের মতো শিক্ষক আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বর্তমানে রয়েছেন ৪০ শতাংশ। নতুনদের না নিলে সংগঠন এতটা বৃদ্ধি পেত না। তবে অন্য শিক্ষক সংগঠনের কোনও নেতাকে নিইনি। তবে কি নতুনদের নেওয়া হবে না?' প্রশ্ন তুলেছেন বাপি।

মন্ত্রী আনন্দময়ের বক্তব্য ছিল, 'বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের তরফে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার দাবি জানানো হয়েছিল। সেইসঙ্গে কোচবিহারের রাজাদের ইতিহাস পড়ানোর কথাও বলা হয়েছিল। আমি সম্মেলনে প্রসঙ্গটি তুলেছি।'

প্রতিমন্ত্রী শিখার মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কিছু বলতে চাননি। তবে তিনি নিজের সিলেবাস সম্পর্কিত দাবি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী (স্কুল) দীপক বর্মনকে জানাবেন। আনন্দময়ের কথায়, 'স্থানীয় ইতিহাস সিলেবাসে যুক্ত থাকা প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মকে না পড়ালে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকে জানাব।'

এদিনের সম্মেলনে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সাতটি সার্কেল কমিটি গঠন করেছে এবিআরএসএম। নতুন করে দুজন প্রাথমিক শিক্ষককে কমিটিতে যুক্ত করা হয়েছে। এদিন সংগঠনের প্রশাসনিক বডি গঠন করা হয়। জেলার ৬ জনকে নিয়ে ওই কমিটি গঠিত হল। সংগঠনের জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর সাহা বলেছেন, 'আরও অনেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন।'

কোচবিহারের ইতিহাস পড়ানোর দাবি আনন্দময়ের

> **আমি দেখছি, ৪ মার্চের পরে গেরুয়া বিজেপি এবং গেরুয়া সংগঠন প্রচুর হয়ে গিয়েছে। আপনারা অভিভাবক সম। একটু তদন্ত করুন। যাতে আমরা একটু শান্তিতে থাকতে পারি।**
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়**
> বিধায়ক, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

পৃথিবীর পাঠশালা

নিজের পেটে নিজেই অস্ত্রোপচার ষাটের দশকে

অ্যান্টার্কটিকায় চরম শীতে আটকে পড়া এক রুশ চিকিৎসক এমন কাজ করেছিলেন যা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। লিওনিড রোগোজভ নামের ওই তরুণ ডাক্তারের হঠাৎ অ্যাপেন্ডিক্সের প্রবল ব্যথা শুরু হয়। বাইরে তখন ভয়ংকর তুষারঝড়, যাওয়ার কোনও উপায় নেই। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি নিজেই নিজেকে লোকাল অ্যানাস্থিশিয়া দেন এবং আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের পেট কেটে অ্যাপেন্ডিক্স বের করে আনেন। টানা প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা এই অস্ত্রোপচার চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বিশাল মাইলফলক।

কম্পিউটারের প্রথম আসল পোকা

কম্পিউটার খারাপ হলে আমরা প্রায়ই বলি সিস্টেমে বাগ বা পোকা ঢুকেছে। কিন্তু জানেন কি, এই কথাটি কোথা থেকে এল। চল্লিশের দশকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশাল মাপের কম্পিউটারে হঠাৎ অদ্ভুত সমস্যা দেখা দেয়। বিজ্ঞানীরা যন্ত্র খুলে দেখেন, ভেতরের একটি যন্ত্রাংশের মাঝে আস্ত একটি মথ বা পোকা আটকে আছে। সেই পোকাটিকে চিমটে দিয়ে বের করে ডায়েরিতে আটকে রাখা হয় এবং লেখা হয় প্রথম আসল পোকা ধরা পড়ল। সেই থেকে সফটওয়্যারের যে কোনও ত্রুটিকে বাগ বলা হয়।

হিরের তৈরি জ্বলন্ত গ্রহ

মহাকাশের বুকে এমন এক গ্রহ আছে যা আক্ষরিক অর্থেই পুরোটা হিরে দিয়ে তৈরি। পৃথিবী থেকে চল্লিশ আলোকবর্ষ দূরে থাকা এই গ্রহটির নাম ৫৫ ক্যানক্রি ই। এর আকার পৃথিবীর দ্বিগুণ এবং এর মাটির প্রায় পুরোটাই গ্রাফাইট এবং নিখুঁত হিরে দিয়ে মোড়া। যেহেতু গ্রহটি তার নক্ষত্রের খুব কাছাকাছি ঘোরে, তাই এর ভেতরের তাপমাত্রা এবং চাপ কার্বনকে হিরেতে পরিণত করেছে। তবে সেখানে যাওয়া সম্ভব হলে চোখের সামনে কেবল জ্বলন্ত আর গলিত হিরের নদীই দেখা যেত।

গরম রাসায়নিকের ভয়ংকর বিস্ফোরণ

বম্বার্ডিয়ার বিটল নামের এই ছোট গুবরেপোকাটি বিপদে পড়লে আত্মরক্ষার জন্য একটি চলন্ত বোমার মতো কাজ করে। এদের পেটের ভেতর দুটি আলাদা থলিতে দুই ধরনের রাসায়নিক তরল জমা থাকে। কোনও শিকারি প্রাণী আক্রমণ করলেই এরা ওই দুটি তরল একসঙ্গে মিশিয়ে দেয় এবং একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের ফুটন্ত ও বিষাক্ত অ্যাসিড প্রচণ্ড বেগে স্প্রে করে। বিস্ফোরণের আওয়াজ এবং ফুটন্ত রাসায়নিকের ছ্যাঁকা খেয়ে ব্যাং বা টিকটিকির মতো বড় প্রাণীরাও প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

বিমানবন্দরের সুবিধা রেলস্টেশনে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : ম্যাসাজ চেয়ারে বসে রিল্যাক্স মুডে হাতে 'ইকিগাই' বই নিয়ে পড়ছেন দিল্লি থেকে সিকিম ঘুরতে আসা রৌনক মালহোত্রা। এমন সুবিধে বিমানবন্দরে পাওয়া গেলেও রেলস্টেশনের ক্ষেত্রে শুনতেই অবাক লাগে। কিন্তু বাস্তবে এমন সুবিধা মেলায় অনেকেই চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দেশীয় যাত্রীরা যেমন রয়েছেন, তেমনই আছেন বিদেশি পর্যটকরা।

নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) স্টেশনের যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে এমনই অত্যাধুনিক দুটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) ওয়েটিং রুম চালু করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে স্টেশনটির আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে ১ ও ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এখন থেকে যাত্রীরা ঘণ্টা প্রতি ৩০ টাকায় ভ্যাপসা গরম থেকে মুক্তি পাওয়ার পাশাপাশি আরামদায়ক পরিবেশে সময় কাটাতে পারবেন।

উত্তরণের পথে এনজেপি

- এসি ওয়েটিং রুমে থাকছে ম্যাসাজ চেয়ার, রিডিং কর্নার, ক্যাফেটেরিয়া
- সেলফি জোন ও বেবি ফিডিং জোন ব্যবহার করার জন্যও অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হবে না
- পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের জন্য কোনও টিকিট লাগবে না

দিল্লির পর্যটক রৌনক মালহোত্রা থেকে কলকাতার রিয়াঙ্কা ভৌমিক, সিংহভাগ যাত্রী স্টেশনের এই নতুন রূপ দেখে রীতিমতো মুগ্ধ। তীব্র গরমের মাঝে স্টেশনে বসে হাঁসফাঁস না করে অনেকেই এখন ম্যাসাজ চেয়ার, রিডিং কর্নার, ক্যাফেটেরিয়া এবং সেলফি জোনের মতো অত্যাধুনিক সুবিধাগুলো বেছে নিচ্ছেন। বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য এখানে আলাদা শৌচালয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

পরিচালনাকারী সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের জন্য টিকিট লাগবে না। রিডিং কর্নার, সেলফি জোন ও বেবি ফিডিং জোন ব্যবহার করার জন্যও অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হবে না। শুধুমাত্র বসার জায়গা ও ম্যাসাজ চেয়ার ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ফি দিতে হবে। ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকা এই ওয়েটিং রুমগুলো দীর্ঘ পথের যাত্রীদের জন্য কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে। বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য তৈরি আলাদা ফিডিং জোনটি যাত্রীদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

এনজেপি স্টেশনকে ঢেলে সাজাতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। চলতি সপ্তাহেই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়া এই পরিষেবা সম্পর্কে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'প্রাথমিকভাবে দুটি প্ল্যাটফর্মে এই সুবিধা চালু করা হয়েছে। যাত্রীদের জন্য সমস্ত আধুনিক পরিষেবা বজায় থাকবে। আশা করি, সচেতন নাগরিক হিসেবে যাত্রীরা স্টেশনের এই নতুন পরিকাঠামো ও আসবাবপত্রের যথাযথ যত্ন নেবেন।'

ব্যস্ততম এনজেপি স্টেশনে যাত্রীদের বিনোদন ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে রেল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ ভ্রমণপিপাসুদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছে বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ মহল। এর ফলে ট্রেনের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার মুহূর্তগুলো এখন অনেক বেশি আরামদায়ক ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে।

চিকেনস নেকে পাকিস্তানের ছায়া

পাঞ্জিপাড়ার 'চর' গ্রেপ্তার দিনহাটায়

অরুণ ঝা

পাঞ্জিপাড়া, ১৬ অগাস্ট : পাঞ্জিপাড়ার দেওনা গ্রাম। রবিবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, চারপাশটা কেমন যেন থমথমে ও শুনসান। বাইরে থেকে বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই যে, ছিমছাম এলাকাটি হয়ে উঠেছিল পাক (আইএসআই) চর সন্দেহ ধৃত সফিকুল ইসলামের 'গোপন আস্তানা'। শনিবার কোচবিহারের দিনহাটা থেকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর জালে যে তিনজন ধরা পড়েছে, তাদেরই একজন সফিকুল। প্রায় বারো বছর আগে দেওনা গ্রামের সকিনার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। যদিও স্ত্রী নাকি এতদিনেও জানতে পারেননি তাঁর স্বামীর আসল বাড়ি ঠিক কোথায়!

পাঞ্জিপাড়ায় রয়েছে বিএসএফের ঘাঁটি। এলাকাটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া। অবস্থানগত গুরুত্ব বুঝেই কি শ্বশুরবাড়ির এই নিরিবিলি গ্রামকে নিরাপদ ডেরা বানিয়েছিল সফিকুল? দেওনা গ্রামে বসেই কি বড় কোনও নাশকতার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করছিল সফিকুল? প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছে এসটিএফ। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে সমস্ত যোগসূত্র খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা।

এদিন দেওনা গ্রামে সফিকুলের স্ত্রী সকিনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উঠে আসে এক অদ্ভুত সত্য। সকিনা জানালেন, প্রায় ১২ বছর আগে তাঁর সঙ্গে সফিকুলের বিয়ে হয়। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও জানতে পারেননি স্বামীর আসল বাড়ি কোথায়। এনিয়ে নাকি সবসময় গোপনীয়তা বজায় রেখে চলত সফিকুল।

পাঞ্জিপাড়ার দেওনা গ্রামে সফিকুল ইসলামের শ্বশুরবাড়ি।

স্থানীয়দের একটি বড় অংশের দাবি, সফিকুল আদতে এই দেশের বাসিন্দা নয়। তাঁদের দাবি, সে প্রায়ই দেওনায় তার শ্বশুরবাড়িতে এসে থাকত এবং সেখান থেকে নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। তবে সফিকুলকে গত দেড়-দুই বছর এলাকায় দেখা যায়নি।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, সকিনার পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল। তার সুযোগ নিয়ে মাথা গুঁজতেই কি সফিকুল তাঁকে বিয়ে করেছিল? স্থানীয় বাসিন্দা শাহ আলমের কথায়, 'সকিনার বাবা নেই। মা অসুস্থ। অভিভাবক বলতে তেমন কেউ নেই। ধৃত সফিকুল হিন্দুস্তানের লোক নয়। শুনেছি, বাংলাদেশ বা অন্য কোনও দেশের লোক।' সফিকুল বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেও স্ত্রীকে সঙ্গে রাখত না। কেন এই আড়াল? অপরাধের জাল ঢাকতেই কি এই পন্থা? ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

এদিকে, স্বামী পাক চর সন্দেহে ধরা পড়ায় তিন সন্তানকে নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন সকিনা। তাঁর ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত প্রতিবেশীরাও। আইএসআই চর সন্দেহে ধৃতকে জেরা করে আগামীদিনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

ব্যস্ততা।। *কোচবিহারে সুধানের হাটে ছবিটি তুলেছেন অপর্ণা গুহরায়।*

আগেও পাচারে ধৃত রশিদুল

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৬ অগাস্ট : বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে কাঁটাতারের বেড়া। সীমান্তের কোলেই বেড়ে উঠেছেন পাকিস্তানি গুপ্তচর সন্দেহে ধৃত রশিদুল হক। দিনহাটা-২ ব্লকের শুকারুকুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের থরাইখানা গ্রামের এই তরুণের কাছে সীমান্তের ভূগোল হাতের তালুর মতো চেনা। ছোট থেকে পাচারচক্রের কার্যকলাপ দেখেছেন রশিদুল। ফলে অন্ধকার জগতের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হওয়াটা তাঁর জন্য খুব অস্বাভাবিক নয়, এমনটাই বলছেন পাড়াপড়শিরা। এমনকি রশিদুলের গ্রেপ্তারিতে তাঁরা খুব একটা অবাক নন। আগেও গাঁজা ও গোরু পাচারে তাঁর নাম জড়িয়েছে বলে পড়শিরা জানালেন। যদিও পরিবারের দাবি, রশিদুল সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

রবিবার থরাইখানা গ্রামের সরু গলি পেরিয়ে রশিদুলদের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, অভাবের ছাপ চতুর্দিকে। মাটির মেঝে। টিনের দেওয়াল। টিনের ছাউনি। বাড়ির চারপাশে পাটকাঠির বেড়া। বাড়িতে পুলিশের তল্লাশির নিদর্শন স্পষ্ট। জিনিসপত্র এখনও লন্ডভন্ড। রশিদুলের মা রহিমা বিবি জানালেন, তাঁর ছেলে কুর্শাহাট উচ্চবিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। এরপর তিনি পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে বেঙ্গালুরু চলে যান। এক বছর আগে পুরোপুরি গ্রামে ফেরেন। এর মাঝে অবশ্য রশিদুল বিয়ে করেন। তাঁর এক মেয়ে রয়েছে। গ্রামে ফিরে রশিদুল কখনও কৃষিকাজ, কখনও রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।

পরিবারের দাবি, গত বৃহস্পতিবার নয়ারহাট বাজার থেকে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ রশিদুলকে গ্রেপ্তার করে। কেন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল, সে বিষয়ে তখন কিছুই তাঁরা জানতেন না। এমনকি গ্রামের মানুষের থেকে তাঁরা জানতে পারেন, রশিদুলকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে। এরপর শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশ যখন হানা দেয়, তখন বাড়িতে ছিলেন রশিদুলের বাবা-মা, স্ত্রী, ছোট সন্তান, দিদি-জামাইবাবু এবং দুই দাদা ও তাঁদের স্ত্রী। পুলিশ রশিদুলের স্ত্রী নুরবানু খাতুনকে শনাক্ত করে বাড়ির মহিলাদের এক ঘরে এবং পুরুষদের অন্যত্র রাখে। তল্লাশির পর বাড়ি থেকে পাঁচটি ফোন বাজেয়াপ্ত হয়।

রশিদুলের বাবা ওয়াহেদ আলি কৃষিকাজ করেন। দুই দাদা দীর্ঘদিন ভিনরাজ্যে কাজ করছেন। পরিবারের প্রত্যেকের দাবি, রশিদুল অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন, গুপ্তচর বৃত্তির সঙ্গে তাঁর যোগ নেই। তবে বাড়ির বাইরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে অন্য কথা। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, আগে ট্রেনে গাঁজা পাচারের অভিযোগে রশিদুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। গোরু পাচারচক্রের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল বলে গুঞ্জন রয়েছে। রশিদুলের বাড়িতে বাইরের ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল কি না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যদিও নুরবানু সেই দাবিকে নস্যাৎ করে বলেন, 'কারও যাতায়াত ছিল না। আমার স্বামী কৃষিকাজ ছাড়া কিছু করতেন না। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।' এদিকে, রশিদুলের নামে মোট ছয়টি সিমকার্ডের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। যার মধ্যে দুটি সিম পাকিস্তানে সক্রিয় বলে অভিযোগ। এছাড়া আরও কিছু সিমের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিটি সিমের ব্যবহার এবং আর্থিক লেনদেনের বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের অনুমান, সিম তোলার জন্য যাঁদের নথি ব্যবহার করা হত, তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজেদের নথি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দিতেন। ফলে তাঁরাও তদন্তের বাইরে নন। ইতিমধ্যে ওই সমস্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে।

- পাকিস্তানি গুপ্তচর সন্দেহে ধৃত রশিদুল হক বেড়ে উঠেছেন সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে
- ফলে ছোট থেকেই পাচারচক্রের কার্যকলাপ তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন
- রশিদুলের নামে থাকা মোট ছ'টি সিম কার্ডের মধ্যে দুটি পাকিস্তানে সক্রিয় বলে অভিযোগ

মাদক পাচারের

প্রথম পাতার পর

জালিয়াতি করে জামিনের প্রমাণ পেয়েছেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে পুলিশকে নতুন করে এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু করতে হবে বলেই জানিয়েছেন বিচারপতি। মাদক সংক্রান্ত অপরাধ দমনের জন্য দেশে এনডিপিএস বা নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট রয়েছে।

এটি অত্যন্ত কড়া একটি আইন, যেখানে সহজে জামিন মেলার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু এই আইনের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হল ৪২ এবং ৫২ নম্বর ধারা। ৪২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোনও পুলিশ আধিকারিক যখন গোপন সূত্রে মাদক পাচার বা মজুতের কোনও খবর পান, তখন তল্লাশিতে যাওয়ার আগে তাঁকে সেই তথ্যটি অবিলম্বে নিজের ডায়েরিতে বা নথিতে লিখিতভাবে নথিভুক্ত করতে হয় এবং দ্রুত তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তা জানাতে হয়। এর মূল কারণ হল পুলিশি তল্লাশির স্বচ্ছতা বজায় রাখা। যাতে কোনও পুলিশ আধিকারিক ব্যক্তিগত আক্রোশে মিথ্যা মামলা সাজাতে না পারেন, অথবা বাজেয়াপ্ত হওয়া মাদকের পরিমাণ নিয়ে পরে কোনও কারচুপি করতে না পারেন।

অন্যদিকে, ৫২(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী, কাউকে গ্রেপ্তার করার পর যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে গ্রেপ্তারের সুনির্দিষ্ট কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে হয়। গ্রেপ্তারের কারণ না জানানো হলে, আদালত তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় সেই ত্রুটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে পারে।

তদন্তে দেখা গিয়েছে, বহু মামলাতেই পুলিশ জেনেবুঝেই ৪২ এবং ৫২(১) ধারা অনুযায়ী পদ্ধতি মেনে কাজ করেনি। এমনকি মামলার নথি বা কেস ডায়েরির মধ্যেও এই সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র রাখা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টেরও স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে যে, এই ধারাগুলো না মানলে মামলা টিকবে না।

ফলে আদালতে যখন বিচারপতি নথিপত্র দেখতে চান, তখন এই কাগজগুলোর অভাবেই পুরো গ্রেপ্তার প্রক্রিয়াটি বেআইনি বলে গণ্য হয়। আর ঠিক এই ফাঁক গলেই ভয়ংকর সব মাদক পাচারে অভিযুক্তরা খুব সহজেই আদালত থেকে আইনি পথে জামিন পেয়ে যাচ্ছিল। অর্থাৎ, পুলিশ সরাসরি কাউকে ছেড়ে দিচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু খাতায়-কলমে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ত্রুটি রাখছে, যার ফলে আইনি পথেই অপরাধীরা মুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

গত মার্চ মাসে আবদুল রউফ মোমিন নামে এক অভিযুক্তের জামিনের আবেদনসূত্রে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। আদালতের নির্দেশে শেষমেশ অডিট রিপোর্টে তথ্য উঠে আসে, এই ধরনের জামিন মামলায় সঠিক তথ্য থাকা সত্ত্বেও তা আদালতে ঠিকভাবে পেশ করা হয়নি।

ফলে আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'যে বা যারা আদালতের কাছে সত্য তথ্য পৌঁছাতে বাধা দিয়েছে বা বিভ্রান্ত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ অপরিহার্য। এটি ধর্তব্যযোগ্য অপরাধ। সীমান্ত সংলগ্ন স্পর্শকাতর এলাকায় মাদক মামলার অপরাধীদের এভাবে ছাড় পাওয়া দেশের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট বিপজ্জনক।'

মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর কল্লোল মণ্ডল জানান, এই ঘটনায় সিট গঠন করে তদন্তের প্রয়োজন। তাই অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার, তদন্তকারী আধিকারিক এবং মধ্যস্থতাকারীদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনি পদক্ষেপের জন্যই এবার সিটের ওপর তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আবদুলের জামিনের আর্জিও খারিজ করেছে আদালত।

রাজ্যের সহকারী অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল জাগৃতি মিশ্রের কথা, 'আদালতের রায়ের ফলে তৎকালীন সময়ে মামলার তদারকির দায়িত্বে থাকা সরকারি আইনজীবীদের ভূমিকাও তদন্তের আওতাধীন হবে।'

ধৃত তিন পাক চর

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, তুফানগঞ্জের নুর নাসিরুদ্দিনের বিরুদ্ধেও পাকিস্তানে সিম কার্ড পাচারের অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, নুর বাংলাদেশে গোরু পাচারে যুক্ত। উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ার বাসিন্দা ধৃত সফিকুল ইসলাম আসলে একজন বাংলাদেশি। তার প্রতিবেশীরাও বিষয়টি স্বীকার করেছেন। সফিকুলের স্ত্রী জানান, বিয়ের পর স্বামী তাঁকে একবারও শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যায়নি এবং বাড়ির কথা জানতে চাইলে এড়িয়ে যেত। যদিও স্বামীর বেআইনি কাজের কথা তিনি অস্বীকার করেছেন। তবে স্থানীয়দের মতে, সফিকুল এলাকায় গোরু পাচারচক্রের অন্যতম মাথা। এই গোরু পাচারের সূত্র ধরেই বাংলাদেশি নাগরিক আকবরের সঙ্গে তার যোগাযোগ তৈরি হয়। আকবরের মাধ্যমেই সিম কার্ডগুলি পাচার করা হত বলে এসটিএফের অনুমান। সফিকুলের মোবাইল থেকে সিম সংক্রান্ত নানা তথ্য এবং জাল নোটের স্ক্রিনশট মিলেছে। তারা সশরীরে সিম পাঠাত, নাকি শুধুমাত্র ওটিপি শেয়ার করত, তা খতিয়ে দেখছে এসটিএফ।

শনিবার স্বাধীনতা দিবসে কড়া নিরাপত্তায় তিনজনকে দিনহাটা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তকারীদের আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন। ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৬১ ও ১৫২ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এর মধ্যে ৬১ নম্বর ধারাটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং ১৫২ নম্বর ধারাটি ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও অখণ্ডতা বিপন্ন করার অপরাধ সংক্রান্ত। তাদের বিরুদ্ধে বিদেশি আইনেও মামলা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রেপ্তারি নিয়ে দিনহাটা পুলিশ ও এসটিএফ মুখে কুলুপ এঁটেছে। তবে সাহেবগঞ্জ থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরে মোট সাতজনের নাম রয়েছে। তিনজন ধরা পড়লেও বাকি চারজন এখনও অধরা। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

ছাপার ভুলে ফের পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : আবার প্রশ্নচিহ্নের মুখে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ-র ভূমিকা। রবিবার সংস্থার তরফে ভুল স্বীকার করে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তাতে জানানো হয়েছে, গত ২২ থেকে ৩০ জুনের মধ্যে আয়োজিত ইউজিসি-নেটের প্রশ্নপত্রে একাধিক ছাপার ভুল বা 'টাইপো' ছিল। ফলে, ফের পরীক্ষায় বসতে হবে সহকারী অধ্যাপক এবং গবেষক হিসেবে যোগ দিতে চাওয়া পড়ুয়াদের। এনটিএ জানিয়েছে, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত হবে ইংরেজির পরীক্ষা। ওইদিন ৩টে থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত কমার্সের পরীক্ষা হবে। ১০ সেপ্টেম্বর সকালে হবে সমাজতত্ত্বের পরীক্ষা। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষাকেন্দ্র এবং অ্যাডমিট কার্ডের বিষয়ে জানানো হবে। এরজন্য কোনও অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে না।

সূর্য কান্তে আবার 'না'

বেঙ্গালুরু, ১৬ অগাস্ট : হায়দরাবাদের নালসার-এর পরে এবার কর্ণাটকের ন্যাশনাল ল' স্কুল অফ ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নাম নিয়ে বিতর্ক। জানা গিয়েছে, প্রধান বিচারপতি ছাড়াও ভারতের বার কাউন্সিলের সভাপতি মননকুমার মিশ্রর নাম ছিল অতিথি তালিকায়। জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনী এবং বর্তমান পড়ুয়ারা ওই দুজনের নামে আপত্তি জানিয়েছে। নালসার-এর পড়ুয়াদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমর্মিতা জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন তাঁরা। যুবসমাজকে 'আরশোলা' বলা এবং যন্তরমন্তরের বিক্ষোভে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রামাণ্য ভিডিও দেখার 'সময় নেই' মন্তব্যের জেরে বিতর্কের সূত্রপাত। তার জেরেই নালসার-এর পড়ুয়ারা প্রথম সরব হন।

আশিসের প্রশংসায় সবাই

প্রথম পাতার পর

এত কাজের পরেও তাঁকে বারবার হেনস্তা, অপমানের মুখে পড়তে হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখজনক, শেষ জীবনে তাঁর ওপর মারাত্মক মানসিক চাপ চলছিল। রাজনীতির বিষ কীভাবে ধীরে ধীরে একজন মানুষকে শেষ করে দিল, তা বোঝা যাচ্ছে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে।'

আশিসের মৃত্যু আত্মহত্যা কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর বক্তব্য, 'লিখে গিয়েছেন মানেই আত্মহত্যা, প্রথমেই সেটা আমি বলতে চাই না। তিনি যে আত্মহত্যাই করেছেন, খুন হননি, তা দেখতে হবে।' তিনি এও বলেন, 'তৃণমূলে সবাই চোর নন, অনেকেই শিরদাঁড়া সোজা রেখে রাজনীতি করেছেন, আশিসবাবু তাঁদের একজন।'

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যু গভীরভাবে বেদনাদায়ক। তাঁর শেষ নোটে অপপ্রচার ও মানসিক চাপের যে অভিযোগ উঠেছে, তা রাজনীতি ও সাংবাদিকতার দায়িত্বশীলতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে।' মমতাপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের দাবি, 'আত্মহত্যা হলেও, এই মৃত্যুর নেপথ্যে রয়েছে প্ররোচনা। সামাজিক অপদস্থ করা এবং সম্মানহানিই আশিসবাবুকে এই চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে। আশিসবাবুকে চাপ দিয়ে ওই শিবিরে নেওয়া হয়েছিল। আশিসদা বুঝতে পেরেছিলেন, দুর্নীতির তদন্ত থেকে বাঁচতে ওই শিবিরের নেতারা বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। সসম্মানে ওই রাজনীতি করা যায় না।'

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৫ বছরের দুর্নীতি ও সংগঠিত লুটের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'এই দুর্নীতির খেসারত সৎ ও সাধারণ নেতাদের দিতে হচ্ছে। আশিসবাবুর মতো একজন সৎ মানুষকে যখন লিখতে হয় যে, রাজনীতিতে আসা ভুল ছিল, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক।' ঋতপন্থী শিবিরের বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'এত ভালো লোক কেন এই কাজ করলেন, বুঝতে পারছি না। ওঁর কোনও শত্রু নেই। খুব নিরীহ, শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।'

আশিসের রাজনৈতিক সততা নিয়ে একমত বিরোধীরাও। বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য, 'আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ভদ্রলোক বলে পরিচিত ছিলেন। আজকের রাজনৈতিক বাতাবরণে সৎ মানুষের বেঁচে থাকা খুব দুষ্কর।'

ঐতিহ্যে কালি লাগালেন নকল রাজা

প্রথম পাতার পর

উচ্চশিক্ষিত এবং নিঃস্বার্থভাবে সমাজের জন্য কাজ করে চলেছেন। কিন্তু তাঁদের সম্পূর্ণ ব্রাত্য রেখে, শুধুমাত্র ভোটের সস্তা পাটিগণিত মেলাতে নগেন্দ্রর মতো একজন বিতর্কিত ও ভুয়ো পরিচয়ধারী ব্যক্তিকে এই বিরাট রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তুলে দেওয়া হয়েছে। আর রাজনীতিকদের এই অন্ধ তোষণ নীতির সুযোগ নিয়ে নগেন্দ্রও ষোলোআনা নিজের আখের গুছিয়ে চলছেন।

প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের স্বার্থের সঙ্গে এই স্বঘোষিত মহারাজের দূরতম কোনও সম্পর্ক নেই। রাজবংশী আবেগ তাঁর কাছে কেবলই একটি নিশ্ছিদ্র ঢাল এবং রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ফায়দা লোটার সিঁড়ি মাত্র। যখনই উত্তরবঙ্গ বা কোচবিহারের সাধারণ মানুষ কোনও ঘোর বিপদে পড়েছেন, তখন এই 'মহারাজ'-এর টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বন্যা, খরা বা অন্য কোনও ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় যখন গরিব, খেটে খাওয়া রাজবংশী মানুষরা একটু ত্রাণের আশায় দিন গোনেন, ঘরবাড়ি হারিয়ে পথে বসেন, তখন নগেন্দ্র রায়কে কখনও দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে এক মুঠো অন্ন বা ত্রাণ বিলি করতে দেখা যায় না। সমাজের বিপদে তিনি কখনোই ত্রাতা হয়ে ওঠেননি। রাজবংশী সমাজের সার্বিক উন্নয়ন, তাঁদের নতুন প্রজন্মের উচ্চশিক্ষা, বেকারদের কর্মসংস্থান বা আর্থসামাজিক মানোন্নয়নের জন্য তাঁকে কখনও কোনও গঠনমূলক কাজ করতে বা সংসদে জোরালো গলায় সরব হতে দেখা যায়নি। এর বদলে তিনি কী করেছেন? তিনি কেবল নিজের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা সুনিশ্চিত করেছেন। সাধারণ মানুষের আবেগকে মূলধন করে তিনি আক্ষরিক অর্থেই নিজের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়েছেন, গড়ে তুলেছেন জোড়া রাজপ্রাসাদ।

তাঁর দৈনন্দিন রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের দিকে নজর দিলেই বোঝা যায়, তিনি আসলে আত্মপ্রচারের এক অন্ধ মোহে আচ্ছন্ন একজন ব্যক্তি। বিভিন্ন এলাকায় বিশাল লোক জড়ো করে তিনি যেসব সভার আয়োজন করেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল নিজের নামে জয়ধ্বনি শোনা এবং নিজের স্তুতিতে মেতে ওঠা। গ্রামের সাধারণ, সহজ-সরল এবং ধর্মপ্রাণ মানুষদের সামনে নানা ভিত্তিহীন, মিথ্যে এবং কাল্পনিক গল্প শুনিয়ে তিনি দিনের পর দিন গুজব ছড়িয়ে গিয়েছেন। সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি বা ভালোবাসার বাণী প্রচার করার বদলে, তাঁর রাজনৈতিক বয়ানে বারবার উঠে এসেছে উসকানি এবং বিদ্বেষের সুর। মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে, বিভাজনের বিষাক্ত বীজ বপন করে তিনি নিজের আধিপত্য কায়েম রাখতে চাইছেন। ভালোবাসার বদলে ঘৃণা ছড়িয়েই তিনি তাঁর তথাকথিত 'সাম্রাজ্য' টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। নগেন্দ্রর এই উগ্র আচরণ ও কার্যকলাপ কোচবিহারের গৌরবময় ইতিহাস এবং প্রকৃত রাজপরিবারের মহান ঐতিহ্যের প্রতি এক চরম অপমান।

প্রকৃত রাজাদের পুণ্য মাটিতে দাঁড়িয়ে একজন নকল রাজা তাঁর হিংসা, বিদ্বেষ এবং মিথ্যার রাজনীতি দিয়ে কোচবিহার সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ ভুল এবং বিকৃত বার্তা দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন মহলে পৌঁছে দিচ্ছেন। তাঁর এই সংকীর্ণ ও স্বার্থান্বেষী রূপ দেখে বাইরের মানুষের কাছে কোচবিহারের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে। স্বঘোষিত এই মহারাজের বাড়বাড়ন্ত এবং রাজবংশী সমাজকে ধোঁকা দিয়ে নিজের পকেট ভরানোর এই জঘন্য খেলা এবার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। আর সবার আগে প্রয়োজন সেই রাজনৈতিক দলগুলির বোধোদয়, যারা কেবল কয়েকটা ভোটের লোভে এমন একজন ভেকধারী এবং ঘৃণাচাষিকে সমাজের মাথায় বসিয়ে কোচবিহারের ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সাধারণ মানুষদের এই নকল রাজার আসল চেহারা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে।

কুকথা, বিভ্রান্তিমূলক বিবৃতি দিয়ে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গকে কেন উত্তপ্ত করছেন, চিকেনস নেক এলাকায় মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে কেন জাতীয় নিরাপত্তাকে দুর্বল করে দেশবিরোধী শক্তিকে সুযোগ করে দিচ্ছেন- নগেন্দ্রর কাছে তার উত্তর চাইতে হবে। একইসঙ্গে উত্তর চাইতে হবে বিজেপি এবং তৃণমূলের কাছেও। এটা মনে রাখা দরকার, রাজবংশী মানুষের আবেগ কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। আর সেই আবেগকে রাজনৈতিক সিঁড়ি বানিয়ে কেউ নিজের 'রাজ্য' তৈরি করলে, তার মূল্য শেষপর্যন্ত দিতে হয় সেই সমাজকেই। সবশেষে একটাই কথা বলার, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যে হিংসা ছড়ানো নগেন্দ্রর কোনও প্রয়োজন নেই। আর, পঞ্চানন বর্মা যে সমাজের পথপ্রদর্শক তাদের উজ্জ্বলতা কখনোই ম্লান হওয়ার নয়।

ছোট্ট তারা

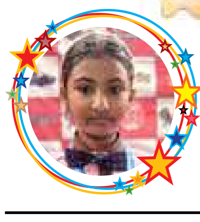

সমৃদ্ধা সাহা ময়নাগুড়ি মর্নিং স্টার স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। 'আমরা ক'জন' আয়োজিত নৃত্য প্রতিযোগিতায় ক-বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

সারে জাঁহা সে অচ্ছা...

শনিবার ছিল স্বাধীনতা দিবস। তারই কয়েকটি মুহূর্ত : ১) মালবাজারে তেরঙা সাজে খুদেরা। ২) মাল উদ্যানে উৎসাহী পর্যটকদের ভিড়। ৩) জলপাইগুড়ি জেলা শাসক দপ্তরে কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান। ছবিগুলি তুলেছেন অ্যানি মিত্র এবং শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

বৌয়ের বদলে বৌ দাবি এলাকাবাসীর

বধূর মৃত্যুতে পরকীয়ার গন্ধ

ধূপগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : এক বধূর মৃত্যু ঘিরে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ উঠল। ময়নাতদন্তের পর বধূর মরদেহ নিয়ে তাঁর পরকীয়া-প্রেমিকের বাড়িতে হাজির হন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, ওই মহিলার মৃত্যুর জন্য দায়ী তাঁর পরকীয়া-প্রেমিক। তাই প্রেমিক তরুণের স্ত্রীকে মৃতার স্বামীর হাতে তুলে দিতে হবে। রবিবার বিকেলে ধূপগুড়ি শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পাখাধরাটারির এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয়রা বলছেন, দাসপাড়ার বাসিন্দা এক বধূর সঙ্গে পাখাধরাটারির বাসিন্দা এক তরুণের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁদের সম্পর্কের কথা এলাকার সবাই জানতেন। এ নিয়ে এলাকায় একাধিকবার সালিশি সভাও হয়েছে। শনিবার, স্বাধীনতা দিবসের দিন, দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন বলে খবর। এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, শনিবার রাতে প্রেমিকের সঙ্গে বচসার জেরে ওই মহিলা গলায় দড়ি দেন। পরে টের পেয়ে বাড়ির লোকজন এবং প্রতিবেশীরা বধূকে নামিয়ে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ধূপগুড়ি থানা অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। রবিবার বিকেলে মরদেহ ফিরলে এলাকাবাসী দেহ নিয়ে অভিযুক্ত তরুণের বাড়িতে হাজির হন। সেখানেই ওই 'বৌ বদলে'র দাবি ওঠে।

মৃতার স্বামী বলেন, 'শনিবার রাতে সাড়ে সাতটা নাগাদ আমার সঙ্গে স্ত্রীর কথা হয় মোবাইলে। কিছুক্ষণ পরেই ছেলে ফোন করে জানায়, মা গলায় দড়ি দিয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, 'এই তরুণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আমার সংসারে অশান্তি শুরু হয়েছে। ওর কাকা বিজেপির বড় নেতা। সেই সুবাদে ভয় দেখিয়ে আমাকে এবং স্ত্রীকে নিয়মিত ব্ল্যাকমেল করত ওই তরুণ।'

এলাকার বাসিন্দারা দাবি করেন, বধূর মৃত্যুতে তাঁর দুই শিশু সন্তান সহ পরিবার চরম সংকটে পড়েছে। এখন ওই দুই সন্তান সহ গোটা সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে প্রেমিক তরুণের স্ত্রীকে। এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 'দুই সন্তানের বাবাকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। তাই ওই তরুণের স্ত্রীকেই এখন দায়িত্ব নিতে হবে।'

সেখানে বিক্ষোভ সামাল দিতে ধূপগুড়ি থানার পুলিশবাহিনী হাজির হয়। লিখিত অভিযোগ করলে তিনদিনের মধ্যে আইনানুগ ব্যবস্থার আশ্বাস পুলিশের তরফে দেওয়া হয়। এরপর এলাকাবাসী শান্ত হন। পরে শেষকৃত্যের জন্য দেহ নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত তরুণ গা ঢাকা দিয়েছে বলে খবর। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত তরুণের স্ত্রীও ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে তাঁর পাড়ার বাসিন্দাদের দাবি। ওই মহিলা আপাতত চিকিৎসাধীন। এর আগে প্রেমিকের বাড়িতে ধর্না দিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনায় 'পথিকৃৎ' হয়েছিল ধূপগুড়ি। এবার বৌয়ের বদলে বৌ দেওয়ার দাবি ওঠায় পরকীয়া কাণ্ডে নতুন 'পালক' যোগ হল ধূপগুড়ির মুকুটে।

- বধূর মৃত্যু ঘিরে পরকীয়া সম্পর্কের অভিযোগ, প্রেমিকের বাড়িতে মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ
- মৃতার দুই সন্তানের দায়িত্ব প্রেমিকের স্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ার দাবি
- পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ থামে, লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থার আশ্বাস

প্রকৃতি মিত্রম কর্মসূচির উদ্বোধন

মালবাজার, ১৬ অগাস্ট : প্রকৃতি ও পরিবেশ বাঁচাতে ক্ষতিকারক প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে নানাবিধ উদ্যোগ দেখা যায়। স্বাধীনতা দিবসে বিজ্ঞানভারতী উত্তরবঙ্গের ব্যবস্থাপনায় 'প্রকৃতি মিত্রম' কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল মালবাজারের ঐতিহ্যবাহী মাল আদর্শ বিদ্যাভবনে। ক্ষতিকারক প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখাই এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য।

শনিবার জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর নেতাজির অবয়ব মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর প্রারম্ভিক পর্বে রাজাডাঙ্গা পিএম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়েও এই উদযাপনে শামিল করা হয়। মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উৎপল পাল বলেন, 'পরিবেশের ক্ষতিকারক এমন একবার ব্যবহারযোগ্য ও অন্যান্য প্লাস্টিক বর্জ্য সংগৃহীত করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রিসাইকেল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলিকে নতুন ও উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করা। পাশাপাশি জনসচেতনতার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।'

ভবিষ্যতে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা পুর প্রশাসনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে উদ্যোক্তাদের। প্রথম দিনেই এই উদ্যোগ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচি

জলপাইগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : নদিয়ায় কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান এবং তাঁর ছেলে আবু সুফিয়ানকে গুলি করে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশে কোতোয়ালি থানার সামনে, রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাল জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস। দাবি, দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হোক।

পাশাপাশি, নিশ্চিত করা হোক রাজ্যের সুরক্ষা ব্যবস্থা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি সরকারকে ধিক্কার জানান জেলা সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য, পিনাকী সেনগুপ্ত, নির্মল ঘোষ দস্তিদার সহ কংগ্রেস নেতারা।

জেলা সভাপতি অমিত বলেন, 'পুলিশ আমাদের থানার ভেতরে ঢুকতে না দেওয়ায় বাধ্য হয়ে আমরা সামনের রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি।' এদিন সন্ধ্যায় প্রায় ৪৫ মিনিট চলে কংগ্রেসের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি।

বর্ষার জলে বিপাকে মৃৎশিল্পীরা

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : দুর্গাপুজোর আনন্দঘন প্রস্তুতি এবং ঢাকে কাঠি পড়ার প্রাক্কালে ময়নাগুড়ির মৃৎশিল্পীদের কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বর্ষা। অস্থায়ী ঘর ও প্লাস্টিকের ছাউনির নীচে প্রতিমা তৈরির সময় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন এখানকার শিল্পীরা। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করেই ময়নাগুড়িতে একটি স্থায়ী কুমোরটুলি তৈরির দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে ইতিবাচক পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায়।

ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বর্তমানে প্রায় পঁচিশ থেকে ছাব্বিশটি প্রতিমা তৈরির কারখানা রয়েছে, যার অধিকাংশই অস্থায়ী। কোথাও পলিথিন-ঘেরা ঘরে, আবার কোথাও মামুলি টিনের শেডের নীচে চলে মাতৃমূর্তি গড়ার কাজ। ফলস্বরূপ, বর্ষার মরশুমে টানা বৃষ্টি শুরু হলেই কারখানায় জল চুইয়ে পড়ে এবং প্রতিমার গায়ে জল লেগে তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মারাত্মক আশঙ্কা তৈরি হয়।

মৃৎশিল্পী গুণেশ্বর রায় আক্ষেপের সুরে বলেন, 'সামান্য বৃষ্টিতেই কারখানা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থায়ী টিনের শেড ও পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা হলে আমরা অনেকটাই নিশ্চিত হতে পারতাম।' বৃষ্টির জলের কারণে প্রতিমা সময়মতো তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ে ডেলিভারি দেওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় মৃৎশিল্পী বলরাম পাল।

প্রতিমা তৈরির কাজ দীর্ঘ কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে শেষ হয়— প্রথমে কাঠামো তৈরি, তারপর খড় বাঁধা, মাটি মাখানো এবং একাধিক ধাপে শুকিয়ে নেওয়ার পর রঙের কাজ শুরু হয়। কিন্তু এই কর্মযজ্ঞের মাঝে বৃষ্টি হানা দিলে মাটির আস্তরণ নষ্ট হওয়া ছাড়াও প্রতিমায় ফাটল ধরার মতো বিপর্যয় ঘটে। মাটি ঠিকমতো না শুকোলে পরবর্তী সমস্ত কাজ থমকে যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ে পুজোমণ্ডপে প্রতিমা পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিল্পীদের দাবি পূরণ হলে ময়নাগুড়িতে উপযুক্ত শেড, পর্যাপ্ত কাজের জায়গা এবং জল ও বিদ্যুতের সুব্যবস্থাযুক্ত একটি নির্দিষ্ট স্থায়ী কুমোরটুলি গড়ে উঠতে পারে। এর ফলে কেবল বর্ষার দুর্ভোগ থেকেই মুক্তি মিলবে না, সারা বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিমা তৈরির কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এবং এর সঙ্গে যুক্ত বহু পরিবার অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

গোটা বিষয়টির প্রেক্ষিতে ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায় বলছেন, 'মৃৎশিল্পীদের এই দীর্ঘদিনের সমস্যাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে আলোচনা করে এর একটি স্থায়ী সমাধানসূত্র খুঁজে বের করা হবে।'

পুজোর মরশুমের এই কর্মচাঞ্চল্য ও প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততার মাঝেও বৃষ্টির দুশ্চিন্তা কাটিয়ে ময়নাগুড়ির মৃৎশিল্পীরা এখন প্রতীক্ষায় রয়েছেন, কবে তাঁদের দীর্ঘদিনের এই স্থায়ী কুমোরটুলির স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়।

পাড়ায় পাড়ায়

নির্মাণসামগ্রীতে উদ্বেগ

মালবাজার, ১৬ অগাস্ট : মাল পুরসভা এলাকার একাধিক রাস্তায় যত্রতত্র জমে রয়েছে বাড়ি তৈরির নির্মাণসামগ্রী। কলোনি সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বালি, পাথর ও বোল্ডার ফেলে রাখা হচ্ছে। এর ফলে পথচলতি মানুষের যাতায়াতে চরম নাভিশ্বাস উঠছে। এর আগে পুরসভার তরফে মাইকিং করে রাস্তা থেকে নির্মাণসামগ্রী সরিয়ে নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাসিন্দাদের একাংশের উদাসীনতায় পরিস্থিতির কোনও বদল হয়নি। ফলে নিত্যদিন বাড়ছে ছোট-বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা। বাসিন্দা মাধবী পালের কথায়, 'বাড়ি তৈরির নির্মাণসামগ্রী কখনই রাস্তায় ফেলে রাখা উচিত নয়। এতে যাতায়াতের সমস্যা বাড়ে। দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও থাকে।' গাড়িচালক রাজু সাহা বলছেন, 'রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখার কারণে গাড়ি চালাতে সমস্যায় পড়তে হয়।' পুরো বিষয়টি নিয়ে পুর প্রশাসনের তরফে দ্রুত কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

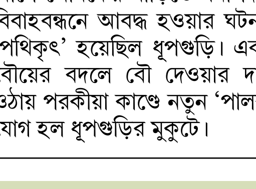

তথ্য ও ছবি : সোমনাথ দত্ত

বেনারসিতে অনন্যা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : রাজার রাজ্য নেই। রাজত্বও নেই। তবে রয়েছে ৫১৭ বছর ধরে চলে আসা মনসাপুজোর ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়েই রবিবার নাগপঞ্চমীর আগের সন্ধ্যায় রাজপরিবারের সদস্যের হাতে মনসা মূর্তিতে বেনারসি পরানো হল। কলকাতা থেকে আসে মায়ের এই শাড়ি। প্রথা মেনেই বাড়ির বধূকে যেভাবে শাড়ি পরানো হয়, ঠিক সেভাবেই আঁচল, কুচি দিয়ে দেবী এবং তাঁর সঙ্গী অন্যান্য প্রতিমাকেও শাড়ি পরানো হয়। শুধু রাজপরিবারের সদস্যরাই নন, পুণ্য অর্জনের জন্য আশপাশের বহু নারীও আসেন দেবী মনসা সহ অন্যান্য মূর্তিতে কাপড় পরাতে।

পুজোর আগের এই পর্বে প্রচুর পুণ্যার্থীর ভিড় জমে রাজবাড়ির মন্দিরে। বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মনসাপুজোয় মনসার সঙ্গে তাঁর বোন নেতি থাকেন। থাকে অষ্টনাগ। বেহুলা-লখিন্দরও থাকেন এই পুজোয়। এছাড়াও থাকে মনসার আটটি মূর্তি। রাজপরিবারের বধূ লিন্ডা বসু বলেন, 'আগে হয়তো এই শাড়ি পরানোর প্রথায় দুই-তিনজন ছিলেন। এখন ধীরে ধীরে প্রতি বছরই এক-দুজন করে আমাদের এই বোনেদের সংখ্যা বেশ বাড়ছে। রবিবার শাড়ি পরানো হচ্ছে, সোমবার ঠাকুরের সাজ হবে, মঙ্গলবার পুজো।' তাঁর সংযোজন, 'আমাদের পুজোয় মা পদ্মা ও নেতিকে গোলাপি রঙের শাড়ি পরানো হয়। মা মনসাকে পরানো হয় লাল রঙের শাড়ি। একেক সময় জামদানি, বেনারসি, কখনও বা সিল্ক পরানো হয়, কিন্তু রং নির্দিষ্ট থাকে।'

নারীদের হাতে সেজে উঠছেন দেবী। রবিবার বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে।

৫১৭ বছরে রাজবাড়ির মনসামেলা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মনসাপুজো ও তাকে ঘিরে মেলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কয়েকশো বছরের ঐতিহ্য। এই পুজো কেবল ধর্মীয় রীতিনীতির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই, বরং আজ তা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন উৎসব। এবছর ৫১৭তম বর্ষে পদার্পণ করেছে রাজবাড়ির এই পুজো। হাতে আর সামান্য সময়, তাই শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সকলে। রবিবার তীব্র গরম উপেক্ষা করে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের সামনে থেকে রাজবাড়ি চত্বর পর্যন্ত চলছে তারই তোড়জোড়। বাঁশ আর ত্রিপল দিয়ে গড়ে উঠছে অস্থায়ী দোকানপাট।

মেলায় এবছরও আকর্ষণ হিসেবে থাকছে জলপরি। এছাড়া থাকছে ব্রেক ডান্স, বড় নৌকা, টোরাটোরা, নাগরদোলা, ফ্রিজবি সহ ছোটদের জন্য প্লেন, গাড়ি আরও অনেক রাইড। মেলা কমিটির তরফে শিবু ঘোষাল বলছেন, 'এবার গত বছরের তুলনায় দোকানের সংখ্যা বেড়েছে। বিভিন্ন ধরনের রাইডও এসেছে। ছোট-বড় মিলিয়ে কমপক্ষে ২৫০টি দোকান তো রয়েছেই। তবে খাবার দোকানে ফায়ার এক্সটিংগুইশার অবশ্যই রাখতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।'

জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের বাসিন্দা তপন পোদ্দার মেয়েদের সাজগোজের জিনিসের দোকান দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'প্রতিবছরই এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করে থাকি। এবছর এখনও আবহাওয়া বেশ সহায় রয়েছে। মেলার ক'টা দিন এমন থাকলে লোকসমাগম ভালোই হবে। ফলে লক্ষ্মীলাভের আশা করাই যায়।'

শুধু জলপাইগুড়ি নয়, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর থেকেও দোকানিরা রাজবাড়ির মনসাপুজোর মেলায় দোকান দিয়েছেন। কোচবিহারের শরণ দত্ত ঠাকুরের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে বসেছেন।

তাঁর কথায়, 'আমার এখন ৫২ বছর। ৩০ বছর ধরে এই মেলায় আসছি। আগে এত দোকান ছিল না। এখন তো প্রচুর দোকান। এটা ঠিক যে, এই মেলায় না আসলে ঠিক ভালো লাগে না।' মেলা কমিটির তরফে জানা যায়, 'সোমবার রাতের মধ্যে আরও দোকান বসবে। জল্পেশের মেলা থেকে সোজা রাজবাড়ি মনসামেলায় চলে আসবেন দোকানদাররা।'

পিয়ালি মোদক রায় নামে শহরের এক বাসিন্দা বলছেন, 'মনসা মায়ের কাছে পুজো দেব। তাই কুলপুরোহিতের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম। এসে দেখলাম জলপরিও আসছে মেলায়। প্ল্যান করলাম মেয়েকে দেখাতে নিয়ে আসব। আজ অনেক দোকান বসেছে দেখলাম। আসলে রাজবাড়ির মনসাপুজোর সঙ্গে শহরবাসীর আবেগ জড়িয়ে আছে।'

মনসাপুজো উপলক্ষ্যে মেলার প্রস্তুতি। রবিবার।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৯০ সংখ্যা, সোমবার, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩৩

‘দিমাগী’

সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রতিপক্ষকে মর্যাদা দেওয়াই রীতি। বিরোধী দলে থেকেও অতীতে প্রধানমন্ত্রী পদে থাকাকালীন ইন্দিরা গান্ধিকে সংসদে দাঁড়িয়ে ‘মা দুর্গা’ বলে সম্মান দিয়েছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। জনসংঘের সেই নেতা বাজপেয়ীকে আবার জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠিয়েছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও। সেই রীতি আজকাল প্রায় অতীত। প্রতিপক্ষকে তাচ্ছিল্য করাই এখন দস্তুর হয়ে গিয়েছে ভারতে।

ফলে প্রধানমন্ত্রীর মুখে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে মেধাবী, মননশীল শব্দ শুনলে ভ্রম তৈরি হয় বটে। দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণে সেই ধরনের শব্দবন্ধনী তাচ্ছিল্যের বদলে কার্যত প্রতিপক্ষকে সম্মান জানানোর শামিল হয়েছে। সেই প্রতিপক্ষের আবার সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস নেই। ওই প্রতিপক্ষ বরং দেশের সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে বিশ্বাসী। মোদির নিশানায় ছিলেন নকশালপন্থীরা। যাঁদের তিনি অতীতে টুকরে টুকরে গ্যাং বা আরবান (শহুরে) নকশাল নামে তাচ্ছিল্য করতেন।

নকশালমুক্ত ভারত গড়া ছিল মোদি সরকারের লক্ষ্য। সেজন্য চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা ঘোষণা করেছিলেন এই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেই অভিযান ছিল মূলত মাওবাদী বলে পরিচিত নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে। তাতে অনেক মাওবাদীকে হত্যা করা হয়েছে। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শেষপর্যন্ত প্রচুর সংখ্যায় মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন বলে বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্য ও কেন্দ্র দাবি করেছে।

পাশাপাশি টুকরে টুকরে গ্যাং বা আরবান নকশাল দমনের নামে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে গ্রেপ্তার করে জেলে ফেলে রাখা হয়েছে। সন্দেহ নেই, যে সশস্ত্র পথের অনুসারী মাওবাদীরা, তা সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভাবনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ওই পথ গণতন্ত্রের পথকে নস্যাৎ করে। মাওবাদীদের সেই কার্যকলাপ দেশের আইনে দণ্ডনীয় অপরাধও বটে। তবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নে নকশালপন্থাকে পুরোপুরি দমন করা সম্ভব নয়।

‘দিমাগী’ নকশালবাদকে তিনি আজকের দিনে দেশের বড় শত্রু বলেছেন। এতে প্রমাণিত, মোদি সরকারের নকশালমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্য এখনও সফল হয়নি। বরং বিজেপি নেতৃত্ব বুঝতে পারছে, ‘দিমাগী’রা থেকে গেলে দেশজুড়ে মুক্তচিন্তার পরিসর বহাল থাকবে শুধু নয়, আরও বিস্তৃত হবে। মুক্তচিন্তা ও জ্ঞানচর্চাকে এখনকার শাসকদের বড় ভয়। যে পরিবেশের জন্য কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা দিশা দরকার নাও হতে পারে।

যন্তরমন্তর সম্প্রতি সেই পরিবেশের সূচনা করেছে। দেশে অনেক বিরোধী দল থাকলেও তাদের সাহায্য ছাড়া, তাদের ভাবনার শরিক না হয়ে যন্তরমন্তর কেন্দ্রীয় সরকারকে নাড়িয়ে দিতে পেরেছে। নকশালপন্থীদের একটি দলের ছাত্রনেত্রী হলেও নেহা বোরা সেই মুক্তচিন্তার অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছেন। যাঁকে দেশের অন্য বামপন্থীরাও স্বীকৃতি দিচ্ছেন। কলকাতায় নেহার সভায় অন্য বাম ছাত্র সংগঠনগুলির উপস্থিতি সেই স্বীকৃতির পরিচয় বহন করছে।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় ‘দিমাগী’ নকশালবাদ আসলে সামগ্রিকভাবে বামপন্থা। যা আদর্শগতভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভাবনার মোকাবিলা করতে সক্ষম। অন্য বাম দলগুলির তেমন শক্তি এখন না থাকায় সংঘ পরিবার দিমাগী নকশালপন্থাকে জনমন থেকে বিচ্ছিন্ন করার কর্মসূচি নিয়েছে। মোদির লালকেল্লার ভাষণ সেই লক্ষ্যকে স্পষ্ট করছে। দিমাগী নকশালপন্থাকে নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দিশায় পরিচালিত নয় বলে সংঘ পরিবার মনে করে। বরং বিভাজনের গতিপথকে আটকে দিতে পারে সামগ্রিক এই ভাবনা।

তরুণ প্রজন্মকে নানাভাবে কাছে টানতে এখন মরিয়া দেশের সরকার। তাদের ওপর আস্থা, ভরসা রাখার কথা বারবার বলছেন মোদি। লালকেল্লার ভাষণে বছরে ১ কোটি তরুণকে এআই প্রশিক্ষণ দেবেন ঘোষণা করেছেন। তাতে অবশ্য তরুণদের বিশ্বাস অর্জন থেকে এখনও অনেক দূরে মোদি সরকার। নবীন প্রজন্মই হয়ে উঠছে শাসকদের কাছে বড় বিপদ। সেই বিপদকেই দিমাগী নকশালবাদ হিসেবে দেখাতে ব্যস্ত শাসক শিবির।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

কোন পথে হাঁটছে আজকের বাংলাদেশ

আওয়ামী লিগ সরকারের পতনের পর ঢাকার ক্ষমতার অলিন্দে ইসলামাবাদের ক্রমবর্ধমান আনাগোনা এবং শেখ হাসিনার দিল্লি থেকে দেওয়া প্রত্যাবর্তন বার্তা— এই দুইয়ের টানাপোড়েনে ভারতের পূর্ব সীমান্ত আজ এক নতুন ভূ-রাজনৈতিক জটিলতার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

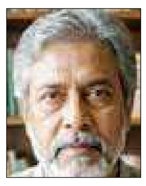

কৌশিক কর্মকার

সাতকুড়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের টহলদারি। -ফাইল চিত্র

ইতিহাসের চাকা কখনো-কখনো বড় অদ্ভুত বাঁক নেয়। যে ভূখণ্ডের জন্ম হয়েছিল পাকিস্তানের শোষণ আর রক্তচক্ষুকে পরাস্ত করে, প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক পর সেই দেশের নীতি-নির্ধারকদের মুখে আজ আবার শোনা যাচ্ছে ইসলামাবাদের স্তুতি। সম্প্রতি দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের করা একটি মন্তব্য গোটা উপমহাদেশের রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। তাঁর দাবি, বাংলাদেশ নাকি এখন ভারতের পূর্ব সীমান্তে ‘দ্বিতীয় পাকিস্তান’ হয়ে ওঠার পথে হাঁটছে। রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর একপাশে সরিয়ে রাখলেও, গত দুই বছরে ঢাকার মাটিতে যা ঘটছে, তা দিল্লির কূটনীতিবিদ এবং প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের কপালে গভীর উদ্বেগের ভাঁজ ফেলতে বাধ্য। মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার থেকে শুরু করে আজকের তারেক রহমানের জমানা— প্রতিটি ধাপে পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকার মাখামাখির যে ছবি উঠে আসছে, তা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এক পরিকল্পিত ভূ-রাজনৈতিক পালাবদলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

পরিস্থিতির গভীরতা বুঝতে গেলে গত কয়েক মাসের সামরিক ও কূটনৈতিক গতিবিধির দিকে নজর দিতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-কে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি বলে মনে করা হত, আজ খোদ ঢাকার বুকে তাদের তৎপরতা বাড়ছে বলে একাধিক গোয়েন্দা সূত্রে খবর। করাচি ও চট্টগ্রামের মধ্যে সরাসরি পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল চালু হওয়া থেকে শুরু করে ১৪ বছর পর ঢাকা-করাচি বিমান পরিষেবা ফের শুরু হওয়া— সবই হয়েছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। শুধু তাই নয়, ঢাকার পাকিস্তান হাই কমিশনে আইএসআই-এর একটি বিশেষ সেল খোলা এবং সামরিক কর্তাদের ঘনঘন রাওয়ালপিন্ডি সফরের খবর দিল্লির নিরাপত্তা মহলে অস্বস্তি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত ও সংবেদনশীল উত্তর-পূর্ব ভারতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে দিল্লি নির্ভর করত ঢাকার সহযোগিতার ওপর। আজ সেই ঢাকার প্রশাসনিক ও সামরিক কাঠামোর ভেতরে যদি পাকিস্তানের ছায়া দীর্ঘ হতে শুরু করে, তবে তা ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বড়সড়ো লাল সংকেত।

এই ইসলামি ভাবাবেগের প্রকাশ এখন আর পর্দার আড়ালে নেই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সাম্প্রতিক অবস্থানের পরিবর্তনকে অত্যন্ত অর্থবহ বলে মনে করছেন। ক্ষমতা বদলের প্রথম দিকে যেখানে সম্প্রীতি ও শ্রীকৃষ্ণের বাণীর কথা শোনা গিয়েছিল, সেখানে আজ সামরিক বাহিনীকে পরিচিত ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি নতুন সামরিক ইউনিটের নামকরণ থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর বহুদিনের পরিচিত স্লোগান বদলে যাওয়ার খবরও নানা মহলে চর্চিত হচ্ছে। যে জামাত-ই-ইসলামিকে সন্ত্রাসদমন আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তারা আজ দেশের মূল বিরোধী শক্তি হিসেবে প্রকাশ্যে রাজনীতি করছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিজবুত তাহরীরের মতো চরমপন্থী সংগঠনের অবাধ জমায়েত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে যখন ধর্মীয় পরিচিতি সত্ত্বাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি করার চেষ্টা চলে, তখন অর্থনীতির হাল কী হতে পারে, তা পাকিস্তানের বর্তমান দশাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধি যেখানে প্রায় সাত শতাংশ থেকে নেমে মাত্র দুই শতাংশে এসে ঠেকেছে, সেখানে এমন উগ্র জাতীয়তাবাদ ও চরমপন্থার উত্থান গোটা অঞ্চলের সুস্থ পরিবেশকে বিষিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

> **স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ভুলে পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকার সামরিক ও কূটনৈতিক মাখামাখি নিছক ক্ষমতার রদবদল নয়, বরং গভীর আদর্শিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তবে ইতিহাস বদলালেও ভূগোল বদলানো যায় না। সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার সীমান্ত, বাণিজ্য ও নিরাপত্তার বাস্তবতায় ভারতকে এড়িয়ে ঢাকার টিকে থাকা অসম্ভব। দিল্লিকেও এখন অতীতের নস্টালজিয়া ঝেড়ে ফেলে বাস্তবতার জমিতে দাঁড়িয়েই নিজের সীমান্ত সুরক্ষিত করার কৌশল সাজাতে হবে।**

ঠিক এই ঘোলাটে আবহাওয়ার মাঝেই দিল্লির মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি বোমা ফাটালেন খোদ ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চব্বিশের অগাস্টে দেশ ছাড়ার পর এই প্রথম সরাসরি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, আগামী ডিসেম্বরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাসেই তিনি স্বদেশে ফিরে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান। মাথায় মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া আর একরাশ দুর্নীতির মামলা ঝুললেও তাঁর এই প্রত্যয়ী ঘোষণা আসলে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া আওয়ামী লিগকে নতুন করে রাজনৈতিক অক্সিজেন জোগানোর মরিয়া প্রয়াস। তবে এই সাংবাদিক বৈঠক শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা সরাসরি আছড়ে পড়েছে সাউথ ব্লকের কূটনৈতিক দরবারে।

হাসিনার এই সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে তারেক রহমানের প্রশাসন। ঢাকার বক্তব্য, ভারত যেখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন শুরুর কথা বলছে, সেখানে তাদের মাটিতে বসেই ক্ষমতাচ্যুত নেত্রীকে এমন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে দেওয়া সম্পর্কের স্বাভাবিকতায় কুঠারাঘাত করছে। এর ফলে একদিকে যেমন ঢাকার বর্তমান নেতৃত্বের মনে দিল্লির উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে, তেমনই আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তারেক রহমানের দিল্লি সফর কিংবা দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত তিস্তা ও গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তির ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। তবে কূটনীতির চাণক্যরা অন্য এক চাল দেখতে পাচ্ছেন। তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামাকে ভারত যেভাবে আশ্রয় দিয়েও চিনের বিরুদ্ধে এক ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশল নিয়ে চলে, শেখ হাসিনাকেও কি দিল্লি একইভাবে ঢাকার সঙ্গে দরকষাকষির অন্যতম কৌশলগত মাধ্যম বা ‘লেভারেজ’ হিসেবে ব্যবহার করছে? বাণিজ্য, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতায়াতের করিডর নিশ্চিত করতে এই মুহূর্তে দিল্লির হাতে এটি এক কঠিন তুরুপের তাস।

তবে বাস্তব এটাই যে, আবেগ দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চলে না। দিল্লি ভালো করেই জানে, সরকার বদলালেও ভূগোলের পরিবর্তন সম্ভব নয়। চার হাজার কিলোমিটারেরও বেশি সীমান্ত দিয়ে ঘেরা বাংলাদেশ চাইলেও ভারতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারবে না। চিকিৎসা পরিষেবা, খাদ্যশস্য আমদানি কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় বাণিজ্যে ঢাকার সবচেয়ে বড় ভরসার নাম এখনও ভারত। তারেক রহমানের সরকার ক্ষমতায় এসে প্রথম সফরে চিন গেলেও, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে ভারতকে বাদ দিয়ে বেশি দূর এগোনো অসম্ভব।

দিল্লির সামনে এখন এক সরু দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার মতো কঠিন পরীক্ষা। একদিকে শেখ হাসিনাকে মানবিক আশ্রয় দেওয়ার দায় ও নৈতিক সমর্থন, অন্যদিকে ঢাকার নতুন শাসকদের বাস্তবসম্মতভাবে কাছে টেনে পাকিস্তানের প্রভাব বলয়কে নিষ্ক্রিয় করা। ভারতের কৌশলবিদদের এখন এমন এক মাঝামাঝি পথ খুঁজতে হবে, যেখানে দিল্লির জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ জলাঞ্জলি না দিয়েও ওপার বাংলার সরকারের সঙ্গে উন্নয়নমূলক অংশীদারিত্ব এগিয়ে নেওয়া যায়। আবেগের কুয়াশা সরিয়ে রেখে বাস্তবতার জমিতে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনই। কারণ, পূর্ব সীমান্তে কোনও নতুন রাজনৈতিক অস্থিরতা শুধু ঢাকার জন্য নয়, দিল্লির পক্ষেও এক দীর্ঘমেয়াদি অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। *(লেখক সাংবাদিক)*

আজ

১৯০৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়া।

২০২০

পণ্ডিত যশরাজ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

পাঁচবারের বিধায়ক, প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার এবং চেয়ারম্যান হিসাবে আশিসদা রামপুরহাটের উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। জনগণের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিয়েছিলেন। এত কাজ করা সত্ত্বেও তাঁকে বারবার অপবাদ দেওয়া হয়েছে। মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং অবিরাম চাপের মুখে ফেলা হয়েছে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কুশলবিনিময় করছিলেন। ভিড়ের মধ্যে এক কিশোরীর টুপি খুলে পড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ নীচু হয়ে টুপিটি কুড়িয়ে ছোট্ট মেয়েটির মাথায় পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী।

ভাইরাল/২

নয়ডার একটি জেলা হাসপাতালে নার্সরা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আর ইনজেকশনের ফাইলে ওষুধ ভরছিলেন এক নিরাপত্তারক্ষী। এভাবে একজন নিরাপত্তারক্ষীর হাতে চিকিৎসার দায়িত্ব ছাড়ায় ক্ষুব্ধ রোগীদের পরিবার। স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

জনমন

জনমত

লোকচক্ষুর আড়ালে নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত মিউজিয়াম

পর্যটন মানচিত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান কার্সিয়াং। দার্জিলিং জেলার এই পাহাড়ি শহরের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের টানে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক এখানে ছুটে আসেন। তিনধারিয়া হয়ে যে রাস্তা কার্সিয়াং, দার্জিলিংয়ের দিকে গিয়েছে, সেই পথেই কার্সিয়াংয়ের কাছে বিখ্যাত পাগলাঝোরা পেরিয়েই গিদ্দা পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর প্রায় নবনির্মিত ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে চারপাশের মেঘ-কুয়াশার লুকোচুরির মধ্যে দিয়ে নীচে টয়ট্রেনের ছুটে আসার অনবদ্য দৃশ্য চিরস্মরণীয়।

এই ভিউ পয়েন্টের প্রায় বিপরীতেই থাকা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতি বিজড়িত মিউজিয়াম ‘নেতাজি মিউজিয়াম অ্যান্ড সেন্টার ফর দ্য স্টুডেন্ট ইন হিমালয়ান ল্যাঙ্গুয়েজস সোসাইটি’ পর্যটকদের অনেকের কাছেই অদেখা থেকে যায়। এর প্রধান কারণ এই দ্রষ্টব্য স্থানটির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে আগত পর্যটকদের সামনে সঠিক পথ নির্দেশিকার অভাব। অথচ রোহিণী থেকে কার্সিয়াং আসার পথে কার্সিয়াংয়ের প্রায় কাছে থাকা ‘মার্গারেট ডেক’ রেস্তোরাঁর পথ নির্দেশিকা রোহিণী থেকেই পথ দেখাতে দেখাতে আসে। কিন্তু গিদ্দা পাহাড়ের নেতাজি স্মৃতিবিজড়িত মিউজিয়ামটির কোনও পথ নির্দেশিকা চোখে পড়ে না। এর দায়ভার অবশ্যই পর্যটন বিভাগকে নিতে হবে।

সবুজে ঘেরা উন্মুক্ত পরিবেশে অবস্থিত এই মিউজিয়ামের পাশেই আলোকিত হয়ে আজও সবুজ পাতা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই ক্যামেলিয়া গাছ, যা সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা শরৎচন্দ্র বসু ১৯৩৪ সালে রোপণ করেছিলেন। তিনি এই বাড়িটি অসম পুলিশের ডেপুটি সুপারের কাছে থেকে কিনেছিলেন ১৯২২ সালে। এই বাড়িতেই ১৯৩৩-’৩৫ সালে নেতাজি নজরবন্দি ছিলেন। এখানে থেকে সুভাষচন্দ্র গোপনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। দার্জিলিংয়ে থাকাকালীন মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে এই বাড়িতেই এসেছিলেন সস্ত্রীক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

এখানে বসে নেতাজি অনেক চিঠি লিখেছিলেন যার মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জওহরলাল নেহরুকে লেখা চিঠিও। ১৯৩৬ সালে নেতাজি হরিপুরা কংগ্রেসে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা লিখেছিলেন এখানে বসেই। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাড়িটি বসু পরিবারের অধীনে ছিল। ১৯৯৭ সালে বাড়িটি সংস্কার করার পর ২০০০ সালে মিউজিয়াম হিসেবে উদ্বোধন হয়। বর্তমানে এই মিউজিয়ামটি ঐতিহাসিক চিঠিপত্র ছাড়াও নেতাজির ব্যবহৃত খাট, টেবিল, চেয়ার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সাক্ষ্যবহন করে চলেছে। নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত এমন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভবনটিকে সযত্নে সংরক্ষণ করে সঠিক প্রচারের আলোয় এনে পর্যটন মানচিত্রে আরও উজ্জ্বল করার জন্য প্রশাসনের পর্যটন বিভাগের কাছে আবেদন রাখছি।

গৌতমেন্দু নন্দী
নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ডেসিবেলের মাপকাঠিতেই হোক শব্দের বিচার

শব্দ দূষণ রোধে প্রয়োজন নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগ ও সবার জন্য অভিন্ন মানদণ্ড।

হাবিব মণ্ডল

প্রতীকী।

শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের কথা উঠলেই সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের স্বস্তি তৈরি হয়। কারণ, প্রতিদিনের জীবনে শব্দের আগ্রাসন এখন প্রায় অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাস ও লরির কর্কশ হর্ন, পরিবর্তিত সাইলেন্সার লাগানো মোটরবাইক, ট্রেনের বিকট শব্দ, উৎসবের মরশুমে পটকার বিস্ফোরণ, বিয়েবাড়ির ডিজে, রাজনৈতিক সভা কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানের উচ্চগ্রামে বাজতে থাকা লাউডস্পিকার আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। ফলে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় উপাসনালয়ের মাইক অপসারণকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত লক্ষ্য ও পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে।

শব্দ দূষণ যে মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই। দীর্ঘ সময় উচ্চমাত্রার শব্দের মধ্যে থাকলে শ্রবণশক্তির অবনতি, ঘুমের ব্যাঘাত, মানসিক চাপ, বিরক্তি এবং মনোযোগের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বহুদিন ধরেই এ বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন। সেই কারণেই দেশে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক বিধিমালা রয়েছে। কিন্তু আইনের মূল উদ্দেশ্য যদি মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হয়, তাহলে সেই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সমতার নীতি বজায় রাখা জরুরি। কারণ, শব্দ দূষণের উৎস কেবল কোনও একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নয়। যানবাহন, শিল্পকারখানা, রাজনৈতিক কর্মসূচি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক আয়োজন এবং উৎসবের বিভিন্ন কার্যক্রমও এর জন্য দায়ী।

শব্দের মাত্রা নিয়ে কিছু পরিসংখ্যান এই বাস্তবতাকে আরও স্পষ্ট করে। সাধারণ কথোপকথনের শব্দ সাধারণত ৫৫ থেকে ৬৫ ডেসিবেলের মধ্যে থাকে। জোরে কথা বললে তা ৭৫ ডেসিবেলের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। একটি মোটরবাইকের শব্দ পরিস্থিতি অনুযায়ী ৮০ থেকে ৯৫ ডেসিবেল পর্যন্ত উঠতে পারে। বাস ও ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের মাত্রা দেখা যায়। লোকাল ট্রেন চলাচলের শব্দ ৮০ থেকে ৯৫ ডেসিবেল পর্যন্ত হতে পারে, আর ট্রেনের হর্ন অনেক সময় ১১০ থেকে ১৩০ ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বিয়েবাড়ি, সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা রাজনৈতিক সমাবেশে ব্যবহৃত বড় সাউন্ড সিস্টেমের শব্দও ৯০ থেকে ১১০ ডেসিবেলের মধ্যে অবস্থান করতে পারে। উৎসবের সময়ে ব্যবহৃত কিছু পটকার শব্দ অল্প সময়ের জন্য ১২০ ডেসিবেল বা তারও বেশি হতে পারে। অর্থাৎ শব্দের তীব্রতার দিক থেকে কোনও একটি উৎসকে আলাদা করে দেখার সুযোগ খুব কম।

সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়, বিশেষ করে মসজিদে ব্যবহৃত লাউডস্পিকার নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, কয়েক হাজার লাউডস্পিকার সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের বক্তব্য, নতুন কোনও আইন তৈরি করা হয়নি; বরং আদালতের নির্দেশ এবং বিদ্যমান শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালাই কার্যকর করা হচ্ছে। তবে এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে। যদি সমস্যার নাম শব্দ দূষণ হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কি সব উৎসকে একই মানদণ্ডে বিচার করা হচ্ছে? কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে ব্যবস্থা নেওয়া অবশ্যই উচিত। কিন্তু একইসঙ্গে রাজনৈতিক সভা, মিছিল, সামাজিক অনুষ্ঠান, ডিজে কিংবা যানবাহনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের নজরদারি প্রয়োজন।

ভারতের সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ আইনের দৃষ্টিতে সমতার নিশ্চয়তা দেয়। একইভাবে ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ ধর্ম পালনের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়, যদিও তা জনস্বাস্থ্য ও জনশৃঙ্খলার স্বার্থে যুক্তিসংগত সীমাবদ্ধতার অধীন। তাই শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেই লড়াই তখনই মানুষের আস্থা অর্জন করবে, যখন তা হবে নিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন এবং সংবিধানের মূল চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইনের চোখে যদি সবাই সমান হয়, তাহলে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও সেই সমতা বাস্তবে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। তাহলেই মানুষ বিশ্বাস করবে যে, উদ্দেশ্য কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করা নয়; বরং একটি শান্ত, স্বাস্থ্যকর এবং আইনসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলাই প্রশাসনের একমাত্র লক্ষ্য।

(লেখক সাংবাদিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫২৫

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। নরম ও পাতলা রেশমি বস্ত্র ৪। মালিশ করতে লাগে ৫। মহিলাদের লাস্য বা ছলাকলা ৭। পর্ণমৃগ অথবা শাখামৃগ ৮। সুতোর কারুকাজ করা মাদুর ৯। লাল রংয়ের ঝাঁটিফুল ১১। যাচাই বা মূল্যায়ন করা ১৩। কেরোসিনের বাতি ১৪। আংশিক মানুষ, আংশিক পাখি ১৫। দেবতাদের ব্যজন।

উপর-নীচ : ১। অসাধারণ গুণ বা প্রভাব ২। বলদ বা ষাঁড় ৩। উত্তর ২৪ পরগনার পুরসভা শহর ৬। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ঐতিহাসিক অঞ্চল ৯। গণ্ডগোল করা যার স্বভাব কোনও কাজের ক্ষেত্রে ১০। কঠোর বিধিনিষেধ ১১। জমির মালিকানা সম্পর্কিত দলিল ১২। পার্বত্য এলাকার ভারবাহী প্রাণী।

সমাধান ■ ৪৫২৪

পাশাপাশি : ১। সওয়াল ৩। উদ্যান ৫। নয়ানজুলি ৭। রসুন ৯। কামরা ১১। বারফট্টাই ১৪। কন্দর ১৫। নবনীত।

উপর-নীচ : ১। সরকার ২। লন্ডন ৩। উজান ৪। নকলি ৬। জুলুম ৮। সুন্দর ১০। রাজপুত ১১। বার্নিক ১২। ফলার ১৩। ইমন।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্কুল দেখলেন ককরোচ প্রধান

ছত্রপতি শম্ভাজিনগর, ১৬ অগাস্ট : পূর্বঘোষণা মতো ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে ‘স্কুল ঠিক করো’ কর্মসূচি চালু করল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। শনিবার সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে হিঙ্গোলি জেলার সাস্তুক পিম্পরিতে নিজের গ্রামের একটি স্কুল ঘুরে দেখেন। সমাজমাধ্যমে যে ভিডিও তিনি পোস্ট করেছেন,

তাতে দেখা গিয়েছে, ওই স্কুলের ছাত্রীদের থেকে স্কুলে কী কী সুযোগসুবিধা রয়েছে সেসম্পর্কে জানতে চাইছেন দীপকে। তিনি লিখেছেন, ‘স্বাধীনতার ৮০ বছর পরও আমাদের সরকারি স্কুলগুলিতে ন্যূনতম সুযোগসুবিধাও পাওয়া যায় না।’ তিনি যে তালিকা তৈরি করেছেন সেই অনুযায়ী, স্কুলে পানীয় জলের বন্দোবস্ত নেই, বেঞ্চ নেই, জানালাও ভাঙা। অভিজিতের অভিযোগ, ক্ষমতায় যে দলই থাকুক, সরকারি স্কুলের প্রতি অবহেলাই করা হয়েছে সবসময়।

মুম্বইয়ে আসছে বন্দে মেট্রো

মুম্বই, ১৬ অগাস্ট : আন্তর্জাতিক দরপত্র ডাকার তিন বছর পর মুম্বইয়ের জন্য ২৩৮টি এসি ‘বন্দে মেট্রো’ তৈরির দায়িত্ব অবশেষে পেল রেল। মুম্বই রেলওয়ে বিকাশ কর্পোরেশনের সিএমডি বিলাস ওয়াড়েকর জানিয়েছেন, চেন্নাই, কাপুরথালা এবং রায়বেরিলির তিনটি দেশীয় কারখানাতেই এই ১২ কামরার ট্রেনগুলো তৈরি হবে। ২০২৭ সালের মধ্যে প্রথম ট্রেনটি রেলের হাতে আসবে। আর ২০৩০ সালের মধ্যে পুরো ২৮৫৬টি কোচ মুম্বইয়ে পৌঁছে যাবে। এই মেগা প্রকল্পের জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১৯,২৯৩ কোটি টাকা।

লিখতে হবে ‘অসমিয়া’

গুয়াহাটি, ১৬ অগাস্ট : আসন্ন জনগণনায় অসমের ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে ‘অসমিয়া’ উল্লেখ করার আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শনিবার খানাপাড়ায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বরাক উপত্যকার বাঙালি ও উপজাতিরা নিজেদের ইচ্ছেমতো ভাষা লিখতে পারেন। কিন্তু রাজস্থান বা অন্য রাজ্য থেকে যাঁরা অসমে এসে এখানকার সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছেন, তাঁরা যেন জনগণনায় মাতৃভাষা হিসেবে ‘অসমিয়া’-ই নথিভুক্ত করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের জনগণনায় অসমে অসমিয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ৫৯.৫৩ শতাংশ, যা ২০১১ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৮.৩৮ শতাংশে। ভাষার এই পতন ঠেকাতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই বিশেষ আর্জি।

জলে প্রাণঘাতী ব্যাকটিরিয়া

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : রেলস্টেশনের ওয়াটার কুলার থেকে জল খাওয়ার আগে সাবধান! কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল-এর এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে প্রকাশ, দেশের একাধিক রেলস্টেশনের পানীয় জলের নমুনায় মিলেছে প্রাণঘাতী ‘ই-কোলাই’ ব্যাকটিরিয়া, যা থেকে ডায়ারিয়া, ফুড পয়জনিং এমনকি কিডনি বিকল পর্যন্ত হতে পারে। ৫১২টি নন-সাবার্বান স্টেশনে সমীক্ষা চালিয়ে ৮টি স্টেশনে এই ব্যাকটিরিয়ার খোঁজ মিলেছে, যার মধ্যে রয়েছে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাসও। শুধু জল নয়, প্রায় ৮৯ শতাংশ স্টেশনে বসার জায়গা, শৌচালয় বা ডাস্টবিনের মতো ন্যূনতম যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও নেই বলে রিপোর্টে কড়া সমালোচনা করেছে ক্যাগ।

স্ত্রী-সন্তান সহ মৃত জওয়ান

মুম্বই, ১৬ অগাস্ট : মুম্বইয়ের অত্যন্ত সুরক্ষিত নেভিনগর এলাকার আবাসন থেকে এক ভারতীয় নৌসেনা কর্মী, তাঁর স্ত্রী এবং দুই শিশুসন্তানের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতদের নাম পুরণমল শম্ভুলাল মেহরা (৩০), তাঁর স্ত্রী ওমা (২৮), তিন বছরের ছেলে যশ এবং দুই মাসের এক শিশু। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে খুন করার পর নিজে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ওই নৌসেনা কর্মী। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য জেজে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ভারতীয় নৌসেনার তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে এবং তারা সবরকম সহযোগিতা করছে।

সোনিয়ার বিরুদ্ধে চড়া সুর শা, শুভেন্দুর

বন্দে মাতরমে বিতর্ক

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : শনিবার ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। বিজেপির অভিযোগ, বন্দে মাতরমের প্রথম দু’টি স্তবক গাওয়ার পর কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং মল্লিকার্জুন খাড়্গে গানটি মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কংগ্রেস এখনও জাতীয় গানকে মেনে নিতে পারেনি। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির একাধিক রথী, মহারথী এই ঘটনায় সোনিয়া এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করেছেন। যদিও জয়রাম রমেশ সহ কংগ্রেস নেতাদের দাবি, সিপিপি চেয়ারপার্সন মোটেই বন্দে মাতরম গাইতে বাধা দেননি। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের জন্য একটি চেয়ারের বন্দোবস্ত করার কথা বলেছিলেন তিনি। ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, কংগ্রেস দপ্তরে যখন বন্দে মাতরম গাওয়া হচ্ছিল তখন সোনিয়া গান্ধি বিরক্ত হয়ে কিছু বলছিলেন খাড়্গেকে। কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

জাতীয় গান চলার সময় কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের এমন

> **কংগ্রেস সদর দপ্তরে বন্দে মাতরম গাওয়া হচ্ছিল। সেইসময় মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে গান বন্ধের কথা বলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। আমরা সবাই টিভিতে তা দেখেছি।**
>
> **অমিত শা**

আচরণে ক্ষুব্ধ বিজেপি। চিতোরগড়ে এক জনসভায় অমিত শা বলেন, ‘কংগ্রেস সদরদপ্তরে বন্দে মাতরম গাওয়া হচ্ছিল। সেইসময় মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে গান বন্ধের কথা বলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। আমরা সবাই টিভিতে তা দেখেছি। সোনিয়াজি ১৪০ কোটি দেশবাসী আপনাকে দেখছে। আপনি যে পাপ করেছেন তা দেশের জনতা কখনও ক্ষমা করবে না। বন্দে মাতরমকে কি অর্ধেক গাওয়া যায়? কংগ্রেসের এর জন্য লজ্জা হওয়া উচিত।’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তোপ, ‘৮০ বছর বাদে লালকেল্লায় বন্দে মাতরম গাওয়া হয়েছে। আপনাদের যদি এতটুকুও লজ্জা থেকে থাকে তাহলে হাতজোড় করে বঙ্কিমবাবুর অমর আত্মা এবং দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চান।’

সোনিয়া এবং কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। রবিবার নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সোনিয়া গান্ধি পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম গাওয়ার ক্ষেত্রে কীভাবে তাঁর বিরক্তি, আপত্তি, বিরোধিতা করেছেন তা গোটা ভারত দেখেছেন। কংগ্রেসের কোনও কোনও নেতা তাঁদের মালকিনকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও বাস্তবে যে টিভিতে যা দেখা গিয়েছে তাতে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার কোনও সুযোগ কংগ্রেসের কাছে নেই। বন্দে মাতরমকে অপমান করার অর্থ দেশপ্রেম, রাষ্ট্রবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সর্বোপরি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অপমান। আমি পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’ বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের সদস্য তথা নৈহাটির বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে ওই ঘটনার সমালোচনা করে সোনিয়া ও খাড়্গেকে যে চিঠি লিখেছেন তাও সাংবাদিকদের জানান মুখ্যমন্ত্রী। সুমিত্র বলেন, ‘নিঃশর্তে ক্ষমা চাওয়া উচিত সোনিয়া গান্ধির। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এতে রাজ্যের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে। আমরা ব্যথিত। কংগ্রেসের বাংলা বিরোধী মানসিকতা রয়েছে। নেতাজিকেও অপমান করেছে।’ বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য, মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী প্রমুখও কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন। সম্প্রতি বন্দেমাতরমকে জনগনমণ-এর সমতুল্য করে জাতীয় গানে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে কড়া আইন পাশ হয়েছে সংসদে।

‘দিমাগী’ নকশাল, নমো-কথায় তর্জা

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘দিমাগী’ নকশাল মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবল শোরগোল পড়েছে। শনিবার লালকেল্লা থেকে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী যুবসমাজকে নকশালপন্থী চিন্তাধারা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। মোদি বলেন, ‘সশস্ত্র মাওবাদীদের সংখ্যা কমলেও দেশে এখনও নকশালপন্থী মানসিকতাসম্পন্ন মানুষরা সক্রিয় রয়েছে।’ এঁদের চিহ্নিত করে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ওপর জোর দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। সমাজমাধ্যমে চিদম্বরমের খোঁচা, ‘দিমাগী’ নকশাল হলে আমি গর্বিতই হতাম।’ কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, অতীতে ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’, ‘আন্দোলনজীবী’ বা ‘আরবান নকশাল’-এর মতো শব্দ ব্যবহার করে সমালোচকদের দাগিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা বিজেপি করে এসেছে, ‘দিমাগী’ নকশাল বিশেষণটি সেই তালিকায় নবতম সংযোজন। প্রশ্নফাঁস বিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-যুবদের নিশানা করতেই এই কৌশল নেওয়া হয়েছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন বিরোধীরা।

শনিবার ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ।

চিদম্বরমের মন্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী বিরোধী নেতাদের উদ্দেশে এই কথা বলেননি। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী কোনও বিরোধী নেতাকে এই আখ্যা দেননি। যারা মাওবাদীদের সমর্থন করে, ভারতীয় সংবিধান মানে না, ৩৭০ ধারা ফেরাতে চায় এবং শিলিগুড়ি করিডর বা ‘চিকেনস নেক’ কেটে উত্তর-পূর্ব ভারতকে আলাদা করতে চায়, প্রধানমন্ত্রী শুধু তাদেরই ‘দিমাগী’ নকশাল বলেছেন। এই বিতর্ক ছায়া ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও। এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, মাওবাদ উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। তবে এই মুহূর্তে ভারত মাওবাদ মুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় যে শহুরে নকশালরা রয়েছে, যারা ভারতকে টুকরো করার স্লোগান দিচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করতে হবে।

শনিবার সকালে ৭.৭ মাত্রার এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার নুসা টেঙ্গারা প্রদেশ। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫ হাজারের বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কম্পনের জেরে একাধিক রাস্তায় ধস নেমেছে এবং প্রায় ১,৩০০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছবিতে রিওক শহরে ভূমিকম্পে হেলে যাওয়া বাড়ির সামনে ত্রাণের অপেক্ষায় এক বাসিন্দা।

তারেকের ভারত সফর অনিশ্চিতই

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৬ অগাস্ট : নয়াদিল্লির ওপর এবার নজিরবিহীন চাপ বাড়াল ঢাকা! স্পষ্ট বার্তা, আগে ‘পলাতক’ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দিতে হবে, তবেই ভারত সফরে আসবেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রবিবার বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকের এই কড়া বিবৃতিতে কার্যত দু’দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন করে চরম উত্তেজনা তৈরি হল।

দীর্ঘদিন ধরেই তারেক রহমানের নয়াদিল্লি সফর নিয়ে দু’দেশের অন্দরে কথাবার্তা চলছিল। কিন্তু গত ৫ অগাস্ট দিল্লিতে বসে শেখ হাসিনার প্রকাশ্য সাংবাদিক বৈঠকের পরই বারুদে অগ্নিসংযোগ হয়। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে দণ্ডিত এক ‘পলাতক’ নেত্রীকে ভারত কীভাবে এই সুযোগ দিল, তা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ঢাকা। বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র একেএম শহিদুল করিম কড়া ভাষায় জানিয়েছেন, ‘সফরের জন্য অনুকূল পরিবেশ চাই। আর তার জন্য হাসিনা সহ অন্যান্য পলাতক অপরাধীদের

> **হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যুতে দিল্লির ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল ঢাকার**

দ্রুত প্রত্যর্পণ করতে হবে।’

ঢাকার নিশানায় শুধু হাসিনা নন, রয়েছেন রাজনৈতিক কর্মী শাহিদ শরিফ ওসমান হাদির খুনিরাও। গত মার্চেই পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ থেকে ওই জোড়া খুনিকে গ্রেপ্তার করেছিল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তি মেনে অবিলম্বে তাদেরও ফেরত চাইছে ঢাকা। নিজেদের ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’ নীতির কথা জোরালোভাবে মনে করিয়ে দিয়ে বিদেশমন্ত্রকের সাফ কথা—সার্বভৌমত্ব, জাতীয় মর্যাদা এবং একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার ভিত্তিতেই প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক এগোবে।

২০২৪ সালের অগাস্টে প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন হাসিনা। তারপর থেকে তাঁর প্রত্যর্পণ নিয়ে আলোচনা নয়াদিল্লি ঝুলিয়ে রাখার নীতি নিয়েছে। ভারতের দাবি, প্রত্যর্পণের বিষয়টি এখনও ‘বিচারাধীন’ এবং হাসিনার ওই সাংবাদিক বৈঠকের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে দিল্লির এই সাফাইয়ে যে চিঁড়ে ভিজছে না, তারেক রহমানের সফর স্থগিত রাখার হুঁশিয়ারিতে ঢাকা তা আজ স্পষ্ট করে দিল।

কটাক্ষ জাভেদের

মুম্বই, ১৬ অগাস্ট : পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে সেদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করলেন প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার। জারদারি একটি ভাইরাল ভিডিওতে দাবি করেন, তাঁরা ৩-৪ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যাকে ‘সহ্য’ করেন এবং হিন্দুরা ভারতের চেয়ে পাকিস্তানেই বেশি স্বাধীন। এর কড়া জবাবে এক্স হ্যান্ডেলে জাভেদ আখতার জারদারিকে তাঁর অতীত দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে ‘মিস্টার ১০ পার্সেন্ট’ বলে তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি লেখেন, ‘যাঁরা ১০ শতাংশের নীচে, তাঁদের প্রতি আপনি সবসময়ই অসংবেদনশীল।’ অতীতেও পাকিস্তানে বসে তাদের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কড়া ভাষায় তোপ দেগেছিলেন জাভেদ আখতার।

খুন করে আত্মঘাতী

বেঙ্গালুরু, ১৬ অগাস্ট : বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার স্বামী-স্ত্রীর নিথর দেহ। বেঙ্গালুরুর ঘটনা। পুলিশের অনুমান, স্ত্রী পদ্মাবতীকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন সুমন্ত জৈন। সুমন্ত পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। স্ত্রী ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। তাঁদের কেনা একটি বাড়ির মালিকানা নিয়ে দম্পতির মধ্যে কিছুদিন ধরে ঝগড়া চলছিল। তর্কাতর্কির সময় পদ্মাবতীর মুখে ঘুসি মারেন সুমন্ত। তারপর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে স্ত্রীকে খুন করেন। এরপর সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে আত্মঘাতী হন সুমন্ত। মৃত্যুর আগে মাকে একটি ভয়েস মেসেজে তিনি বলেছিলেন, ‘আমার পিএফের টাকা এবং সব জিনিস নিয়ে যেও। তোমাদের ছেড়ে আমি চললাম।’

বিমানবন্দরে গুলি

বারাণসী, ১৬ অগাস্ট : সাতসকালে চাঞ্চল্য বারাণসী বিমানবন্দরে। অস্ত্র পরীক্ষার সময় আচমকা গুলি চলল এক যাত্রীর পিস্তল থেকে। আহত হয়েছেন দুই নিরাপত্তাকর্মী। তাঁরা হাসপাতালে ভর্তি। অবস্থা স্থিতিশীল। রবিবার সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর লালবাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মুম্বই যাওয়ার কথা ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানের। যাত্রীদের চেকিং চলছিল। বিমান ধরতে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন আজমগড়ের কমলেশ রাই। তাঁর কাছে একটি পিস্তল ও ম্যাগাজিন ছিল। সেই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও তাঁর কাছে ছিল। এরপর পিস্তলটি পরীক্ষার সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুরুষ নিরাপত্তাকর্মীর হাতে ও মহিলা কর্মীর উরুতে আঘাত লাগে গুলির। ঘটনার পর জোরদার করা হয়েছে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পরীক্ষার সময় কীভাবে গুলি বেরোল তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

তালিবান যোগে ধৃত বাংলার তরুণ

বেঙ্গালুরু, ১৬ অগাস্ট : পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে জঙ্গিগোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার ছক কষেছিল বাংলার এক তরুণ। সেই অভিযোগে বেঙ্গালুরুর জিগনি এলাকা থেকে ২৫ বছরের আসাফুল মল্লিক নামে এক তরুণকে আটক করল পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার নোয়াপাড়ার বাসিন্দা আসাফুল জিগনিতে টাটার একটি সংস্থায় নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করত। ফেসবুকে আফগানিস্তানের ইমরান হায়দার নামে এক তালিবান সদস্যের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। প্যালেস্তাইন ইস্যু ও পাকিস্তানে মুসলিমদের ওপর অত্যাচারের বদলা নিতে সে আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য ভিসার আবেদনও করেছিল। তার মোবাইল থেকে সন্দেহজনক চ্যাট ও কল রেকর্ড উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মহুয়াকে হেনস্তা নিন্দায় শশী

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে নদিয়ার সরকারি সার্কিট হাউসে মমতাপন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের হেনস্তার ঘটনা নিয়ে সরব হলেন লোকসভার কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। শনিবার সমাজমাধ্যমে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকলকে কঠিন সময়ে মহুয়াকে সহমর্মিতা জানানোর আবেদন করেন তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ। সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে শশী বলেন, ‘নিজের দৃঢ় অবস্থানের জন্য যদি মহুয়াকে উন্মত্ত জনরোষের মুখে পড়তে হয়, তবে সরকারের দায়িত্ব তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া- সরকারি বাসভবন খালি করার নির্দেশ দেওয়া নয়।’ কংগ্রেস সাংসদ আরও বলেন, ‘একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের বিষয় আলাদা করে বোঝানোর প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়।’ তাঁর বার্তার শেষে ছিল ‘স্ট্যান্ড উইথ মহুয়া’ হ্যাশট্যাগ।

শুক্রবার অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র কৃষ্ণনগরের সার্কিট হাউস থেকে রাতেরবেলায় তাঁকে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ তুলেছিলেন মমতাপন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, সরকারি অতিথিশালার বাইরে একদল লোক জমায়েত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগানও দেন।

হেমন্তের বাসভবন ঘেরাওয়ের ডাক

রাঁচি, ১৬ অগাস্ট : ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ এবার চরম আকার নিল। ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে রাঁচিতে ‘তেরঙ্গা যাত্রা’ করে আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা ঘোষণা করেন, অবিলম্বে দুর্নীতির তদন্ত না হলে ২০ অগাস্ট মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বাসভবন ঘেরাও করা হবে। একইসঙ্গে তাঁরা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, তিনি যেন এই দুর্নীতিগ্রস্ত জেএমএম সরকার থেকে অবিলম্বে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন, না হলে রাজ্যের ২৪টি জেলায় তাঁর ও মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হবে।

সিবিআই তদন্তের দাবিতে এই ছাত্র আন্দোলন ইতিমধ্যেই ২৩ দিনে পা দিয়েছে। ‘জেপিএসসি-জেএসএসসি রিফর্মস মঞ্চ’-এর ব্যানারে আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের ক্ষমতাসীন জেএমএম-কংগ্রেস জোট সরকার চরম উদাসীনতা দেখাচ্ছে। মঞ্চের শীর্ষ নেতা রবীন্দ্র পাসোয়ান পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের দাবি দ্রুত মানা না হলে আন্দোলন আরও উগ্র রূপ নেবে।

এদিকে জয়পাল সিং মুণ্ডা স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়ে আলবার্ট এক্কা চক পর্যন্ত আয়োজিত ওই ‘তেরঙ্গা যাত্রা’য় হাজার হাজার আন্দোলনকারী অংশ নিয়েছিলেন। অনশনরত দু’জন হুইলচেয়ার-বাহিত আন্দোলনকারীও তাতে শামিল হয়েছিলেন। তবে আন্দোলনের অন্যতম মুখ তথা

> **হুঁশিয়ারি রাহুল গান্ধিকেও**

ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চার নেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো সদর হাসপাতাল থেকে মিছিলে যোগ দিতে গেলে পুলিশ তাঁকে বলপূর্বক আটকে দেয়। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে তাঁর বাকবিতণ্ডার ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে অহংকার ত্যাগ করে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় বসার পরামর্শ দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা বাবুলাল মারান্ডি।

মস্কোয় আগুনের সঙ্গে লড়াই দমকলকর্মীর। রবিবার।

রাশিয়ায় ড্রোন হামলা

মস্কো, ১৬ অগাস্ট : যুদ্ধ শুরুর পর থেকে রাশিয়ার বুকে সর্ববৃহৎ ড্রোন হামলা চালাল ইউক্রেন। রবিবার রাতে ৮২২টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধেয়ে আসে রাশিয়ার দিকে। মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন জানিয়েছেন, শুধু মস্কোর আকাশেই প্রায় ৬০০ ড্রোন দেখা গিয়েছে, যার এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করা হয়েছে। তবে বেশ কিছু ড্রোন শহরের বসতি ও বাণিজ্যিক এলাকায় আছড়ে পড়েছে। যার জেরে বেড়েছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। এই হামলায় মস্কো ও রোস্তভ অঞ্চলে অন্তত ৬ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া একটি গুদামে আগুন লেগে যায় এবং একাধিক আবাসন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিন মস্কোর বেশ কয়েকটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। আগুন নেভাতে হিমশিম খেতে হয়েছে দমকল কর্মীদের। উদ্ধারকাজে নামানো হয় সেনাকে। কয়েকদিন আগেই তাতারস্তান অঞ্চলে ইউক্রেনের একইরকম এক ভয়াবহ ড্রোন হামলায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। জবাবে ইউক্রেনে পালটা হামলা চালিয়েছিল রাশিয়া। যুদ্ধের তীব্রতা যে ক্রমশ বাড়ছে, এই হামলাই তার প্রমাণ।

ভারতের প্রশংসায় একজোট

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে তারা একে অপরের চরম শত্রু। কিন্তু ভারতের কাছে তারা দু’জনেই সমান বন্ধু। আর ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে ইজরায়েল ও ইরানের রাষ্ট্রপ্রধানদের উষ্ণ শুভেচ্ছাবার্তাই বিশ্বমঞ্চে নয়াদিল্লির এই সফল কূটনৈতিক ভারসাম্যের প্রমাণ দিল। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। দুই দেশের গভীর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সম্পর্ককে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়নের একটি অমূল্য সম্পদ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মানের ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে তেহরান বদ্ধপরিকর বলেও এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

অন্যদিকে, শুভেচ্ছাবার্তার জন্য ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকেও বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নেতানিয়াহু তাঁর বার্তায় মোদিকে ‘প্রিয় বন্ধু’ সম্বোধন করে অসীম বন্ধুত্বের বার্তা দিয়েছিলেন। জবাবে মোদি আশা প্রকাশ করেন, দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আগামী দিনে আরও দৃঢ় হবে।

ইজরায়েল ও ইরানের মতো দুই বিপরীত মেরুর দেশকে একইসঙ্গে ভারতের পাশে দাঁড় করানো সাউথ ব্লকের বড় সাফল্য। শুধু এই দুই দেশই নয়, ফ্রান্স, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল ও ভুটানের মতো দেশগুলিও ভারতকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

গুটখা বিজ্ঞাপনে বিপাকে তারকারা

মুম্বই, ১৬ অগাস্ট : পানমশলার বিজ্ঞাপনে মুখ দেখিয়ে বিপাকে পড়লেন বলিউডের তিন মহারথী- শাহরুখ খান, অজয় দেবগন এবং টাইগার শ্রফ। ‘বিমল এলাচি’-র বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাজ্যে নিষিদ্ধ পানমশলার প্রচার করার অভিযোগে তাঁদের শোকজ নোটিশ পাঠাল মহারাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। নোটিশে অবিলম্বে তাঁদের এই প্রচার থেকে সরে দাঁড়াতে এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সমস্ত ভিডিও মুছে ফেলার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এফডিএ-র দাবি, এলাচির আড়ালে নিষিদ্ধ তামাকজাত দ্রব্যেরই প্রচার চলছে। এই নির্দেশ না মানলে তাঁদের ১০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং তিন বছরের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হতে পারে।

বিয়ার, আলু উৎপাদনে ধাক্কা

অ্যামস্টারডাম, ১৬ অগাস্ট : বিশ্ব উষ্ণায়ন আর এল নিনোর জোড়া ফলায় রীতিমতো পুড়ছে গোটা ইউরোপ! চরম খরা ও তাপপ্রবাহের জেরে ইউরোপের উর্বর কৃষিজমি এখন কার্যত মরুভূমি। আর এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে আমজনতার প্রিয় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই থেকে শুরু করে ঠান্ডা বিয়ারের গ্লাসে।

নেদারল্যান্ডসের বিস্তীর্ণ আলুর খেত শুকিয়ে কাঠ। জলের অভাবে ফলন এতটাই খারাপ যে, ম্যাকডোনাল্ডস-এর মতো সংস্থায় ব্যবহৃত লম্বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের আলু এবার আকারে অনেকটাই ছোট হবে

> **খরার কোপে ইউরোপ**

বলে আক্ষেপ কৃষকদের। অন্যদিকে, চরম খরার জেরে বসনিয়ায় ভুট্টার ফলন তলানিতে এসে ঠেকেছে। চেক প্রজাতন্ত্রের বিখ্যাত বিয়ার শিল্পও ধুঁকছে। কারণ, বৃষ্টির অভাবে বিয়ার তৈরির অন্যতম উপাদান ‘হপস’-এর গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে।

ডাচ ব্যাংক ‘ট্রিওডোস’-এর চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট বলছে, এই ভয়াবহ খরার জেরে ২০২৬ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিডিপি অন্তত এক শতাংশ বা প্রায় ২০৮ বিলিয়ন ডলার কমে যেতে পারে। সেচের জলের ওপর ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। সব মিলিয়ে, জলবায়ু পরিবর্তনের এক চরম ও ভয়ংকর খেসারত দিতে চলেছে ইউরোপের অর্থনীতি ও কৃষিব্যবস্থা।

দেব ভরসায় রানের পাহাড়ে শুভমানরা

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-৪৬০/৯
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

গল, ১৬ অগাস্ট : সকাল থেকে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। খেলা শুরুর অন্তহীন অপেক্ষার ফাঁকেই কানে আসছিল হাজার মাইল দূরের ডারউইনের খবর। যেখানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চমকে দিয়েছে বাংলাদেশ। মেহেদি হাসান মিরাজদের সেই জয় পরোক্ষভাবে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার অঙ্কটা একটু হলেও কঠিন করে দিয়েছে। মেঘ-রোদের লুকোচুরি পেরিয়ে দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে যখন ত্রিপল সরল, দেখা গেল গলের ২২ গজের চরিত্র যেন এক রাতেই পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। ৫৪টা ওভার নষ্ট হওয়ার পর ভারতীয় শিবিরের মানসিকতাও তখন পালটে গিয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসের দিন যে পিচ পাটা মনে হচ্ছিল, আজ সেখানেই আচমকা দুরন্ত ঘূর্ণি আর অসমান বাউন্স। সেই পরিবর্তিত পিচেই বুক চিতিয়ে লড়লেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। ব্যাটিং স্টান্স আর ব্যাকলিফটে তাঁর সূক্ষ্ম বদল ঘূর্ণি পিচে খেলার নিখুঁত ব্যাকরণ হয়ে উঠল। তিন নম্বরে নেমে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে ১৫০ রান পেরোলেন তিনি। শেষপর্যন্ত প্রভাত জয়সূর্যের বলে স্টাম্পড হওয়ার আগে ১৬৭ রানের এক ধ্রুপদি ইনিংস উপহার দিয়ে গেলেন।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, আগামী তিনদিনও বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা। তাই ভারতকে জিততে হলে দ্রুত রান তুলে বিপক্ষের ২০ উইকেট নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সেই তাগিদেই প্রথম বল থেকে চালিয়ে খেলার ঝুঁকি নেন ঋষভ পন্থ (৩৯)। কিন্তু অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা কেশরা নুয়াস্থা এদিন নিখুঁত লেংথে বল ফেলে পন্থকে লুপের ফাঁদে ফেললেন। প্রথম দিন গিল যে ভুল করেছিলেন, অযথা আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে ঠিক একইভাবে ফিরলেন পন্থ। গতকাল ক্র্যাম্প নিয়ে মাঠ ছাড়া লোকেশ রাহুল (৮২) রবিবার ক্রিজে এসে আবিষ্কার করলেন, বল রীতিমতো বনবন করে ঘুরছে। নুয়াস্থার একটা লাফিয়ে ওঠা বল তাঁর ব্যাটে লেগে ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে ফিল্ডারের হাতে জমা পড়ল। ১৭৫ বলে ৮২ রানের এই আক্ষেপের ইনিংসটা যেন রাহুলের গোটা কেরিয়ারেরই একটা ছোট্ট প্রতিচ্ছবি-দুর্দান্ত একটা শুরু, কিন্তু কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া।

অন্যদিকে জয়সূর্য আজ ছিলেন আরও ভয়ংকর। একই লেংথে বল ফেলে কখনও বাইরে বের করছিলেন, কখনও ভেতরে ঢোকাচ্ছিলেন। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে নিজের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা রবীন্দ্র জাদেজাকে (১৩) আজ তিনি পরাস্ত করলেন। স্পিনের এই গোলকধাঁধায় যখন সবাই ফিরছেন, তখন পরিণত একটা ইনিংস খেললেন ধ্রুব জুরেল (৫১)। চারটি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কায় তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া হওয়ার ইঙ্গিত দিলেও, লেগ স্টাম্প থেকে মারাত্মক ঘুরে যাওয়া একটা ডেলিভারিতে ধনঞ্জয় ডি সিলভার দুর্দান্ত ক্যাচে তাঁর ফেরাটা সীমাবদ্ধতাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল। দ্রুত রান তুলতে নেমে মহম্মদ সিরাজ (১১) কিংবদন্তি ভিভিয়ান রিচার্ডসের কায়দায় টুপি মাথায় চুইংগাম চিবিয়ে নামলেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি।

দিনের শেষে ৪৩ ওভারে চার রান রেটে খেলে ভারতের ৪৬০/৯ স্কোরে পৌঁছোনোটা একটা স্পষ্ট বার্তা। প্রথম ইনিংসে বিশাল রান তুলে শ্রীলঙ্কাকে চাপে ফেলাই আসল উদ্দেশ্য, যাতে দ্বিতীয়বার ব্যাট করার প্রয়োজন না হয়। সারা রাত ত্রিপলের নীচে ঢাকা থাকা পিচ সকালের স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় ঘামবে। সেই আর্দ্রতা কাজে লাগিয়ে স্পিনারদের আসার আগেই হয়তো পেসাররা শুরুতে ছোবল মারার সুযোগ পাবেন। এরপর গলের এই ঘূর্ণি পিচে জাড্ডু-কুলদীপ যাদব-মানব সুথারদের পারফরমেন্সের উপরই নির্ভর করে রয়েছে গল টেস্টের ভাগ্য।

অর্ধশতরানের পর লোকেশ রাহুল।

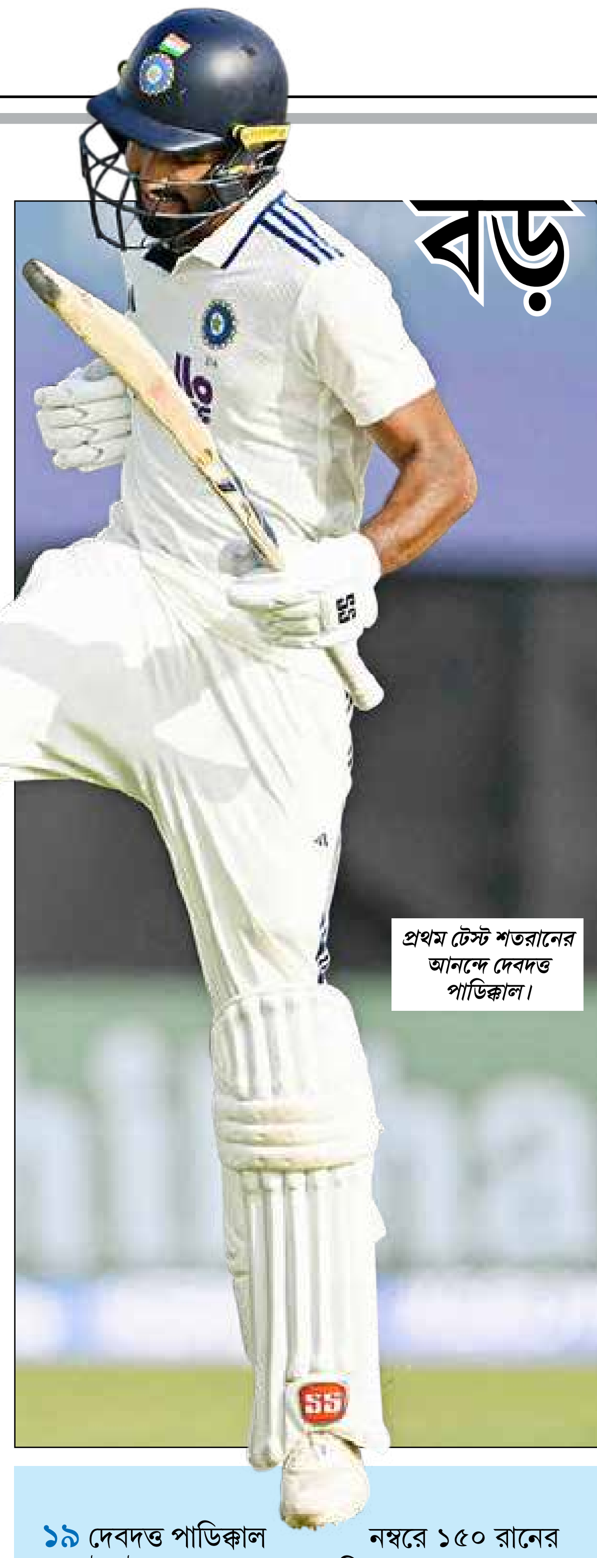

প্রথম টেস্ট শতরানের আনন্দে দেবদত্ত পাডিক্কাল।

১৯ দেবদত্ত পাডিক্কাল ১৯ টেস্টের অপেক্ষা শেষ করে তিন নম্বরে নামা প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে শতরান করলেন।

৩ রাহুল দ্রাবিড় ও চেতেশ্বর পূজারার পর দেবদত্ত পাডিক্কাল তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার, যিনি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন নম্বরে ১৫০ রানের গণ্ডি পেরোলেন।

২ স্বাধীনতা দিবসে বিরাট কোহলির পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক শতরান পেলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। কোহলির শতরানটি এসেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে।

বড় শতরানে লাল বলের নতুন তারা দেবদত্ত

বেঙ্গালুরুর স্পিন-ফাঁদ থেকে গলের ঘূর্ণি

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১৬ অগাস্ট : গলের গুমোট গরম আর শরীর নিংড়ে নেওয়া আর্দ্রতা। বাইশ গজে প্রভাত জয়সূর্যর স্পিন সামলাতে ব্যাটারদের কার্যত নাভিশ্বাস উঠছে। ঠিক এমন একটা পরিবেশেই রবিবার সারাদিন ভারতীয় ইনিংসের মেরুদণ্ড হয়ে থাকলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। শেষপর্যন্ত জয়সূর্যর বলেই নিরোশন ডিকওয়েলার হাতে স্টাম্পড হওয়ার আগে তাঁর নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে ১৬৭ রান। মাঠে উপস্থিত হাতে গোনা কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিকের একজন হিসেবে এই ধ্রুপদি ইনিংসটা দেখতে দেখতে বারবার মনে হচ্ছিল, খাদের কিনারা থেকে এভাবেই তো ঘুরে দাঁড়াতে হয়! জিরো থেকে হিরো হওয়ার জন্য শুধু চাই অদম্য জেদ আর নিখুঁত শৃঙ্খলা।

২০২৪ সালের পারথ টেস্টের পর অনেকেই ভেবেছিলেন পাডিক্কালের লাল বলের কেরিয়ার বোধহয় শেষ। তিন নম্বরে নেমে দুই ইনিংসেই চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর দল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেবদত্ত ভেঙে পড়েননি। কিছুদিন আগে ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে এসে এখানকার পিচের চরিত্র বুঝে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর বেঙ্গালুরু ফিরে ছোটবেলার কোচ মহম্মদ নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে নতুন করে লড়াই শুরু করেন। ইনস্টিটিউট অফ ক্রিকেটের মাঠে বিশেষ স্পিন সহায়ক, ফাটল ধরা ভাঙা পিচ তৈরি করান। স্থানীয় অ্যাকাডেমির স্পিনারদের বিরুদ্ধে রোজ টানা আড়াই ঘণ্টা চলত তাঁর স্পিন খেলার সাধনা। সেই ভাঙা পিচের ঘাম আর রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফসলই আজ গলের বাইশ গজে ১৬৭ রানের এই অনবদ্য ইনিংস।

রবিবার দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে তৃপ্ত দেবদত্ত বলছিলেন, ‘গত দুই বছর ধরে আমি এই দিনটারই স্বপ্ন দেখেছি। এই সুযোগটা কাজে লাগানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি।’ শতরানকে বড় ইনিংসে রূপ দেওয়ার মন্ত্র ফাঁস করে কর্ণাটকের এই তরুণ ব্যাটার বলেছেন, ‘আসল ব্যাপার হল রান করার খিদে। সেঞ্চুরি পেরোনোর পর একটু রিল্যাক্স হয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। আমার লক্ষ্য থাকে ১০০ রানের ঠিক পরের ২০-৩০টা বল যেন পুরোপুরি ফোকাসড থাকি। কর্ণাটকের ঘরোয়া ক্রিকেটে আমি অনেককে বড় শতরান করতে দেখেছি, সেটাই আমাকে অনুপ্রাণিত করে।’ প্রথম দিনের শেষেও তিনি জানিয়েছিলেন, গলের প্রবল গরমে শরীর থেকে অনেকটা ফ্লুইড বেরিয়ে যাওয়ার কথা মাথায় রেখেই তিনি শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

দেবদত্তের এই সাফল্য আসলে ভারতীয় ক্রিকেটের এক দারুণ স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার ইঙ্গিত। বি সাই সুদর্শন যদি চোটের কবলে না পড়তেন, তাহলে হয়তো গলে পাডিক্কালের খেলাই হত না। ভাগ্য সুদর্শনের সঙ্গ দেয়নি, আর সেই সুযোগ দুই হাতে কাজে লাগিয়েছেন পাডিক্কাল। এখন তিন নম্বর জায়গা ফিরে পেতে সুদর্শনকে রীতিমতো কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হবে, যা আখেরে ভারতীয় দলের বেঞ্চ স্ট্রেংথকেই আরও মজবুত করবে।

শুধু তাই নয়, আইপিএলের এই চরম গ্ল্যামার আর টি২০-র যুগে দেবদত্তের এই টেস্ট সাফল্য ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামোর একটা বড় জয়। প্রমাণ করে দিল, রনজি ট্রফি বা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট কাঠামো এখনও নিখুঁত লাল বলের প্রতিভা তুলে আনতে সক্ষম। কোচ গৌতম গম্ভীরের জমানায় তিন নম্বরে সাতজন আলাদা ব্যাটারকে খেলিয়েও রাহুল দ্রাবিড় বা চেতেশ্বর পূজারার যোগ্য উত্তরসূরি পাওয়া যাচ্ছিল না। ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকও স্বীকার করেছেন, দেবদত্তের এই লড়াই ভারতীয় দলের নেটেও দেখা গিয়েছে। সুদর্শনের দুর্ভাগ্য যে দরজা খুলে দিয়েছিল, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেবদত্ত পাডিক্কাল কি তিন নম্বরের স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেলেন? গলের বাইশ গজ অন্তত সেই জোরালো ইঙ্গিতই দিয়ে রাখল।

স্পিনের পাশাপাশি পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধেও ছন্দে ছিলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। গলে রবিবার।

পর্তুগিজ ফুটবল ক্লাব কিনলেন ভারতীয় জয়

লিসবন, ১৬ অগাস্ট : ইউরোপীয় ফুটবলের চাকচিক্য আর গ্ল্যামার নয়, বরং এক ছিমছাম শহর আর একটা সম্ভাবনাময় ফুটবল প্রোজেক্টকেই বেছে নিলেন এক তরুণ ভারতীয়। স্প্যানিশ লিগের বিজনেস স্কুলে গ্লোবাল স্পোর্টস মার্কেটিং নিয়ে পড়াকালীন ইউরোপীয় ফুটবলের পরিকাঠামো খুব কাছ থেকে দেখেছেন জয় আগরওয়াল। আর সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই পর্তুগালের চতুর্থ ডিভিশনের (ক্যাম্পিওনাতো দে পর্তুগাল) ক্লাব গুয়ার্দা এফসি-র সিংহভাগ শেয়ার কিনে বড়সড়ো চমক দিলেন এই ভারতীয় স্পোর্টস আন্ত্রেপ্রেনিওর। নয়া মালিকানা চুক্তির পর গুয়ার্দা ফুটবল ক্লাবের সিইও পদেও বসেছেন তিনি।

বড় কোনও ক্লাবের পেছনে অঢেল টাকা না ঢেলে কেন এমন একটা অখ্যাত ক্লাব? জয়ের সোজাসাপটা উত্তর, ‘আমি বড় ক্লাবের গ্ল্যামার খুঁজিনি। আমি চেয়েছিলাম এমন একটা প্রোজেক্ট, যেখানে সত্যিই কোনও ইতিবাচক বদল আনা সম্ভব। গুয়ার্দা এফসি-র শক্তিশালী ভিত আর স্থানীয় মানুষদের ফুটবলের প্রতি আবেগ আমাকে মুগ্ধ করেছে।’ পোর্তো, মাদ্রিদ আর লিসবনের মাঝামাঝি অবস্থিত এই ছিমছাম শহরের ক্লাবটিকে ইউরোপ আর এশিয়ার ফুটবলের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন হিসেবে গড়ে তুলতে চান জয়। তাঁর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য, ভারত এবং এশিয়ার প্রতিভাবান তরুণ ফুটবলারদের ইউরোপে খেলার সুযোগ করে দেওয়া। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মতো মাল্টি ক্লাব মডেলের স্বপ্নও রয়েছে তাঁর চোখে। আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে ক্লাবটিকে পর্তুগালের তৃতীয় ডিভিশনে তুলে নিয়ে গিয়ে মিডিয়া রাইটস এবং স্পনসরশিপের দিক থেকে শক্তিশালী করাটাই এখন তাঁর প্রাথমিক টার্গেট।

ক্লাবের প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল কালদিয়েরা আলভেসও এই পার্টনারশিপ নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেছেন, ‘জয়ের আন্তর্জাতিক মানসিকতা আর দীর্ঘমেয়াদি ভিশন আমাদের ক্লাবে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। আমরা এমন একজনকে পেয়েছি, যে আমাদের পরিচিতি ও আবেগের মূল্য বোঝে।’

প্রাথমিকভাবে দলের স্পোর্টিং এবং কমার্শিয়াল উন্নতি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিতি বাড়ানো এবং ফ্যান এনগেজমেন্টের ওপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে গুয়ার্দার নতুন ম্যানেজমেন্ট। সব মিলিয়ে পর্তুগিজ ফুটবলের শান্ত পরিবেশ থেকে ভারতীয় ফুটবলের জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে চলেছেন জয়।

ক্লান্ত, তৃপ্ত পাডিক্কালের চোখ স্পিনারদের দিকে

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১৬ অগাস্ট : তিনি ক্লান্ত। তিনি পরিশ্রান্ত। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি অসম্ভব ক্ষুধার্তও। তিনি দেবদত্ত পাডিক্কাল।

গল টেস্টের প্রথম দুইদিন ধরে বাইশ গজে পড়ে থেকে ২৩০ বলে ১৬৭ রানের যে মায়াবী ইনিংস তিনি খেললেন, তাতে ১৫টি বাউন্ডারির সঙ্গে একটা ছক্কা যেমন আছে, তেমনই আছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের তিন নম্বর পজিশনের দীর্ঘদিনের শূন্যতা মুছে ফেলার জোরালো বার্তা। তাঁর এই ধ্রুপদী ইনিংসের ওপর ভর করেই ৪৬০ রানের পাহাড়প্রমাণ স্কোরে পৌঁছেছে ভারত। এত হইচইয়ের মাঝেও বাইরের দুনিয়ার ঢাকঢোল নিয়ে তিনি খুব একটা আগ্রহী নন। বরং দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিংয়ের পর ক্লান্ত শরীরটাকে হোটেলে ফিরিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চান, আর চান দলের তিন স্পিনারের কাছ থেকে তাঁদের সেরা পারফরমেন্স।

গল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের পিচে যে বল ঘুরতে শুরু করেছে, তা ইতিমধ্যেই গোটা ক্রিকেট দুনিয়া জেনে গিয়েছে। কিন্তু দেবদত্ত মনে করেন, এই পিচে আসল রাজত্ব শুরু হওয়া এখনও বাকি। দ্বিতীয় দিনের শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে পাডিক্কাল বলেছেন, ‘উইকেট ভাঙছে, বল ঘুরতেও শুরু করেছে। আমার মনে হয়, আর একটা সেশন পেরোলেই স্পিনাররা এখান থেকে পুরোপুরি সাহায্য পাবে। গলের উইকেটে তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে বল এমনিতেই একটু বেশি দ্রুত গতিতে আসে। বাকি কাজটা এবার আমাদের বোলারদেরই করতে হবে।’

বাকি কাজ বলতে পাডিক্কাল ঠিক কী বুঝিয়েছেন, তা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। শ্রীলঙ্কার প্রভাত জয়সূর্য বা কেশরা নুয়াস্থার বল যেভাবে নতুন বলে ঘুরেছে, তা রবীন্দ্র জাদেজা-কুলদীপ যাদবদের নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করবে। নিজের প্রথম টেস্ট শতরান নিয়ে তৃপ্ত পাডিক্কাল এই সাফল্যকে আরও বড় ইনিংসে রূপ দেওয়ার মন্ত্রও ফাঁস করলেন। ‘আসল ব্যাপার হল রান করার খিদে। সেঞ্চুরির পর একটু স্বস্তি চলে আসে, কিন্তু আমার কাছে ঠিক ওই সময়টার পরের ২০-৩০টা বল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।’ স্পিন খেলার নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথাও শোনান তিনি। ‘স্পিন খেলার সময় শুধু বল দেখে রিঅ্যাক্ট করলে হয় না, মাথায় কয়েকটা নির্দিষ্ট শটের পরিকল্পনা থাকতে হয়, যাতে বোলারদের ওপর চাপ ফিরিয়ে দেওয়া যায়।’ শুধু তাই নয়, আক্রমণ হোক বা রক্ষণ- যাই খেলুন না কেন, তাতে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হয়েই ফুটওয়ার্ক ব্যবহার করার ওপর জোর দেন তিনি।

দেবদত্তের এই নিখুঁত পারফরমেন্স দলের বাকিদেরও কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, তা চাপে থাকা ধ্রুব জুরেলের (৫১) লড়াকু ইনিংসেই স্পষ্ট। দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে জুরেল নিজেও সে কথা স্বীকার করেন। ‘দেবদত্ত দারুণ খেলেছে। কিছুদিন আগে আমরা দুইজনেই ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে এখানে খেলে গিয়েছি, তাই পরিবেশ সম্পর্কে একটা ধারণা ছিলই।’

প্রথম একাদশে নিজের জায়গা ধরে রাখার স্নায়ুর চাপ নিয়ে জুরেল অবশ্য একেবারেই ভাবছেন না। তাঁর কথায়, ‘আমার ওপর কোনও চাপ ছিল না। দলের জন্য রান করাটাই আসল লক্ষ্য। আজ বৃষ্টি হওয়ায় আমাদের পরিকল্পনা ছিল সাবধানে অথচ দ্রুতগতিতে রান তুলে স্কোরবোর্ড এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।’ গলের খামখেয়ালি আবহাওয়ায় পিচের বারবার চরিত্র বদলের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। ‘কভারের নীচে থাকলে আর্দ্রতা বাড়ে, আবার রোদ উঠলে পিচ শুকিয়ে যায়। আমাদের বোলারদেরও এবার বিপক্ষের মতো লম্বা স্পেল করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। রকেট সায়েন্সের কিছু নেই, টেস্ট জিততে হলে ঠিক জায়গায় বল ফেলে আমাদের ২০টা উইকেট তুলে নিতেই হবে।’

অর্ধশতরানের ইনিংসে দলে নিজের দাবি জোরদার করলেন ধ্রুব জুরেল।

> **কভারের নিচে থাকলে আর্দ্রতা বাড়ে, আবার রোদ উঠলে পিচ শুকিয়ে যায়। আমাদের বোলারদেরও এবার বিপক্ষের মতো লম্বা স্পেল করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। রকেট সায়েন্সের কিছু নেই, টেস্ট জিততে হলে ঠিক জায়গায় বল ফেলে আমাদের ২০টা উইকেট তুলে নিতেই হবে।**
>
> -ধ্রুব জুরেল

টেস্টে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে উচ্ছ্বাস বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। ডারউইনে রবিবার।

অজিদের বিধ্বস্ত করে ইতিহাস টাইগারদের

ডারউইন, ১৬ অগাস্ট : ইঙ্গিত প্রথমদিন অস্ট্রেলিয়ার ১৯৮ রানে গুটিয়ে যাওয়ার মধ্যেই ছিল। মাঝের তিনদিনেও দাপট বজায় ছিল বাংলাদেশের। নিটফল, রবিবার অজিদের বিধ্বস্ত করে ইতিহাস গড়ল টাইগাররা। দুই ম্যাচের সিরিজের প্রথমটিতে ৯ উইকেটে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে প্রথমবার জয় পেল বাংলাদেশ।

প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে প্যাট কামিন্স ব্রিগেডকে ভেঙেছিলেন ২৬ বছরের পেসার হাসান মাহমুদ। দ্বিতীয় ইনিংসে অজিদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ান অফস্পিনার মেহেদি হাসান মিরাজ (৬৬/৫)। এর আগে শনিবার ব্যাট হাতেও মিরাজ (৬৫) বাংলাদেশের লিড ২২৮ রানে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও অজিরা ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। ১৬১/৪ স্কোর নিয়ে তৃতীয়দিন শেষ করে তারা। রবিবার মেহেদির স্পিনের ফাঁদে পড়ে যান স্মিথ (৪৪), অ্যালেক্স ক্যারিরা (৩০)। ক্যামেরন গ্রিন (১০৪) শতরান না করলে বাংলাদেশকে দ্বিতীয়বার ব্যাটিং করতে হতো কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। মিরাজকে সংগত করেন মাহমুদ (৫৬/৩)। সহজ জয়লক্ষ্যে নেমে ১ উইকেটে ৫৭ রান তুলে নেন সাদমান ইসলাম (অপরাজিত ২৫) ও মোমিনুল হক (অপরাজিত ৩০)।

সিনসিনাটিতে আর না খেলার ইঙ্গিত জোকারের

ওয়াশিংটন, ১৬ অগাস্ট : সিনসিনাটি ওপেনে আর হয়তো দেখা যাবে না সার্বিয়ান কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচকে। প্রতিযোগিতা থেকে বিদায়ের তেমনই ইঙ্গিত ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিকের। উইম্বলডন সেমিফাইনালে হারার পর এই প্রথম কোনও প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমেছিলেন নোভাক জকোভিচ। বিশ্বের ৫০ নম্বর থিয়াগো তিরান্তের কাছে ২-৬, ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারেন জকোভিচ। পরাজয়ের পর তিনি বলেছেন, ‘দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই প্রতিযোগিতায় আবার ফেরাটা কঠিন বলে মনে হচ্ছে। দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়।’ এদিন মূলত সিনসিনাটির গরমের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেননি সার্বিয়ান তারকা। এমনকি কোর্টের মধ্যে তাঁকে বমি করতেও দেখা গিয়েছে।

থিয়াগো তিরান্তের কাছে হেরে হতাশ জকোভিচ।

সিনসিনাটি ওপেনে তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন জকোভিচ। সেইসঙ্গে শেষ দশ ম্যাচে অপরাজিত ছিলেন সার্বিয়ান তারকা। কিন্তু এবার স্বাভাবিক ছন্দে দেখা গেল না তাঁকে। আপাতত নোভাকের লক্ষ্য, ৩০ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলা বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম ইউএস ওপেন।

চিনের সঙ্গে ড্র ভারতের মেয়েদের

আমস্টেলভিন, ১৬ অগাস্ট : অলিম্পিকে রুপোজয়ী চিনের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র দিয়ে হকি বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করল ভারতীয় মহিলা দল। একাধিকবার এগিয়ে গিয়েও ব্যবধান ধরে রাখতে ব্যর্থ ভারতের মেয়েরা। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে গোল দুটি করেন নবনীত কাউর ও দীপিকা। ১৮ অগাস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে ভারত।

শনিবার প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে ওয়েলসকে ৩-১ ব্যবধানে পরাস্ত করেছে ভারতীয় পুরুষ হকি দল। জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। একটি গোল করেন সঞ্জয় রানা। ম্যাচ শেষে অধিনায়ক হরমনপ্রীত বলেছেন, ‘প্রতিযোগিতার শুরুতে এই জয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কে ম্যাচের সেরা হল, কে গোল করল, তা বড় কথা নয়। দল হিসেবে জয়টাই আসল। শেষমুহূর্তে গোল হজমটা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে কোথায় উন্নতি প্রয়োজন।’ হকি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান মহারণ ১৯ অগাস্ট। তার আগে হুংকার ছুড়ে দিলেন পাক অধিনায়ক আবু বকর মাহমুদ। উদ্বোধনী ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ১-৪ ব্যবধানে ধরাশায়ী হলেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে নামার আগে অতীত পরিসংখ্যানকে গুরুত্ব দিতে নারাজ পাক অধিনায়ক। তাঁর কথায়, ‘র‌্যাংকিংয়ে ভারত আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে, এই কথা মেনে নিতে দ্বিধা নেই। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সম্পূর্ণ আলাদা। ওই ম্যাচে পারফরমেন্সই আসল, র‌্যাংকিং দিয়ে বিচার করা যায় না। আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই এসেছি।’ প্রথম ম্যাচের পর এক অদ্ভুত এবং চরম গাফিলতির কারণে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে পাক হকি দল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন পেনাল্টি কর্নারের সময় প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম অর্থাৎ প্রোটেক্টিভ গিয়ার সাজঘরে ভুলে ফেলে আসেন খেলোয়াড়রা। ম্যাচ চলাকালীন ড্রেসিংরুম থেকে তা আনতে যাওয়ায় অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের মুখে পড়তে হয়।

চিনকে রুখে দিয়ে উল্লাস ভারতীয় মহিলা হকি খেলোয়াড়দের।

মহারণের আগে পাক অধিনায়কের হুংকার

শেষমুহূর্তে আর্মি পেনাল্টি না পাওয়ায় বিতর্ক

জিতে সেমিতে দিল্লির সামনে ইস্টবেঙ্গল

ইন্ডিয়ান আর্মি-০
ইস্টবেঙ্গল এফসি-১ (বিষ্ণু)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : প্রথম ম্যাচে ডার্বিতে হারের পর থেকে দলের গ্রাফ ঊর্ধ্বগামী। এদিন পিভি বিষ্ণুর করা একমাত্র গোলে ইন্ডিয়ান আর্মিকে হারিয়ে ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে গেল ইস্টবেঙ্গল এফসি।

তিনদিন আগেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের প্লে-অফে জিতে মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করেছে ইস্টবেঙ্গল। স্বাভাবিকভাবেই ওরকম একটা উত্তেজক ম্যাচ খেলায় গোটা দলকেই দিন দুয়েক ছুটি দিয়ে দেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। স্বাভাবিকভাবেই একটা দিন অনুশীলন করেই ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে নামে ইস্টবেঙ্গল। এর আগে এরকম ক্ষেত্রে বহুবার ঝামেলায় পড়েছে লাল-হলুদ বাহিনী। কিন্তু এবার কোচের নামটা যে হাবাস! যিনি গত ১২ বছরে ভারতীয় ফুটবলটাকে নিজের হাতের তালুর মতো চিনে নিয়েছেন। ফলে জানতেন, ইন্ডিয়ান আর্মি দলটা যতই গতিশীল ফুটবল খেলুক কী লড়াকু হোক না কেন, একটা সময়ের পর ঠিকই ফাঁকফোঁকড় বার করে ফেলা সম্ভব ইস্টবেঙ্গলের মতো দলের পক্ষে। তাছাড়া এরকম ছোট ছোট দলগুলি একটা গোল খেলেই হতোদ্যম হয়ে পড়ে। এদিন তাই আগের এএফসি ম্যাচের দল থেকে গোলকিপার সহ ৯ জনকে বদলে দেন প্রথম একাদশে। এদিন ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে প্রথম খেললেন নারিন্দার গেহলট। খুব খারাপ নন। দাঁড়িয়ে যাবেন তিনি। সাহসী কোচেরা সবসময়ই সাফল্য পান। এদিন ইস্টবেঙ্গলও পেল। ৩৯ মিনিটে বিষ্ণু গোল পেলেন ক্রিস ইকোনোমোডিসের ক্রসে মাথা লাগিয়ে। তবে এই অর্ধেই অন্তত গোটা চারেক নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল। মাত্র ৬ মিনিটে গোল পেতে পারতেন ড্যানি র‍্যামিরেজ। ডেভিড লালহালানসাঙ্গার মাইনাস থেকে তিনি যে করমর্দন দূরত্বে দাঁড়িয়ে কীভাবে আর্মির গোলকিপার ভাবিন্দার মাল্লা ঠাকুরির হাতে তুলে দিলেন তা নিয়ে গবেষণা হতে পারে। র‍্যামিরেজ এবং ক্রিস দুইজনেই একাধিক সুযোগ নষ্ট করলেন। দ্বিতীয়ার্ধে দুইজনকেই তুলে নেন হাবাস। এর ফলে অনেকটাই চাপ কমে যায় আর্মির উপর থেকে। বিপিন সিং, এডমুন্ড লালরিনডিকারা চেষ্টা করেছেন কিন্তু গোলমুখ খুলতে পারেননি। বিপিনের ক্রসে পা লাগালেই গোল ছিল। কিন্তু জেসিন টিকে ঠিক সেটাই পারেননি। আবার একই জিনিস করেন বিপিনও। জেসিনের থেকে পাওয়া বল ফাঁকা গোলে ঠেলার বদলে বাইরে মারেন।

গোলের জন্য পিভি বিষ্ণুকে অভিনন্দন মহম্মদ বসিম রশিদদের। ছবি : ডি মণ্ডল

সেমিফাইনালের কথা মাথায় রেখেই পরে সন্দীপ মান্ডি, জিকসন সিংদেরও দেখে নিলেন হাবাস। তবে এদিন যেভাবে প্রতিপক্ষ গোলের সামনে গা-ছাড়া ভাব দেখালেন ইস্টবেঙ্গল স্ট্রাইকিং লাইন, তা কিন্তু চিন্তার কারণ হয়ে থাকল হাবাসের। কারণ, ৮ এবং ৯০ মিনিটে অভিষেক শংকরের শট পূর্বা লাচেনপা অসাধারণ দক্ষতায় না বাঁচালে বিপদ হতে পারত। আর সংযুক্ত সময়ে রেফারি জেহরুল ইসলামের বদান্যতায় ১-১ হওয়া থেকে বাঁচে ইস্টবেঙ্গল। দীপক সিংকে বক্সের মধ্যে লাচেনপা পা ধরে টেনে ফেলে দেন। পেনাল্টি না দেওয়া নিয়ে বিতর্ক থাকবেই। ওই সময়ে গোল হয়ে গেলে ডুরান্ডের নকআউটে সরাসরি টাইব্রেকারে ম্যাচ গেলে কী হত বলা মুশকিল। সেমিফাইনাল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেললেও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি সহজ প্রতিপক্ষ নয়। ১৯ তারিখ যুবভারতীতে প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে দুই দল। তাই মাত্র তিনদিনের মধ্যে প্রচুর ফাঁকফোকর বোজাতে হবে হাবাসকে।

ইস্টবেঙ্গল : **লাচেনপা, বরিস (সন্দীপ), নুঙ্গা, গেহলট, জয়, বিষ্ণু (বিপিন), রোহিত কুমার (জিকসন), রশিদ, ডেভিড (জেসিন), র‍্যামিরেজ ও ইকোনোমিডিস (এডমুন্ড)।**

মিগুয়েলকে ছাড়াই আজ নামছে বাগান

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : সোমবার ডুরান্ড কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। ম্যাচের আগে কোনও বিষয় অস্বস্তিতে রাখতে পারে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের। অনুশীলনে নেই মিগুয়েল ফিগুয়েরা।

রবিবারই অবশ্য প্রথম নয়। গত তিনদিন দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি বাগানের ব্রাজিলিয়ান তারকা। তবে সূত্রের খবর, মিগুয়েলের তেমন গুরুতর কোনও চোট নেই। পিঠে অস্বস্তি অনুভব করায় তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। সামনে লম্বা মরশুম পরে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অন্যতম সেরা অস্ত্রকে নিয়ে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে চাইছেন না মোহনবাগান কোচ প্যান্জিওটিস দিলম্পেরিস। তবে মোহনবাগান সেমিফাইনালে খেললে সেই ম্যাচে সবুজ-মেরুন জার্সিতে মিগুয়েলের অভিষেকের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ডুরান্ড কাপে আজ
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম জামশেদপুর এফসি
সময় : বিকাল ৪টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

এদিন অনুশীলনেই জামশেদপুর ম্যাচের প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করে ফেলেছেন বাগান কোচ। গোলের নীচে ফিরছেন বিশাল কাইথ। হাঁটুর চোটের জন্য মাঝে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। রক্ষণে আলবার্তো রডরিগেজ, রাহুল ভেকে জুটি। দুই সাইডব্যাকে যথারীতি দেখা যাবে টেকচাম অভিষেক সিং ও শুভাশিস বসুকে। চোটের জন্য গত দুই ম্যাচে খেলেননি আপুইয়া। দিন চারেক হল দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করেছেন। মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপার সঙ্গী হতে পারেন তিনি। বিকল্প হিসেবে দীপক টাংরির খেলার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। এমনকি জামশেদপুর ম্যাচের মহড়ায় অনিরুদ্ধের সঙ্গে নবাগত বিদেশি সামির জেলজকোভিচকেও খেলিয়ে দেখে নিলেন প্যানোস। জেলজকোভিচকে হয়তো পরিবর্ত হিসেবে খেলানোর ভাবনা রয়েছে বাগান কোচের। আক্রমণভাগ অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। দুই প্রান্তে দেজান ড্রাজিচ, লিস্টন কোলাসো, মাঝে সাহাল আবদুল সামাদ। সিঙ্গল স্ট্রাইকার হিসেবে খেলবেন মনবীর সিং। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর জায়গায় আসবেন জেমি ম্যাকলারেন। লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের হাতের চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। আপাতত তাঁকেও পরিকল্পনায় রাখছেন না সবুজ-মেরুনের গ্রিক হেডস্যর।

শেষ আটের লড়াইয়ে নামার আগে প্রতিপক্ষকে নিয়ে বাগান কোচের বিশ্লেষণ, 'জামশেদপুরের ৬-৭ জন ফুটবলার গত বছর আইএসএলে নিয়মিত খেলেছে। নির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনা নিয়ে খেলে ওরা। বেশ ভালো দল।' ভারতীয় কোচ এবং বিদেশিহীন দল নিয়ে ডুরান্ডে খেলছে জামশেদপুর। এটাকে অবশ্য অ্যাডভান্টেজ হিসেবে দেখতে নারাজ প্যানোস।

এদিকে, গ্রুপ শীর্ষে থেকে ডুরান্ডের নকআউটে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে মোহনবাগান। তারপরও সেমিফাইনালে উঠলে ওই ম্যাচ খেলতে শিলং যেতে হবে মনবীর, লিস্টনদের। এই বিষয় বেজায় চটেছে বাগান টিম ম্যানেজমেন্ট। কোচ প্যানোসেরও স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমি খেলোয়াড়দের গ্রুপ শীর্ষে থাকার জন্য বলেছিলাম। আমার ধারণা ছিল এতে কিছুটা হলেও সুবিধা হবে। তবে তা হচ্ছে না। তবুও আমরা মোহনবাগান, আমাদের অজুহাত দেওয়া মানায় না। এই পরিস্থিতি আমাদের জেদ এবং অনুপ্রেরণা বাড়িয়ে দিয়েছে।'

লিস্টন কোলাসোর স্কিলে মুগ্ধ শুভাশিস বসু। - পিটিআই

পেনাল্টি মিস করে মাথায় হাত লিওনেল মেসির।

মেসির পেনাল্টি মিস, হার মায়ামির

ওয়াশিংটন, ১৬ অগাস্ট : গোল পেলেন না আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। এমএলএসে ন্যাশভিল এসসি-র কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত হল ইন্টার মায়ামি।

সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন ম্যাচ হেরেছে মায়ামি। বিশ্বকাপের পর আচমকাই ছন্দহীন মেসিরা। এই ম্যাচ জিততে পারলে লিগশীর্ষে উঠতে পারত তারা। ম্যাচের ১৭ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। অ্যান্ডি নাজারের গোলে লিড নেয় ন্যাশভিল।

২৩ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল মায়ামি। কিন্তু মেসির স্পট কিক আটকে দেন ন্যাশভিল গোলকিপার ব্রায়ান শোয়াকে। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে মেসির পাস থেকে ইন্টার মায়ামিকে সমতায় ফেরান টেলাসকো সেগোভিয়া। বিরতির পর তিনটি গোল করে ন্যাশভিল। ৪৯ ও ৬৩ মিনিটে জোড়া গোল হানি মুখতারের। অপর গোলটি সাম সুরিজের।

বাবার প্রয়াণের পর এই প্রথম কোনও ম্যাচে প্রথম একাদশে ছিলেন মেসি। কিন্তু গোলের দেখা পাননি। উলটে ৫৯ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। আপাতত এই ম্যাচ জিতে ১৯ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে ন্যাশভিল। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে মেসিরা।

অবসরের ইঙ্গিত রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ১৬ অগাস্ট : নিন্দুকদের মতে, এবারের বিশ্বকাপের আগেই তিনি বুটজোড়া তুলে রাখতে পারতেন। ফলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অবসর নিয়ে জল্পনা নতুন কিছু নয়। সেই আলোচনায় এবার হাওয়া দিলেন খোদ সিআর সেভেন। আল নাসেরের হয়ে অনুশীলনের ফাঁকেই জানিয়ে দিলেন, হয়তো ২০২৬-'২৭ মরশুমই তাঁর পেশাদার কেরিয়ারের শেষ বছর।

দীর্ঘদিনের বান্ধবী জর্জিনা রডরিগেজের সঙ্গে বিয়ে সেরে নতুন মরশুমের জন্য ফুটবলে ফিরেছেন ৪১ বছরের রোনাল্ডো। অবসর প্রসঙ্গে পর্তুগিজ তারকা বলেছেন, 'হয়তো এই মরশুমটাই আমার কেরিয়ারের শেষ। তবে ফুটবল ছাড়ার আগে আমি অবিশ্বাস্য ছাপ রেখে যেতে চাই।' পেশাদার কেরিয়ারে ১৩৩০ ম্যাচে ৯৭৬ গোল রয়েছে রোনাল্ডোর। এক হাজার গোলের মাইলস্টোন থেকে ২৪ ধাপ দূরে থাকা রোনাল্ডো অবসর পরবর্তী জীবনের পরিকল্পনাও সেরে ফেলেছেন। তাঁর কথায়, 'আমার সব প্ল্যান তৈরি আছে। অবসরের পর অনেককিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকব আমি। সবকিছু এখনই বলা সম্ভব নয়। ফুটবলকে বিদায় জানালে সেই শূন্যস্থান ভরাট করার জন্য কিছু তো লাগবে। যার মধ্যে অন্যতম ভ্রমণ করা। এছাড়াও প্যাডেল খেলতে ও দেখতে ভালোবাসি। সেটা করব। যতই হোক, ফুটবলের জন্য গত ২৫ বছর অনেক ত্যাগ করেছি।'

হার বি সেভেনের

মালবাজার, ১৬ অগাস্ট : ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ভীম বাহাদুর দার্নাল, বাঞ্ছারাম সাহা ও পবিত্রকুমার দে ট্রফি ১৬ দলীয় নকআউট ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বাগডোগরা কমলা চা বাগান ২-০ গোলে গতবারের চ্যাম্পিয়ন গরুবাথানের বি সেভেন এফসি-কে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা মণীশ কাছুয়া। সোমবার খেলবে এসএসবি রানিডাঙ্গা এবং বিবিএসসি সাইলি বেতবাড়ি ফুটবল দল।

জিতল ফরেস্ট

বাগডোগরা, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শনিবার বাগডোগরা রেঞ্জ ও সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তির প্রীতি ফুটবলে ৪-৩ গোলে জয়ী হয়েছে সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি। ম্যাচের সেরা বন বিভাগ দলের আরমান মল্লিক।

ডুরান্ড কাপ আয়োজকদের প্রতি বিষোদগার হাবাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : কোয়ার্টার ফাইনালে নামমাত্র ব্যবধানে জয়। রবিবার ম্যাচ শেষে ডুরান্ড কাপ আয়োজকদের প্রতি বিষোদগার ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের প্রিলিমিনারি পর্বের ম্যাচ আর ডুরান্ড কাপের শেষ আটের ম্যাচের মাঝে মাত্র তিনদিন সময় পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ১৯ অগাস্ট সেমিফাইনাল। তার আগেও হাতে সময় মাত্র ২ দিন। মরশুমের শুরুতেই এত অল্প সময়ের ব্যবধানে ম্যাচ খেলা ফুটবলারদের শরীরে অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে বলে মনে করছেন হাবাস।

এদিন ইন্ডিয়ার আর্মির বিরুদ্ধে ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে এসে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়লেন লাল-হলুদ কোচ। তিনি বলেছেন, 'যেভাবে ডুরান্ডের সূচি তৈরি করা হয়েছে তা পেশাদার ফুটবলে হতে পারে না। ফুটবলারদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাচ্ছে না। প্রস্তুতির সময় পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে ভারতীয় ফুটবলের কোনও উন্নতি হতে পারে না।' এদিকে, এদিন ম্যাচের একেবারে শেষদিকে ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার পূর্বা লাচেনপা যেভাবে ইন্ডিয়ান আর্মির ফুটবলার দীপক সিংকে আটকেছিলেন তাতে পেনাল্টি পেলেও পেতে পারত সেনা দলটি। ম্যাচ শেষে ইন্ডিয়ান আর্মির কোচ অ্যান্থনি রমেশের মন্তব্য, 'নিশ্চিত পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে আমাদের। আমি সামনে থেকে দেখেছি, আমাদের ফুটবলারকে অবৈধভাবে আটকানো হয়েছিল।'

চ্যাম্পিয়ন কচি ভেটেরান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ১০ দলীয় নারায়ণ দাস ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কচি ভেটেরান্স। সূর্যনগর মাঠে ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে আয়োজকদের। সেমিফাইনালে কচি ৪-১ গোলে জিতেছে মনজিৎ ইলেভেনের বিরুদ্ধে। ফ্রেন্ডস ২-১ গোলে কলেজপাড়া ভেটেরান্সকে হারিয়ে দেয়। প্রতিযোগিতার সেরা গেলসেন লামা। ফাইনালের সেরা প্রকাশ। ফ্রেন্ডসের সচিব মদন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, চার প্রাক্তন ফুটবলার শম্ভু সান্যাল, বাবলু মালাকার, খোকন মালাকার ও সুবল অধিকারীকে ক্লাবের আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হল। মদন ছাড়াও পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট ব্যক্তি মাখনলাল সরকার, ফ্রেন্ডসের সভাপতি অমরচন্দ্র পাল, কার্যনিবাহী সভাপতি তরুণ পাল, রাজু দাস প্রমুখ।

ট্রফি নিয়ে কচি ভেটেরান্স (উপরে) ও সূর্যনগর ফ্রেন্ডস।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে উচ্ছ্বাস বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের। ছবি : অনীক চৌধুরী

সাঁতারে সেরা বিবেকানন্দ

জলপাইগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে মুহুরিপাড়া বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের অল বেঙ্গল ওপেন আমন্ত্রমূলক সাঁতারে সামগ্রিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। তারা ১১৮ পয়েন্ট পেয়েছে। ১০৮ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স হুগলির কোন্নগর সুইমিং ক্লাব। ছেলেদের বিভাগে সেরা সাঁতারু বালি সুইমিং ক্লাবের আদিত্য দে সরকার। মেয়েদের বিভাগে এই পুরস্কার পেয়েছে বিবেকানন্দের সারন্যা সরকার। ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে সেরা উদীয়মান সাঁতারু যথাক্রমে বর্ধমানের আকাশ নন্দী এবং বিবেকানন্দের আরাধ্যা দাস। নয়টি জেলার প্রায় ১৫০ জন সাঁতারু অংশ নিয়েছিল।

ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির

নাগরাকাটা, ১৬ অগাস্ট : ডুয়ার্স ক্যারাটে অ্যাকাডেমির উদ্যোগে রবিবার লুকসানের গোর্খা কমিউনিটি হলে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হল। বিভিন্ন চা বাগান এবং বনবস্তি এলাকা থেকে আসা ২৫০ জনের বেশি খেলোয়াড় এতে অংশ নেয়। ক্যারাটে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ক্যারাডে ফেডারেশনের রেফারি ও জাজ সেমিনার ও আয়োজন করা হয়। এতে ক্যারাটের পরিবর্তিত নিয়ম, আধুনিক কৌশল এবং প্রতিযোগিতায় বিচারকদের ভূমিকা ও সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষকদের বিস্তারিতভাবে জানানো হয়। প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বিশ্ব ক্যারাটে ফেডারেশন এবং এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের রেফারি ও জাজ প্রেমজিৎ সেন। পাশাপাশি তিনি ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি এবং অল ইন্ডিয়া সেইশিনকাই শিতো-রিউ ক্যারাটে ডু ফেডারেশনের প্রধান টেকনিকাল ডিরেক্টরও।

ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবিরে ক্যারাটে খেলোয়াড়রা। ছবি : শুভজিৎ দত্ত

ক্লাসিকাল দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে আরিয়ান বৈষ্ণে।

খেতাব আরিয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : শিলিগুড়ি চেস গার্জিয়ান ক্লাবের দ্বিতীয় বর্ষ আন্তর্জাতিক ক্লাসিকাল দাবায় ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন গ্র্যান্ডমাস্টার আরিয়ান বৈষ্ণে। তিনি ৯ পয়েন্ট পেয়েছেন। ৮.৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় পরমব্রত সরকার। তৃতীয় হয়েছেন অরিত্র পাল। চতুর্থ ও পঞ্চম যথাক্রমে সৃজন সাহা এবং বোপ্পারাপু ক্রিতন।

উত্তরের খেলা

সেরা ভান্ডিগুড়ি

বেলাকোবা, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিকারপুর চা বাগানের লালচান বারলা ও প্রতিভাদেবী ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ভান্ডিগুড়ি চা বাগান। শনিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে সরস্বতীপুর চা বাগানকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময় ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

সেরা সুমনা

চোপড়া, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দেবীঝোরা মর্নিং স্টার ক্লাবের ১৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল চোপড়ার সুমনা টি স্টেট। দেবীঝোরা ফুটবল মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে ঘোষপুকুরের কান্তিভিটা জোহার ব্রাদার্সকে হারিয়েছে।

রোড রেসে প্রথম প্রশান্ত

চালসা, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ধূপঝোরা আদর্শ সংঘের ১২ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম হলেন প্রশান্ত ওরাওঁ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে তিরাজ ওরাওঁ ও সাগর মুন্ডা। রেসটি আদর্শ সংঘ থেকে শুরু হয়ে ক্লাবে এসে শেষ হয়।

ট্রফি হাতে প্রশান্ত ওরাওঁ। ছবি : রহিদুল ইসলাম

সেরা জুরন্তি বাগানের ওয়াইবিসি

মেটেলি, ১৬ অগাস্ট : মেটেলি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জুরন্তি চা বাগানের ওয়াইবিসি দল। শনিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জিতেছে সামসিং পিবিএস দলের বিরুদ্ধে। মেটেলি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। জুরন্তির মুক্তি মুন্ডা ও সামসিংয়ের বিষম ওরাওঁ গোল করেন। ফাইনালের সেরা নিহাল রাই। প্রতিযোগিতার সেরা বৈভব থাপা। সেরা ডিফেন্ডার ফেড্রিক কিন্ডো। সর্বাধিক গোলস্কোরার অর্জুন ওরাওঁ। সেরা গোলকিপার হয়েছেন প্রীতম সাহা।

খেতাব জিতে উচ্ছ্বাস ওয়াইবিসি দলের। ছবি : রহিদুল ইসলাম

ট্রফি নিচ্ছে বাতাবাড়ি জুনিয়ার এফসি। -রহিদুল ইসলাম

চ্যাম্পিয়ন জুনিয়ার

চালসা, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাতাবাড়ি দিঘিরপাড় লিচুপাড়া ফুটবল কমিটির দুইদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বাতাবাড়ি জুনিয়ার এফসি। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে শক্তিমান সংঘকে হারিয়েছে। তরুণ সংঘের মাঠে গোল করেন ফাইনালের সেরা রবি রায়। প্রতিযোগিতার সেরা রেহান ইসলাম। সেরা ডিফেন্ডার আদিত্য সরকার।

জয়ী নাইন স্টার, চামুর্চি

চালসা, ১৬ অগাস্ট : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘ ও গ্রন্থাগারের শচীন্দ্রনাথ রায় এবং রাবেন রায় ট্রফি ১৬ দলীয় ফুটবলে রবিবার জলপাইগুড়ির বজরংবলী নাইন স্টার ক্লাব টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে গুরজংঝোরা এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। নাইন স্টারের লক্ষ্মণ রায় ও গুরজংঝোরার লাকি ওরাওঁ গোল করেন।

শনিবার উদ্বোধনী ম্যাচে চামুর্চি সিবি ২-১ গোলে পুন্ডিবাড়ি এফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। চামুর্চির পূর্ণ থাপা ও আমির ওরাওঁ গোল করেন। পুন্ডিবাড়ির গোলস্কোরার অজয়কুমার রাভা। মঙ্গলবার খেলবে গুলজার ডুয়ার্স কিং ও মেটেলি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন।

আরএসএ-র ফুটবল শুরু

জলপাইগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের (আরএসএ) এসআরএমবি চ্যাম্পিয়নশিপ ও পল্টু মোদক, রজত ঘোষ ট্রফি ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে সেমিফাইনালে উঠল এসএসবি সেন্ট্রাল। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে অসমের রাইমোনা এফসি-কে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে গোল করেন এল হওকিপ, স্টারলাইট লিংডো ও জামকোহপাস তৌথাং। ম্যাচের সেরা এসএসবি-র উইনস্টোন লালচাওইফেল।

মহিলা ফুটবল শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের দেবীরানি ঘোষ, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ও বিমলারানি বসাক ট্রফি মহিলা ফুটবল সোমবার শুরু হবে। পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতায় ১০টি দলকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। 'এ' গ্রুপে রয়েছে মধুর মিলন সংঘ, ভৌমিক ওয়ারিয়র্স এফসি, বুড়াগঞ্জ তেরাই স্পোর্টস ক্লাব, তরুণ তীর্থ ও রায় ফুটবল ক্লাব। 'বি' গ্রুপের দলগুলি উজ্জ্বল সংঘ, ভিএনসি মর্নিং সকার, নেতাজি এফসি, কমলাবাগান এফসি ও স্বামী বিবেকানন্দ এফসি। উদ্বোধনী ম্যাচে ভৌমিক এফসি-র বিরুদ্ধে নামবে তেরাই। ফাইনাল ২৬ অগাস্ট।

খেতাব ময়নাগুড়ির

ক্রান্তি, ১৬ অগাস্ট : নগরডাঙ্গা ইয়ুথ কর্নার ক্লাব ও পাঠাগারের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ময়নাগুড়ি এফসি। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে বানারহাট তোতাপাড়াকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা দিলীপ সোরেন একটি গোল করেন। প্রতিযোগিতার সেরা মনির রায়।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি নিচ্ছে ময়নাগুড়ি এফসি। ছবি : কৌশিক দাস

AMiT METALIKS

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গ্রিনফিল্ড ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্রকল্প

যে কোনও প্রতিষ্ঠানের শুরুটা হয় একটা পাথর থেকে।

তবে ভিতটা শক্ত হয় তখনই, যখন তা গড়ে ওঠে বিশ্বাসের ওপরে।

মানুষে বিশ্বাস। অগ্রগতিতে বিশ্বাস। বাংলায় বিশ্বাস।

অমিট মেটালিক্স-এর প্রথম গ্রিনফিল্ড ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্রজেক্ট রঘুনাথপুর, পুরুলিয়ায় সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমরা এগিয়ে চলেছি এক নতুন পথে — যেখানে আছে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ, আরও শক্তিশালী উৎপাদনব্যবস্থা এবং বাংলার শিল্পের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

প্রায় ₹৪,০০০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বিনিয়োগে আমরা শুধু স্টিল উৎপাদনেই থেমে নেই-

আমরা গড়ে তুলছি আরও শক্তিশালী এক ভবিষ্যত।

আজ, সেই ভবিষ্যতের দিকেই আমাদের প্রথম পদক্ষেপ।

প্রধান অতিথি

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

শ্রী তাপস রায়
মাননীয় শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল
মাননীয়া নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডঃ অজয় কুমার পোদ্দার
মাননীয় মন্ত্রী, গণপূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী অর্জুন সিং
মাননীয় পরিবহন ও শ্রম মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো
মাননীয় সংসদ সদস্য লোকসভা

১৭ই আগস্ট ২০২৬ জেএসকে-১, দুরমুট, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ